ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৪

১০ বছর
পূর্তি সংখ্যা

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

https://archive.org/details/@salim_molla

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

উপদেষ্টা
শাহ্ আবদুল হান্নান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

সহকারী সম্পাদক
শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দিকা
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
প্রফেসর ড. আ ক ম আবদুল কাদের
প্রফেসর ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : অক্টোবর - ডিসেম্বর: ২০১৪

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web : www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

www.pathagar.com

সূচিপত্র

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকীয়

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যে দিন এ পৃথিবীতে আদম ও হাওয়া আ.-কে পাঠিয়েছেন সে দিন থেকে তাঁরা ও তাঁদের বংশধরেরা কীভাবে এখানে জীবন যাপন করবে তার দিক-নির্দেশনাও দিতে থাকেন। যাদের মাধ্যমে মানুষ এই দিক-নির্দেশনা লাভ করেছে তাঁরাই হলেন নবী ও রাসূল। অসংখ্য নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে এ পৃথিবীতে। সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর প্রদর্শিত পথই হলো ইসলামী জীবন বিধান। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল পৃথিবীতে আসবেন না, তাই তাঁর আনীত জীবন বিধানই আল্লাহর সর্বশেষ বিধান। এই বিধানের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। এ পৃথিবীতে চলার পথে মানুষ কোন্ পথ ও পন্থা অবলম্বন করবে তা কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে নির্ধারণ করবে। আর সেটাই হবে ইসলামী পথ ও পদ্ধতি।

আধুনিক যুগের ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি পদ্ধতি সর্বজনীন রূপধারণ করেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই পদ্ধতিগুলো বর্তমান সময়ের মত ছিলনা। বর্তমান কালের এ সংক্রান্ত পরিভাষাগুলোও তখন প্রচলিত ছিলনা। আধুনিক যুগের ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা পদ্ধতি গত শতকের শেষ দিকে বিশ্বের কয়েকটি দেশে চালু হয়। বর্তমান সময়ে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতির অনেক রীতি-পদ্ধতি ইসলামীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। 'ইসলামী আইন ও বিচার' জার্নালের বর্তমান সংখ্যায় "কনভেনশনাল ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজন পদ্ধতি : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি এ ধরনের একটি গবেষণা প্রবন্ধ। বিষয়টি ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিগুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী জীবন বিধানের একটি অপরিহার্য বিষয় হলো তাকওয়া। একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়ে ভীত হয়ে যে কোন অন্যায় ও অপরাধমূলক কর্ম থেকে মুক্ত থাকা ও তাঁর নির্দেশিত সকল ভালো কাজ

www.pathagar.com

সম্পাদন করাই হচ্ছে তাকওয়া। কুরআন ও হাদীসে এই তাকওয়ার অত্যধিক গুরুত্বের কথা বিধৃত হয়েছে। মূলত পাপমুক্ত পরিচ্ছন্ন জীবন শুধুমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে, অন্য কোন ভাবে নয়। "অর্থনৈতিক অপরাধ প্রতিরোধ ও তাকওয়া : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়টি চমৎকার ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আর্থিক লেনদেন। এ ক্ষেত্রে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি মানুষকে কীভাবে অন্যায় ও অবৈধ পথ থেকে বিরত রাখতে পারে তা এই প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে।

আমাদের দেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। অধিকাংশ মানুষের জীবন কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অতীতকাল থেকে এখানে ধনী-দরিদ্র ও ভূস্বামী-ভূমিহীন দুশ্রেণীর মানুষ একই সমাজে বসবাস করে আসছে। তাই কৃষিক্ষেত্রে বর্গাচাষ প্রথাও অতীতকাল থেকেই প্রচলিত আছে। এদেশের প্রায় সকল চাষীই মুসলিম। তাই তাদের জানা থাকা দরকার এই বর্গাপ্রথা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কিনা, বা কীভাবে করলে তা বৈধ হয়। "বর্গাচাষ : ইসলাম ও বর্তমান সমাজ" প্রবন্ধে বিষয়টি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এ ক্ষেত্রে ইসলামী পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধটি ভূস্বামী ও বর্গাচাষী উভয়ের পালনীয় বিধান জ্ঞাতকরণ ছাড়াও সবার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে।

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোন রকম ভেদাভেদ করেনি। পুরুষের মত নারীও সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। যার মধ্যে সম্পদের মালিকানা, আয়-উপার্জন ও ভোগ-দখলও অন্তর্ভুক্ত। তারপরও আধুনিক নারীবাদীরা 'নারীর ক্ষমতায়ন' শ্লোগানের আড়ালে মুসলিম নারীদেরকে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। "নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন : পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের নানা দিক আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি যে সময়োপযোগী হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'বীমা' শব্দটি আধুনিক যুগের একটি অর্থনীতি বিষয়ক পরিভাষা। বীমার মাধ্যমে মানবকল্যাণমূলক যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় ইসলামের সোনালী যুগে তা পরিচালিত হতো অন্য ভাবে ও অন্য নামে। তাই আধুনিক যুগে যখন বীমাকে ইসলামীকরণের প্রয়োজন দেখা দিল তখন ইসলামী পণ্ডিতগণ কুরআন, হাদীস ও অতীতের দৃষ্টান্তের আলোকে এই প্রয়োজন পূরণের দিকে এগিয়ে আসেন। "ইসলামী বীমা : একটি পর্যালোচনা" তেমনই একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ।

www.pathagar.com

সবশেষে 'ইসলামী আইন ও বিচার' জার্নালের বর্তমান সংখ্যায় উল্লেখিত প্রবন্ধগুলো ছাড়াও আইন ও বিচার জার্নালের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে চল্লিশটি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর লেখকের নামসহ একটি তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। এ তালিকাটি লেখক, গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সকল পাঠকের জন্য খুব উপকারে আসবে বলে আমরা আশা করছি। তা ছাড়া এ সংখ্যায় তরুণ গবেষক মুহাম্মদ রুহুল আমিন প্রণীত 'ইসলামী আইনের উৎস' নামক একটি গ্রন্থের পর্যালোচনা ছাপানো হচ্ছে। ইসলামী আইন ও বিচার-এর এ সংখ্যাটিও অন্যান্য সংখ্যার ন্যায় পাঠকদের নিকট সমাদৃত হবে। ইনশা-আল্লাহ।

'ইসলামী আইন ও বিচার' বাংলা ভাষায় ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক একমাত্র গবেষণা পত্রিকা। ২০০৫ সাল থেকে যাত্রা শুরু করা এ একাডেমিক জার্নালটি ইতোমধ্যেই দেশের প্রায় সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিভাগে গবেষণা পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। দীন ও দেশের কল্যাণে নিয়োজিত এ পত্রিকাটি নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে পাঠক-গবেষকগণের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আগামীতে এ বিশেষায়িত পত্রিকাটি আরো নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে দেশের কল্যাণ ও অগ্রযাত্রায় কার্যকর ভূমিকা পালনে সকলের সহযোগিতা কামনা করে।

দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকার ৪০তম এ সংখ্যাটি কিছুটা বর্ধিত আকারে ছাপা হচ্ছে। এ পথচলায় যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। ভবিষ্যতের পথচলায়ও সকলের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই প্রচেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

– ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৪

কনভেনশনাল ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজন পদ্ধতি : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ রুহুল আমিন*

[**সারসংক্ষেপ :** *হাজার বছরের ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাসে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স এক নতুন সংযোজন। গত শতাব্দীর শেষভাগে এসে এর যাত্রা শুরু হয়। ইতোমধ্যে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে যথেষ্ট অধ্যয়ন, অনুশীলন ও গবেষণা হলেও নতুন প্রডাক্ট উদ্ভাবনের মাত্রা আশানুরূপ নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একে কনভেনশনাল প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজনের (التكييف الشرعي/ Shariah Adaptation) উপর নির্ভর করতে হয়। শরী'আহ অভিযোজন আধুনিক বিষয়ের, বিশেষত আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত নতুন নতুন অনুষঙ্গের বিধান উদ্ভাবন ও এর প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে শরী'আহসম্মত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অত্র প্রবন্ধে শরী'আহ অভিযোজনের পরিচিতি, এর সমার্থবোধক ফিকহী পরিভাষা, গুরুত্ব, প্রামাণিকতা, অভিযোজনকারীর যোগ্যতা, অভিযোজনের শুদ্ধ ও ভুল পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ও প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে রচিত এ গবেষণা কর্মটি ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রচলিত কনভেনশনাল প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজনের নীতিমালা স্পষ্ট করার মাধ্যমে প্রডাক্টসমূহ শরী'আহসম্মত হওয়ার প্রমাণ পেশ করবে এবং ভবিষ্যতে নতুন প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজনের পাথেয় হিসেবে ভূমিকা রাখবে।*]

মূলশব্দ : *ব্যাংকিং প্রডাক্ট, শরী'আহ অভিযোজন, ইসলামী ব্যাংকিং, ব্যাংক কার্ড।*

ভূমিকা

'ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স' বর্তমান সময়ের অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় একটি পরিভাষা। ইসলাম বিরোধীরা ইসলামী জীবনদর্শনের সব দিক বর্জন করলেও এ দিকটি গ্রহণ করেছে। বিষয়টি আরও নিশ্চিত হয় যখন তাদেরই কণ্ঠে শুনি,

> অতীতে আমরা মুসলিম স্পেন ও আন্দালুসিয়া থেকে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে জেনেছিলাম। ইসলাম থেকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ধারণা

---

* পিএইচ.ডি গবেষক, আল-ফিকহ ও উসূল আল-ফিক্হ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া।

www.pathagar.com

পেয়েছিলাম। আর এখন আমরা তাদের থেকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আইডিয়া গ্রহণ করতে পারি।[১]

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সূচনা লগ্নে এর পদ্ধতিগত শুদ্ধতা নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা উঠলেও এর সোনালী সফলতা ও এ ব্যাপারে সারা বিশ্বের আলিমগণের ঐকমত্যের কারণে সেসব সমালোচনা বর্তমানে নিন্দুকের নিন্দা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে সুদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানবতার আর্থিক নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল হিসেবে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংকিং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করলেও এর সবচেয়ে বড় অভাব শরী'আহভিত্তিক প্রডাক্ট উদ্ভাবন। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অর্ধশতাব্দী পার হলেও বিভিন্ন কারণে প্রডাক্ট উদ্ভাবনে আশানুরূপ সফলতা আসেনি। অন্যদিকে আর্থিক লেনদেনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ায় এবং সেখানে শরী'আহভিত্তিক ইনস্ট্রুমেন্ট লেনদেনের চর্চা না থাকায় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। পক্ষান্তরে শত শত বছরের পুরাতন কনভেনশনাল ব্যাংকিং সুদের উপর ভিত্তি করে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রডাক্ট উদ্ভাবন ও সেবা প্রদান করছে। এসব সমস্যা মোকাবেলা করে অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখার জন্য ইসলামী ব্যাংকের সামনে যেসব বিকল্প রয়েছে তার মধ্যে কনভেনশনাল প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজন সর্বাধিক কার্যকর পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে একাধারে কনভেনশনাল ব্যাংকিং ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে সেবা প্রদান ও শরী'আহ পরিপালন সম্ভব হয়।

শরী'আহ অভিযোজন (التكييف الشرعي/ *Shariah* Adaptation)

'শরী'আহ অভিযোজন' ব্যাপক ব্যবহৃত একটি আধুনিক পরিভাষা। পূর্ববর্তী ফিকহের গ্রন্থসমূহে এর কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে ইবাযিয়্যাহ (الإباضية)[২] মাযহাবের ফকীহগণের কেউ কেউ পরিভাষাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরা একে বর্তমান

---

১. বিখ্যাত সাময়িকী *ইকনোমিস্ট*-এর ১৯৯৪ সনের ৬ আগস্ট সংখ্যায় 'সার্ভে অব ইসলাম' প্রতিবেদন। সূত্রঃ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীআহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২য় মুদ্রণ, ২০০৮ইং, ভূমিকা অংশ।

২. এ মাযহাব মূলত আব্দুল্লাহ ইবন ইবাযের অনুসারী, যারা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদের আমলে আত্মপ্রকাশ করে। মূলগত দিক থেকে এ মাযহাব খারিজী সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র উপদল। তবে বিশ্বাসগত দিক থেকে বেশ কিছু বিষয়ে খারিজীদের সাথে তাদের মতানৈক্য রয়েছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : আব্দুল কাহির ইব্ন তাহির আল-বাগদাদী, *আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক ওয়া বায়ানু আল-ফিরকাতিন নাজিহাহ*, বৈরূত : দারুল আফাকিল জাদীদাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭ খ্রি., পৃ. ৮২

www.pathagar.com

সময়ের প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেননি। বরং তাঁদের দৃষ্টিতে অভিযোজন (التكييف) অর্থ নিঃশব্দে বা অপ্রকাশ্যে তথা গোপনে কোন কাজ সম্পন্ন করা।[৩] এ ছাড়া অন্য কোন মাযহাবের প্রাচীন কোন গ্রন্থে এ পরিভাষাটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়নি। তবে এর সমার্থবোধক ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পরিভাষা পাওয়া যায়। সমসাময়িক আলিমগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক এ পরিভাষাটি সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

ইউসুফ আল-কারযাভী [জ. ১৯২৬ খ্রি.] বলেন:

تطبيق النص الشرعي على الواقعة العملية.

প্রায়োগিক কোন ঘটনার উপর শার'য়ী নস প্রয়োগ।[৪]

মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে বলা হয়েছে:

تحرير المسألة وبيان انتمائها إلى أصل معين معتبر.

কোন মাসআলাকে মূল্যায়ন এবং তাকে নির্দিষ্ট ও বিবেচ্য মূলনীতির সাথে সম্পৃক্তকরণ।[৫]

মুহাম্মাদ উসমান শিব্বীর (জ. ১৯৪৯ খ্রি.) বলেন:

تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة.

ইসলামী ফিক্‌হ (পূর্বকার কোন বিষয়ে) নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতির সাথে সংযুক্ত করার জন্য নতুন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা এ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা যে, যেন মূলনীতি ও নতুন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থার সাথে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য বিশ্লেষণান্তে উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ নতুন বিষয়ের জন্য নির্ধারণ করা যায়।[৬]

মুহাম্মাদ সালাহ আসসাভী (জ. ১৯৫৪ খ্রি.) বলেন:

رد العمليات المعاصرة إلى أصولها الشرعية، وإدراجها تحت ما يناسبها من العقود التي تولى الفقه الإسلامي صياغتها وتنظيم أحكامها، ليكون ذلك منطلقا للإصلاح والتقويم.

---

৩. মুসফির ইব্‌ন আলী আল-কাহতানী, "আত-তাকঈফুল ফিকহী লিল আ'মালিল মাসরাফিয়্যাতিল মু'আসিরাহ", *আল-আদল*, সংখ্যা ২৮, শাওয়াল ১৪২৬ হি., আইন মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব, পৃ. ৫১

৪. ইউসুফ আব্দুল্লাহ আল-কারযাভী, *আল-ফাতওয়া বাইনাল ইনদিবাতি ওয়াত তাসাইয়ুবি*, কুয়েত : দারুল কলম, ১৪০২ হি., পৃ.৭২

৫. মুহাম্মাদ রিওয়াস কুলআহ ও হামিদ সাদিক কুনাইবী, *মুজামু লুগাতিল ফুকাহা*, বৈরূত : দারুন নাফাইস, ২য় প্রকাশ, ১৪০৮ হি., পৃ. ১৪৩

৬. মুহাম্মাদ উসমান শিব্বীর, *আত-তাকঈফুল ফিকহী লিল ওয়াকাইয়িল মুসতাজিদ্দাহ ওয়া তাতবীকাতুহুল ফিকহিয়্যাহ*, দামিশক : দারুল কলম, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩৫ হি./ ২০১৪ খ্রি., পৃ. ৩০

www.pathagar.com

আধুনিক কার্মকাণ্ডকে শর'য়ী মূলনীতির দিকে ধাবিত করা এবং ইসলামী ফিক্‌হ যেসব চুক্তির বৈধতা দেয় তার সাথে সঙ্গত কোন একটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা ও তার বিধান নির্ধারণ করা, যাতে তার পূর্নগঠন ও মূল্যায়ন সম্ভব হয়।[৭]

মুসফির আল-কাহ্‌তানী (জ. ১৯৭১ খ্রি.) বলেন:

التصوّر الكامل للواقعة وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه.

ঘটনার পরিপূর্ণ রূপায়ণ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট মূলনীতির প্রয়োগ।[৮]

অতএব, সাম্প্রতিক কোন বিষয়কে শারী'আহসম্মত করাকে বলা হয় শারী'আহ অভিযোজন। অর্থাৎ সাম্প্রতিক যে বিষয়ের কোন বিধান বর্ণিত হয়নি তার শর'য়ী বিশ্লেষণ করে শরী'আহর মূলনীতির সাথে তাকে খাপ খাওয়ানো বা শারী'আতের বিধানের সাথে তার যোগসূত্র স্থাপনকে শরী'আহ অভিযোজন বলা হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাচীন ফিকহের গ্রন্থে শরী'আহ অভিযোজন সংশ্লিষ্ট কিছু পরিভাষার উল্লেখ রয়েছে। শরী'আহ অভিযোজনের অর্থ অনুধাবনের সুবিধার্থে নিম্নে কয়েকটি সমার্থবোধক পরিভাষা উল্লেখ করা হলো:

ক. তাখরীজ (التخريج)

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে تخـريج শব্দটি خـرج বা বের হওয়া থেকে উৎপন্ন, যার শাব্দিক অর্থ নির্গত করা। তবে ফকীহ ও উসূলবিদগণ এর আভিধানিক অর্থ নিয়েছেন استخراج ও استنباط বা উদ্ভাবন।[৯] এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় ইব্‌ন ফারহুন আল-মালিকী (৭৩০-৭৯৯ হি.) বলেন:

استخراج حكم مسألة من مسألة منصوصة.

নস্‌ভিত্তিক কোন মাসআলার বিধান থেকে (সাদৃশ্যপূর্ণ) মাসআলার বিধান উদ্ভাবন।[১০]

শায়খ আলভী আস্‌-সাক্কাফ (জ. ১৩৭৬ হি.) বলেন:

أن ينقل فقهاء المذهب الحكم من نص إمامهم في صورة إلى صورة مشابهة.

মাযহাবের ফকীহ্‌গণ কর্তৃক কোন বিষয়ে তাঁদের ইমামের বর্ণিত বিধানের অনুরূপ বিধান সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের জন্য নির্ধারণ করাকে তাখরীজে ফিকহী বলা হয়।[১১]

---

৭. মুহাম্মাদ সালাহ আস-সাভী, *মুশকিলাতুল ইসতিছমার*, কায়রো : দারুল ওয়াফা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ৪২৪

৮. মুসফির আল-কাহ্‌তানী, *মানহাজু ইসতিখরাজিল আহকামিল ফিকহিয়্যাহ লিন নাওয়াযিলিল মু'আসিরাহ*, মক্কা : উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৩৮৪

৯. মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াকূব আল-ফিরোযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, বৈরূত : দারু ইয়াহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ১৮৩

১০. ইব্‌ন ফারহুন আল-মালিকী, *কাশফুন নিকাবিল হাজিবি ফী মুসতালিহ ইব্‌নিল হাজিব*, বিশ্লেষণ : হামযাহ আবু ফারিস ও আব্দুস সালাম শরীফ, বৈরূত : দারুল গারব আল-ইসলামী, ১ম প্রকাশ-১৯৯০ খ্রি., পৃ. ১০৪

১১. আলভী আস্‌-সাক্কাফ, *আল-ফাওয়ায়িদুল মাক্কীয়াহ*, বৈরূত : মাকতাবাতু আল-বাবী আল-হালবী, বিশেষ সংস্করণ, সনবিহীন, পৃ. ৪২

www.pathagar.com

তাখরীজ ফিকহী সাধারণত নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে:

১. تخريج الفروع علـى الأصـول বা মূলনীতির ভিত্তিতে শাখার বিধান নির্গত করা। অর্থাৎ মাযহাবের ইমামগণের নীতিমালার ভিত্তিতে নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন করা।

২. تخريج الفروع من الفروع বা শাখার বিধানের ভিত্তিতে অন্য শাখার বিধান নির্ণয় করা। অর্থাৎ পূর্বের কোন বিষয়ের বিধানে মাযহাবের ইমামগণের প্রদত্ত মতামতের আলোকে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের বিধান নির্ধারণ করা।[১২]

শরী'আহ অভিযোজন তাখরীজে ফিক্হীর চেয়ে ব্যাপক। তাখরীজে ফিকহী শরী'আহ অভিযোজনের একটি পদ্ধতি। কেননা শরী'আহ অভিযোজন তাখরীজ, কিয়াস, নস, মাসালিহ মুরসালাহ, সাদ্দুয যারাঈ' ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে হয়। পদ্ধতিগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে, যেমন শাখায় অন্তর্নিহিত ইল্লাত নির্ধারণ ও তাকে মূল বিধানের সাথে সংশ্লিষ্টকরণ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্যও রয়েছে; যেমন তাখরীজের ক্ষেত্রে মাযহাবের ইমামের মূলনীতি অনুসরণ আবশ্যক কিন্তু অভিযোজনের মধ্যে সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ ও অন্যান্য উৎস থেকে দলীল গ্রহণ করা হয়।

খ. তাসাওউর (التصور أو التصوير)

তাসাওয়ুর বা তাসভীর মূলত صور শব্দ থেকে নির্গত; যার আভিধানিক অর্থ রূপায়ণ বা আকৃতি প্রদান। পরিভাষায় এর সংজ্ঞায় আল্লামা জুরজানী (মৃ. ৮১৬ হি.) বলেন:

> حصول صورة الشيء في العقل، وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات.
>
> মানসপটে কোন কিছুর রূপায়ণ এবং ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন বিধান আরোপ ছাড়াই তার সত্তা অনুধাবন।[১৩]

এটি মানতিক বা যুক্তিবিদ্যার একটি বহুল পরিচিত পরিভাষা। যুক্তিবিদগণের দৃষ্টিতে জ্ঞান দুই প্রকার কল্পিত ও বাস্তব। বাস্তব অবস্থার পূর্বে কল্পনার উদয় হয় এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি পাওয়ার পর তা বাস্তবে পরিণত হয়। অতএব, নতুন কোন বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই একটি রূপ মনে মনে চিন্তা করে করে পরবর্তীতে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে তার বাস্তবসম্মত বিধান নির্ধারণ করা হয়। এ কারণে ফিকহী কায়ি'দা (সূত্র) বর্ণিত হয়েছে: الحكم على الشيء فرع عن تصوره (কোন কিছুর বিধান নির্ণয় তার চিন্তারই ফল)।[১৪]

---

১২. শিব্বীর, *আত-তাকঈফুল ফিকহী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১৩. জুরজানী, *আত-তা'রিফাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

১৪. তাকীউদ্দীন আবূল বাকা মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-ফাতূহী (ইব্ন নাজ্জার নামে প্রসিদ্ধ), *শরহ কাওকাবুল মুনীর*, সম্পা: মুহাম্মদ আল-যুহাইলী ও নাযীহ হাম্মাদ, জিদ্দাহ : মাকতাবাতুল 'উবাইকান, ২য় সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৫০

www.pathagar.com

তাসাওয়ূর বা তাসভীর মূলত শরী'আহ অভিযোজনের প্রথম পর্যায়। যাকে এর মূলভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা নতুন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা রূপায়ণ যথাযথ না হলে শরী'আহ অভিযোজন ত্রুটিমুক্ত হওয়া সম্ভব না।

গ. তাহকীকুল মানাত (تحقيق المناط)

مناط অর্থ হেতু বা কার্যকারণ। অতএব, تحقيق المناط অর্থ কার্যকারণ অনুসন্ধান। পরিভাষায় এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في آحاد الصور، بعد معرفة تلك العلة بنص أو إجماع أو استنباط جلي، فإثبات وجود العلة في مسألة معينة بالنظر والاجتهاد هو تحقيق المناط.

কোন নির্দিষ্ট বিধানের ইল্লাত অবগত হওয়ার জন্য ইজতিহাদ করা এবং নস বা ইজমা' বা প্রকাশ্য কিয়াসের ভিত্তিতে নির্ণীত 'ইল্লাতকে বিধান উদ্ভাবনের জন্য নির্দিষ্ট মাসআলায় প্রয়োগ করা।[১৫]

তাহকীকুল মানাত শরী'আহ অভিযোজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। নতুন বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের পর এর ও মূল বিধানের মধ্যকার সাদৃশ্যপূর্ণ কার্যকারণ অনুসন্ধানই মূলত অভিযোজনের প্রধান কাজ। এই কার্যকরণই নতুন বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের প্রধান অবলম্বন।

ঘ. আল-আশবাহ আল-ফিকহিয়্যাহ (الأشباه الفقهية)

আশবাহ (أشباه) শব্দটি শিবহুন (شبه)-এর বহুবচন, যার অর্থ সাদৃশ্য। পরিভাষায় আল-আশবাহ আল-ফিকহিয়্যাহ বলা হয়:

الصفة الجامعة الصحيحة التي إذا اشترك فيها الأصل والفرع أوجب اشتراكهما في الحكم.

একই বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য যখন মূল ও শাখা উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান হয়, তখন উভয়ের বিধানও একই হওয়া আবশ্যক।[১৬]

এর বিপরীতে নাযাঈর ফিকহিয়্যাহ (النظائر الفقهية) বলা হয়:

المسائل التي تشبه بعضها بعضا في الظاهر وتختلف في الحكم.

ঐ সব মাসআলা, যা বাহ্যিকভাবে পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও বিধানের ক্ষেত্রে বিসদৃশ।[১৭]

শরী'আহ অভিযোজনের গুরুত্ব

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন কারণে শারী'আহ অভিযোজন বিশেষ গুরুত্ববহ হয়ে দেখা দিয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ আলোচনা করা হলো:

---

১৫. আল-কাহতানী, *মানহাজু ইসতিখরাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮৭
১৬. শিব্বীর, *আত-তাকঈফুল ফিকহী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১৭. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

এক: সাম্প্রতিক বিষয়গুলো মূলত সমাজের সর্বশেষ অবস্থা। পূর্ববর্তী ফিকহের কিতাবে এগুলো সম্পর্কে কোন আলোচনা বিদ্যমান নেই। আবার বিষয়গুলো জটিল, দুর্বোধ্য ও জীবনঘনিষ্ঠ। ইসলামী শরী'আহকে গতিশীল, শাশ্বত ও সার্বজনীন প্রমাণের জন্য এসব বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন অতি জরুরী। শরী'আহ অভিযোজন সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের একটি পদক্ষেপ হিসেবে গুরুত্বের দাবিদার।

দুই: বিগত কয়েক যুগে সভ্যতার উন্নতি ও সমাজব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই। এসব উন্নতি ও পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে যেসব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কিত বিধান গবেষণা করার মত 'মুজতাহিদ মুতলাক'[১৮]-এর অভাব এবং 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব'[১৯]-এর সংখ্যাধিক্যের কারণে শারী'আহ অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা সাম্প্রতিক বিষয়ের বৈশিষ্ট্য, এর গুণাগুণ বিবেচনা ও তাকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে শরী'আহ অভিযোজন নিরাপদ পদ্ধতি।

তিন: শরী'আহ অভিযোজন সাম্প্রতিক অবস্থা অধ্যয়ন ও তার যথাযথ বিধান উদ্ভাবনের মাধ্যম। মহান আল্লাহ কোন বিষয় যথার্থভাবে না জেনে সে সম্পর্কে বিধান প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না।[২০]

অতএব, নতুন বিষয় জানা এবং তার বিধান বিশ্লেষণের মাধ্যম হিসেবে শরী'আহ অভিযোজনের গুরুত্ব অপরিসীম।

চার: সাম্প্রতিক বিষয়সমূহের অধিকাংশ বিষয় ইসলামী বলয়ের বাইরে থেকে উদ্ভাবিত হয় এবং তা জনপ্রিয় ও জনবহুল করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে

---

১৮. মুজতাহিদ মুতলাক বলা হয়, هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقييد بمذهب أحد অর্থাৎ যিনি কোন ইমামের নীতিমালার আলোকে বা কারও অনুকরণ ছাড়াই শর'য়ী দলীল থেকে সরাসরি শর'য়ী বিধান অনুধাবনে সক্ষম। দ্রষ্টব্য : আবূ আমর উছমান ইব্ন সালাহ উদ্দীন (ইবনুস সালাহ নামে প্রসিদ্ধ), *আদাবুল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী*, বৈরূত : মাকতাবাতু আলামিল কুতুব, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৮৭

১৯. মুজতাহিদ ফিল মাযহাব বলা হয়, أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده অর্থাৎ যিনি তাঁর ইমামের মাযহাবের মধ্যে থেকে নিজস্ব নীতিমালার আলোকে প্রমাণাদি উপস্থাপন করে ইজতিহাদ করেন, তবে তিনি দলীল পেশের ক্ষেত্রে তাঁর ইমামের মূলনীতি ও অন্যান্য নীতিমালা অতিক্রম করেন না। দ্রষ্টব্য: ইমাম মুহীউদ্দীন নবভী, *আল-মাজমু'*, কায়রো : দারুল হাদীছ, ২০১০ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৭৬

২০. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৬

www.pathagar.com

আমাদের সমাজ কিছু দিনের ব্যবধানে নতুন নতুন প্রডাক্ট অবলোকন করে। যেগুলোর শর'য়ী বিধান নির্ণয় আবশ্যক হয়ে পড়ে। আবার এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে সেগুলোর শর'য়ী বিকল্প উদ্ভাবন জরুরী হিসেবে বিবেচ্য হয়। এক্ষেত্রে শরী'আহ অভিযোজন অন্য যে কোন পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর কার্যকর।

পাঁচ: আধুনিক জীবনাচার, সমাজ ও অর্থব্যবস্থা পরিচালনার ইসলামী পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও শরী'আহভিত্তিক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনে মুসলিমদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে কনভেনশনাল পদ্ধতিকে শরী'আহর ভিত্তিতে বিন্যাস করার জন্য শরী'আহ অভিযোজন একমাত্র বিকল্প হিসেবে গণ্য।

শরী'আহ্ অভিযোজনের প্রামাণিকতা

সাম্প্রতিক বিষয়ের শরী'আহ্ অভিযোজনের প্রামাণিকতা মূলত ইজতিহাদের প্রামাণিকতার সাথে সংযুক্ত। উপরন্তু, পবিত্র কুরআন, সুন্নাহসহ ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎস ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের ভিত্তিতে এর প্রামাণিকতা সাব্যস্ত।

এক : কুরআনের প্রমাণ

ক. মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا ﴾

যখন তাদের কাছে শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সংবাদ আসে তখন তারা তা প্রচার করে। যদি তারা তা রাসূল কিংবা তাদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয়দের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত। তোমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই শয়তানের অনুসরণ করত।[২১]

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মহানবী স.-এর জীবদ্দশায় নতুন কোন বিষয়ের বিধান অবগত হওয়ার জন্য তাঁর দিকে মনোনিবেশ করা আবশ্যক ছিল। পক্ষান্তরে তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুন্নাহর দিকে এবং মুমিনগণের মধ্যকার নেতৃস্থানীয় তথা মাসআলা উদ্ভাবনে সক্ষম ফকীহগণের উপর নির্ভর করতে হবে। অতএব, নতুন বিষয়ের শরী'আহ অভিযোজন ও শর'য়ী বিধান উদ্ভাবন ফকীহগণের কর্তব্য এবং তাঁদের উদ্ভাবিত বিধান শরী'আহসম্মত।

খ. পবিত্র কুরআনে বিধান আরোপের ক্ষেত্রে অপরাধকে মানদণ্ড ধরে সমজাতীয় শাস্তি নির্ধারণের ঘোষণা এসেছে।

---

২১. আল-কুরআন, ৪ : ৮৩

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾

হে ঈমানদারগণ! ইহরামে থাকা অবস্থায় তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা করো না, তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে যা সে হত্যা করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত পশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যকার দুইজন ন্যায়বান লোক।[২২]

এ আয়াতে সমজাতীয় ও সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে বিধান নির্গমনের নির্দেশনা এসেছে। এমনকি আয়াতে বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা ও তার প্রকৃতি নিয়ে ফকীহগণ মতভেদও করেছেন। কেউ কেউ আকৃতিগত দিক থেকে সাদৃশ্যকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন, আবার কেউ মূল্যমানের সাদৃশ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[২৩]

দুই : হাদীস থেকে প্রমাণ

বিভিন্ন হাদীস থেকেও শরী'আহ অভিযোজনের প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

ক. মহানবী সা. বলেন.

لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

যাকাতের (পরিমাণ কম-বেশি হওয়ার) আশঙ্কায় পৃথক (প্রাণী)গুলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিতগুলোকে পৃথক করা যাবে না।[২৪]

ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসের خشية الصدقة অংশ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع অংশ দিয়ে বাব বা পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন। কেননা এটি একটি সামগ্রিক কায়িদা (قاعدة كلية), যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যখন ফিকহের শাখা-প্রশাখার মধ্যকার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি একই হবে, তখন সেগুলো একই বিধানের আওতাধীন করা হবে; এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা হবে না। শাখা-প্রশাখা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হলে তা একই বিধানের মধ্যে একত্রিত করা যাবে না। এটিই মূলত শরী'আহ অভিযোজন।

---

২২. আল-কুরআন, ৫ : ৯৫

২৩. আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম* (৮ খণ্ডে), সম্পা: সামী বিন মুহাম্মাদ সালামাহ, আল-মাদীনাহ আল-মুনাওয়ারাহ : দারুত তায়্যিবাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ১৯২

২৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ* (এক খণ্ডে), বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি., অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : লা ইয়াজমাউ বাইনা মুতাফাররিক ওয়া লা ইফাররিকু বাইনা মুজতামিউ, পৃ. ২৬৯, হাদীস নং ১৪৫০

www.pathagar.com

খ. মহানবী সা. শরী'আহ্ অভিযোজনের অন্যতম মাধ্যম কিয়াসের ভিত্তিতে অনেক বিষয়ের বিধান নির্ধারণ করেছেন। যেমন-

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে বললেন, আমার মা ইন্তিকাল করেছেন অথচ তার উপর একমাস রোযা আবশ্যক ছিল। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, যদি তার উপর কোন ঋণ থাকত তবে কি তুমি তা পরিশোধ করতে? সে বলল, হ্যাঁ। এবার তিনি বললেন:

فدين الله أحق بالقضاء

অতএব, আল্লাহর ঋণ পরিশোধিত হওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার।[২৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, খাছ'আম গোত্রের জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে আগমন করে বললেন, আমার পিতা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হওয়ায় বাহনে চড়তে পারেন না। অথচ তাঁর উপর হাজ্জ ফরজ। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় করব? তিনি বললেন, তুমি কি তাঁর বড় সন্তান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমার পিতার উপর যদি কোন ব্যক্তির ঋণ থাকত আর তুমি যদি তা পরিশোধ করতে, তবে কি তাঁর পক্ষ থেকে আদায় হত না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, অতএব তাঁর পক্ষ থেকে হাজ্জ কর।২৬

উপরোক্ত হাদীস দুটিতে মহানবী সা. আল্লাহর ঋণ তথা রোযা ও হাজ্জকে বান্দার আর্থিক ঋণের সাথে তুলনা করে তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

গ. আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। আমি তাকে (আমার সন্তান হিসেবে) অস্বীকার করছি। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোর রং কী? সে বলল, লাল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোর মধ্যে সাদা-কালো মিশ্রিত রঙয়ের কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, সাদা-কালো মিশ্রিত রঙয়ের অনেকগুলোই আছে। তিনি বললেন, এ রং কী করে এলো বলে মনে কর? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বংশের পূর্ব সূত্রের (Genetic) প্রভাবে এরূপ হয়েছে। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমার সন্তানও বংশের পূর্ব সূত্রের প্রভাবে এরূপ হয়েছে এবং তিনি এ সন্তানকে অস্বীকার করার অনুমতি তাকে দিলেন না।[২৭]

---

২৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ* (এক খণ্ডে), বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ২০১০ খ্রি., অধ্যায় : আস-সাওম, পরিচ্ছেদ : কাদাউস সিয়াম 'আনিল মায়্যিতি, পৃ. ৫১০, হাদীস নং ২৬৮৮

২৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হাজ্জ, পরিচ্ছেদ : আল-হাজ্জ 'আনিল 'আজিয লিযামানিহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৬, হাদীস নং ৩২৩৯

২৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস্‌সুন্নাহ, পরিচ্ছেদ : মান শাব্বাহা আসলান মা'লুমান বি আসলিন মুবাইয়্যানিন কাদ বাইয়্যানাল্লাহু হুকমাহা লি ইফহামাস সায়িল, হাদীস নং ৬৮৮৪

www.pathagar.com

এ হাদীসটিতে উটের রঙয়ের ভিন্নতার কারণকে অভিযোজন করে মানুষের সন্তানের রঙয়ের ভিন্নতার কারণ নির্ণয় করেছেন।

ঘ. বর্ণিত আছে 'উমার [শা. ২৩ হি.] রা. একদিন রাসূলুল্লাহ সা.-কে বললেন,

> هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم.
> قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم.
>
> হে আল্লাহর রাসূল! আমি আজ বড় ধরনের কাজ করে ফেলেছি। আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি রোযা অবস্থায় যদি কুলি করতে তবে কি হত? তিনি বললেন, তাতে কোন অসুবিধা ছিল না। অতঃপর তিনি বললেন, তাহলে অসুবিধা কোথায়?[২৮]

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ স. চুম্বন তথা যৌন সম্ভোগের সূচনা স্তরকে কুলি তথা পানি পানের সূচনা স্তরের সাথে তুলনা করে উভয়ের একই বিধান নির্ধারণ করেছেন।

তিন : সাহাবীগণের কার্যাবলি

সাহাবীগণ কুরআন ও সুন্নাহে সাম্প্রতিক বিষয়ের শর'য়ী বিধান না পেলে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের বিধানের আলোকে নতুন বিষয়ের বিধান অভিযোজন করতেন। কিয়াসের আলোকে তাঁদের অভিযোজিত বিভিন্ন বিধান অনেক উসূলবিদ স্ব স্ব গ্রন্থে পৃথক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের সময়ে শরী'আহ অভিযোজনের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আবূ বকর [মৃ. ১৩ হি.] রা.-এর খিলাফত সাব্যস্ত করণ। তাঁরা তাঁর খিলাফাতের দায়িত্বকে মহানবী সা. কর্তৃক তাঁকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদানের উপর কিয়াস করেছিলেন।

উমার রা. খলীফা থাকা অবস্থায় তাঁর বসরার গর্ভনর আবূ মূসা আশ'আরী [মৃ. ৪৪ হি.] রা.-এর কাছে প্রেরিত সরকারী নির্দেশনামায় লেখেন :

> اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى.
>
> পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ সমস্যায় সাদৃশ্যপূর্ণ সমাধান গ্রহণ কর, নিজের থেকে কিয়াস কর, অতঃপর তোমার দৃষ্টিতে যেটি আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ও ন্যায়ের অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ তা গ্রহণ কর।[২৯]

চার : ফিকহী কায়িদা

শরী'আহ অভিযোজনের প্রথম পদক্ষেপ নতুন ঘটনা ও বিষয় পরিপূর্ণভাবে রূপায়ণ করা। যার মাধ্যমে নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন সম্ভব হয়। নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ ফিকহী কায়িদা (আইনী সূত্র/ Legal Maxim) থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়:

---

২৮. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ২০০১ খ্রি., অধ্যায় : আস-সাওম, পরিচ্ছেদ : আল-কুবলাতু লিস সাইম, খ. ১, হাদীস নং ২৩৮৫

২৯. খুরশীদ আহমদ ফারিক, *হযরত উমর রা.-এর সরকারী পত্রাবলি*, অনুবাদ : মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃ. ২১৯

www.pathagar.com

الحكم على الشيء فرع عن تصوره

কোন কিছুর বিধান নির্ণয় তার রূপায়ণের অংশবিশেষ।[৩০]

এ কায়িদাটি অন্যভাবেও বলা হয়। যেমন-

الحكم على الشيء فرع تصوره

কোন কিছুর বিধান তার রূপায়ণের অংশ বিশেষ।[৩১]

الحكم على الشيء بدون تصوره محال

কোন কিছু যথার্থভাবে রূপায়ণ না করে বিধান নির্ণয় অসম্ভব।[৩২]

পাঁচ : বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সুবাদে মানুষ প্রতিদিনই নতুন নতুন বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে, বিশেষত আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিত্যনতুন পদ্ধতি ও উপকরণ আবিস্কৃত হচ্ছে যার বিধান সরাসরি কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত হয়নি। শরী'আহ আইন সর্বশেষ আইনব্যবস্থা হওয়ায় মুজতাহিদগণ এসব বিষয়ের বিধান নির্ণয়ে দায়বদ্ধ। কেননা প্রত্যেক যুগে মুজতাহিদ বর্তমান থাকে। আল্লামা শাওকানী (মৃ. ১২৫৫ খ্রি.) বলেন,

فذهب جمع إلى أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد، قائم بحجج الله، يبين للناس ما نزل إليهم.

> এক দল আলিমের মতে, মুজতাহিদ ভিন্ন কোন যুগ বা কাল অতিবাহিত হতে পারে না, যিনি (নতুন নতুন বিষয়ে) আল্লাহর বিধানসমূহ বের করতে সচেষ্ট থাকবেন, মানুষকে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার (সমসাময়িক) ব্যাখ্যা করবেন।[৩৩]

অতএব, ইসলামী শরী'আহর গতিশীলতার প্রশ্নে শরী'আহ অভিযোজন এক অনিবার্য প্রয়োজন।

শরী'আহ অভিযোজনকারীর যোগ্যতা

নতুন বিষয়ের শরী'আহ অভিযোজন এক ফিকহী ইজতিহাদের বিষয় হওয়ায় সকলের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। বরং কাজটি মুজতাহিদ ফকীহগণের সাথে সম্পৃক্ত, যাঁরা ইজতিহাদের ক্ষমতা ও আধুনিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের যোগ্যতা রাখেন। আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুস সালাম (মৃ. ১১৬৩ হি.) বলেন,

---

৩০. ইব্ন নাজ্জার, *শরহ কাওকাবুল মুনীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০

৩১. তাকীউদ্দীন আলী বিন আব্দুল কাফী আস-সুবকী ও তদপুত্র তাজুদ্দীন আব্দুল ওয়াহাব ইব্ন আলী আস-সুবকী, *আল-ইবহাজ ফী শারহিল মানহাজ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি., খ. ১, পৃ. ১৭২

৩২. মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ ইব্ন আমীর আল-হাজ্জ আল-হাম্বালী, *আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর*, সম্পাঃ আব্দুল্লাহ মাহমূদ মুহাম্মদ উমার, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ২, পৃ. ১০৬

৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আশ-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল ইলা তাহকীকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসূল*, সম্পাঃ আবূ হাফস শামী, রিয়াদ : দারুল ফযীলাহ, ২০০০খ্রি., পৃ. ২৫৩

www.pathagar.com

استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين الناس عسير على كثير من الناس، فتجد الرجل يحفظ كثيرا من الفقه ويفهمه ويعلمه غيره، فإذا سئل عن واقعة لبعض العوام من مسائل الصلاة أو مسألة من الأعيان لا يحسن الجواب.

ফিকহের সামগ্রিক বিধান অধ্যয়ন করে তাকে শাখাপ্রশাখার উপর প্রয়োগ করা অধিকাংশের জন্য কষ্টকর। এমন অনেকে রয়েছেন যারা ফিকহের অনেক বিধান মুখস্থ করেন, অনুধাবন করেন ও অন্যকে শিখান, কিন্তু তাকে যখন সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে কিছু মানুষের জন্য নামাযের বিধান বা প্রয়োজনীয় মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয় তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন না।[৩৪]

সদুত্তর দিতে না পারার অর্থ আধুনিক বিষয়ের অভিযোজন করতে না পারা। পক্ষান্তরে আধুনিক বিষয়ের শরী'আহ্ অভিযোজন করতে না পারার কারণ অভিযোজনকারীর যোগ্যতার অভাব। নিম্নে নতুন বিষয়ের শরী'আহ অভিযোজনকারীর যোগ্যতা ও তাঁর গুণাবলি তুলে ধরা হলো :

ক. জ্ঞান : যিনি শরী'আহ্ অভিযোজনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তাঁকে অবশ্যই ফিক্‌হ, উসূল ফিক্‌হের সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। বিধানের ইল্লাত, এর মাকাসিদ (مقاصد) ও মানাত (مناط) অনুধাবনে সক্ষম হতে হবে।[৩৫] এছাড়া কুরআন, সুন্নাহ্, আরবী ভাষাতত্ত্বসহ ফাতওয়া প্রদানের জন্য যেসব আনুষাঙ্গিক জ্ঞানের প্রয়োজন তারও অধিকারী হতে হবে।

খ. বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি : শরী'আহ অভিযোজনকারীকে বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হয়। যাতে তিনি নতুন বিষয়ের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, এর প্রক্রিয়া, কর্মকৌশল, সমজাতীয় বিষয়ের সাথে এর মিল-অমিল ভালভাবে অবগত হতে পারেন এবং বিধান নির্গমনের ক্ষেত্রে কোন ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত না হন। ইমামুল হারামাইন আল-জুয়াইনী (৪১৯-৪৭৮ হি.) বলেন,

لست أعرف خلافا بين المسلمين أن الشرط أن يكون المستناب لفصل الخصومات والحكومات فطنا متميزا عن رعاع الناس، ومعدودا من الأكياس، ولا بد من أن يفهم الواقعة المرفوعة إليه على حقيقتها، ويتفطن لمواطن الإعضال، وموضع السؤال، ومحل الإشكال منها.

মামলার নিষ্পত্তি ও রায় প্রদানের কাজে নিয়োজিত দায়িত্ববান ব্যক্তির জন্য বিচক্ষণ, সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও বুদ্ধিমান হওয়ার শর্তের ব্যাপারে মুসলিমগণের মধ্যে কোন মতভেদ রয়েছে বলে আমার জানা নেই।

---

৩৪. আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল-ওয়ানশারিসী, *আল-মি'ইয়ারুল মু'আররাব ওয়াল জামি' লিফাতওয়া ইফরীকিয়্যাহ ওয়াল মাগরিব*, বৈরূত : দারুল গারবিল ইসলামী, ১৯৮৯ খ্রি., খ. ১০, পৃ. ৮০

৩৫. শিব্বীর, *আত-তাকঈফুল ফিকহী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

www.pathagar.com

তাকে অবশ্যই উত্থাপিত ঘটনার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন এবং সমস্যার ক্ষেত্রসমূহ, প্রশ্নের উদ্দেশ্য ও এর মধ্যকার সন্দেহপূর্ণ অবস্থা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।[৩৬]

গ. তাকওয়া : তাকওয়া বা পরহেজগারী শরী'আহ অভিযোজনকারীর অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচ্য। তাকওয়া নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনকারীর অন্তরে আল্লাহভীতির জন্ম দেয়, যার মাধ্যমে তিনি যে কোন ধরনের স্বার্থ, সুবিধা, ব্যবসায়িক লাভকে উপেক্ষা করে প্রকৃত আল্লাহর বিধান নির্ধারণে কাজ করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার ক্ষমতা দেবেন।[৩৭]

তিনি আরও বলেন:

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমাত দান করেন এবং যাকে হিকমাত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়।[৩৮]

ইমাম মালিক রহ. বলতেন,

يقع بقلبي أن الحكمة الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله القلوب من رحمته وفضله

আমার অন্তরে এটিই অনুভূত হয় যে, হিকমাত হলো আল্লাহর দীনের ফিক্‌হ এবং ঐসব বিষয় যা আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণায় বান্দার অন্তরে নিবিষ্ট করেন।[৩৯]

ঘ. বাস্তব অভিজ্ঞতা : ফকীহের মধ্যে অন্যান্য যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে তিনি আধুনিক বিষয়ের শরী'আহ অভিযোজন করতে পারেন না। কেননা অভিযোজনের কাজটি মূলত ফাতওয়া ও বিচারের মত প্রায়োগিক কাজ, যার জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। ইবনুস সালাহ (৫৭৭-৬৪৩ হি.) মুফতীর শর্ত বর্ণনায় তাঁকে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও অনুশীলনকারী হওয়া আবশ্যক করেছেন।[৪০] অতএব, শরী'আহ অভিযোজনকারীকে অবশ্যই এ সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।[৪১]

---

৩৬. ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আল-জুয়াইনী, *গিয়াছুল উমাম ফী তিয়াছিয যুলাম*, কায়রো : দারুদ দাওয়াহ, ১৯৭৯ খ্রি., পৃ. ১৫৮

৩৭. আল-কুরআন, ৮ : ২৯

৩৮. আল-কুরআন, ২ : ২৬৯

৩৯. আবূ ইসহাক আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, কায়রো : মাতবা'আহ মুহাম্মাদ আলী সাবীহ, সনবিহীন, খ. ৪, পৃ. ৬১

৪০. ইবনুস সালাহ, *আদাবুল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৪১. শিব্বীর, *আত-তাকঈফুল ফিকহী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১২০

www.pathagar.com

শরীআহ অভিযোজনের নীতিমালা

নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের জন্য শরী'আহ অভিযোজন একটি ফিকহী ইজতিহাদ হওয়ায় নির্দিষ্ট নীতিমালা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এটি সম্পন্ন করতে হয়। নিম্নে নতুন বিষয়ের শরী'আহ অভিযোজনের নীতিমালা ও পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

এক : নতুন বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ

নতুন বিষয় বলতে ঐসব বিষয়কে বুঝায়, যার বিধানের ব্যাপারে শরী'আতের কোন নস বর্ণিত হয়নি অথবা যার ব্যাপারে সম্মত কোন ইজতিহাদও হয়নি। উক্ত বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ের সৃষ্ট বা সমাজ ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ লাভের ফলে যার বিধান পুনঃমূল্যায়ন প্রয়োজন অথবা পূর্বের বিভিন্ন বিষয়ের মিশ্রণে একটি নতুন বিষয়ও হতে পারে।

নতুন বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি

যেসব বিষয় শরী'আহ অভিযোজনের জন্য উত্থাপিত হবে তার মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকবেঃ

ক. বিষয়টি ব্যবহারিক তথা মানুষের ইবাদত, আর্থিক লেনদেন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় হবে।

খ. এমন বিষয় যার শর'য়ী বিধান উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ উক্ত বিষয়ের বিধানে কোন নস, ইজমা' বা পূর্বের ইজতিহাদ না থাকা। কেননা কোন বিষয়ের বিধানে কুরআন ও সুন্নাহর নস থাকলে সে ব্যাপারে পুনরায় গবেষণার কোন অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য দলীল রয়েছে।

গ. বিষয়টি একাধারে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক হওয়া।

ঘ. এমন বিষয় হওয়া, যা সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত অথবা যুগের বিবর্তনে যার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়েছে।

রূপায়ণের প্রক্রিয়া

নতুন বিষয় অনুধাবন ও তার যথাযথ রূপায়ণের জন্য অভিযোজনকারীকে যেসব প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হয় তা নিম্নরূপঃ

ক. আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা। ইমাম ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেনঃ

> যখন মুফতীর কাছে কোন নতুন মাসআলা আসবে, তাঁর উচিত নম্রচিত্তে প্রকৃত সত্যের ইলহামদাতা, কল্যাণের সর্বজ্ঞানী ও অন্তরের প্রশান্তকারীর কাছে সাহায্য কামনা করা, যেন তিনি সঠিক নির্দেশনা প্রদান করেন।[৪২]

---

৪২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন 'আন রাব্বিল আলামীন*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি., খ. ২, পৃ. ২৮১

www.pathagar.com

খ. নতুন বিষয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করা। বিশেষত এর প্রকৃত তত্ত্ব, উৎপত্তি, প্রকারভেদ, উদ্দেশ্য, কর্মকৌশল ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে।

গ. অভিজ্ঞ জনের সাথে পরামর্শ করা। নতুন বিষয় বা প্রডাক্ট সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তাদের সাথে পরামর্শ করে এর ব্যবহার প্রক্রিয়া, কর্মকৌশল ও প্রভাব অবগত হওয়া।

ঘ. নতুন বিষয়টির অনুষঙ্গ একক নাকি নানামুখী তা সহ এর লেনদেনের শর্তসমূহ অবহিত হওয়া। বিষয়টির অনুষঙ্গ নানামুখি হলে প্রত্যেক অনুষঙ্গ পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা।

ঙ. নতুন বিষয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণের কারণ ও এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জানা। যাতে পরবর্তীতে সমজাতীয় বিষয়ের সাথে তুলনা করতে সহজ হয়।

দুই : সমজাতীয় বিষয় অনুসন্ধান

শরী'আহ অভিযোজনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ নতুন বিষয়ের সাথে পূর্বের সমজাতীয় যে বিষয়ের কুরআন, সুন্নাহ বা শরী'আতের অন্য দলিলের ভিত্তিতে বিধান সাব্যস্ত হয়েছে তার তুলনা করা। যার সাথে নতুন বিষয়ের তুলনা করা হবে পূর্বের শর'য়ী বিধান সম্বলিত সে বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দিকগুলো বিবেচনায় আনতে হবে:

ক. সমজাতীয় যে বিষয়ের সাথে নতুন বিষয়ের তুলনা করা হবে তার বিধান অবশ্যই শুদ্ধ পন্থায় সাব্যস্ত হতে হবে। চাই উক্ত বিধান কুরআন, হাদীস, ইজমা', সামগ্রিক নীতিমালা বা বিশেষ ইজতিহাদের মাধ্যমেই উদ্ভাবিত হোক।

খ. পূর্বের যে বিষয়ের সাথে তুলনা করা হবে তা ভালভাবে অধ্যয়ন করা।

গ. পূর্বের বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহর নস বিরোধী না হওয়া।

ঘ. পূর্বের বিধানটি রহিত হওয়া বিধানের অন্তর্গত না হওয়া।

ঙ. পূর্বের বিধানটি যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া।

চ. পূর্বের বিধানটির মধ্যে শরী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্য (المقاصد الشرعية) স্পষ্ট থাকা।

তিন : শর'য়ী দিকসমূহ বিশ্লেষণ ও তুলনা

অভিযোজনের তৃতীয় পর্যায়ে নতুন বিষয়ের বিভিন্ন দিকের শর'য়ী বিশ্লেষণ ও তার সাথে পূর্বের বিধানের তুলনা করতে হয়। এ পরিসরে অভিযোজনকারীর করণীয় নিম্নরূপ:

ক. নতুন বিষয় ও শর'য়ী বিধান সম্বলিত পূর্বের বিষয়ের বিভিন্ন মৌলিক দিকের মধ্যে সাদৃশ্য নিরূপণ।

খ. উভয়ের মধ্যকার কার্যকারণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন।

গ. নতুন বিষয়ের মাকাসিদুশ শরী'আহ নির্ণয়।

ঘ. কর্মের ভবিষ্যত প্রভাব বা পরিণাম (مآلات الأفعال) চিন্তায় নিয়ে আসা, যেন তা মানবকল্যাণ বিরোধী না হয়। এ পরিসরে অভিযোজনকারীকে দূরদর্শী চিন্তার

www.pathagar.com

অধিকারী হতে হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে নতুন বিষয়ের বিধান মানুষের জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে তা ভাবতে হয়। বিশেষ করে এক্ষেত্রে তাকে ইসতিহসান, মাসালিহ মুরসালাহ, সাদ্দুয যারাই' ইত্যাদি মূলনীতি বিবেচনায় আনতে হয়।

চার : বিধান উদ্ভাবন

শরী'আহ অভিযোজনের সর্বশেষ পর্যায়ে নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন করতে হয়। শরী'আহ অভিযোজনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে এ বিধান উদ্ভাবন করা হয়। পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

ক. কুরআন ও সুন্নাহর নসের ভিত্তিতে অভিযোজন। যদি নতুন বিষয়ের বিধানের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর কোন বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে সে বিধান ভিন্ন অন্য কোন বিধান নির্ধারণ করা অগ্রাহ্য।

খ. কুরআন সুন্নাহর কোন বর্ণনা পাওয়া না গেলে ইজমা'র ভিত্তিতে অভিযোজন।

গ. ফিকহী কায়িদার ভিত্তিতে অভিযোজন।

ঘ. তাখরীজে ফিকহী তথা সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলার ভিত্তিতে অভিযোজন।

ঙ. জনকল্যাণ (مصالح مرسلة) বাস্তবায়ন ও অন্যায় উদ্রেককারী কার্যাবলি (سد الذرائع) পরিত্যাগের বিবেচনায় অভিযোজন।[৪৩]

অভিযোজনের ভুল পদ্ধতি

অভিযোজনকারী কোন কারণে নতুন বিষয়ের যথার্থ রূপায়ণ না করে বা ভুল পদ্ধতিতে অভিযোজন করলে সঠিক বিধান নিরূপণ সম্ভব হয় না। অতএব, অভিযোজনকারীকে এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হয়, যাতে তিনি কোন প্রকার ভুল পদ্ধতি গ্রহণ না করেন। নিম্নে অভিযোজনের ক্ষেত্রে যেসব ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকে তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো:

এক : নুতুন বিষয়ের অভিযোজন ও বিধান নির্গমণে দ্রুততার আশ্রয় নেয়া

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভুল অভিযোজন ও বিধান উদ্ভাবনে তাড়াহুড়া করা। এজন্য পর্যাপ্ত সময় নিয়ে শরী'আহ অভিযোজন করা বাঞ্ছনীয়। ইমাম ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন,

---

৪৩. আব্দুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম আল-মূসা, "আত্-তাকঈফুল ফিকহী ওয়া তাতবীকাতুহুল মু'আসিরাহ", রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, *নাহউ মানহাজ ইলমী আসীল লিদিরাসাতিল কাদায়া আল-ফিকহিয়্যাহ আল-মু'আসিরাহ* শীর্ষক কনফারেন্স বিবরণী, ২৭-২৮ এপ্রিল, ২০১০খ্রি., পৃ. ১৩৩২-১৩৪৪; শিব্বীর, আত-তাকঈফুল ফিকহী, পৃ. ৬৩-১১৫

www.pathagar.com

পূর্বসূরী তথা সাহাবী ও তাবি'য়ীগণ ফাতওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে ত্বরা প্রবণতাকে অপছন্দ করতেন। তারা একে অপর থেকে পর্যাপ্ত সময় নিতেন। যখন তাঁদের ইজতিহাদ পূর্ণতায় পৌছাতো অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশিদুনের অভিমতের ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবনের কাজ সম্পন্ন করতেন, তখনই কেবল উক্ত বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করতেন।[৪৪]

দুই : নতুন বিষয়কে খণ্ডিত অভিযোজন করা

নতুন বিষয়কে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশের পৃথক পৃথক অভিযোজন করে বিধান নির্ধারণ করা অভিযোজনের একটি ভুল প্রক্রিয়া। এজন্য যে বিষয়ের অভিযোজন করা হবে তাকে একটি বিষয় ধরেই অভিযোজন করতে হবে। যেমন "ইজারা মুনতাহিয়্যাহ বিত তামলীক" (إجارة منتهية بالتمليك/Hire Purchase under Shirkatul Melk -HPSM) প্রডাক্টটি ক্রয়-বিক্রয় (بيع), ভাড়া (إجارة) ও উপহার (هبة) এ তিনটি শর'য়ী চুক্তির সমন্বয়ে গঠিত। পৃথকভাবে দেখলে এ তিনটি চুক্তিই সর্বসম্মতভাবে বৈধ। অতএব, পৃথকভাবে নয় বরং প্রডাক্টের কর্মকৌশল জেনে একক বিধান সাব্যস্ত করতে হবে।[৪৫]

তিন : অভিযোজনের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও পার্থিব স্বার্থকে বিবেচনায় আনা

প্রবৃত্তির চাহিদা ও দুনিয়ার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অভিযোজন করা এ পরিসরে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল। নিজের বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণ, অধিক মুনাফা অর্জন, জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কনভেনশনাল প্রডাক্টকে যথাযথ রেখে তাকে শরী'আতসম্মত করার প্রবণতা ইসলামী শরী'আহকে অবজ্ঞা করারই নামান্তর। মহান আল্লাহ এ শ্রেণির মানুষের নিন্দা করে বলেন:

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তা হলে জানবে তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।[৪৬]

চার : ফকীহগণের পরিভাষা অনুধাবন না করা

শর'য়ী বিধানের মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে ফকীহগণের বিভিন্ন পরিভাষা রয়েছে, যার কিছু পরিভাষার ব্যাপারে তাঁরা একমত হয়েছেন। আবার কিছু পরিভাষার ব্যাপারে তাঁদের

---

৪৪. আল-জাওযিয়্যাহ, *ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭

৪৫. আব্দুল্লাহ ইবন ইবরাহীম আল-মূসা, "আত্-তাকঈফুল ফিকহী", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪৯

৪৬. আল-কুরআন, ২৮ : ৫০

www.pathagar.com

মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একই পরিভাষা কোন এক মাযহাবে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় অন্য মাযহাবে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন الكراهة (মাকরূহ) শব্দ দ্বারা কেউ কেউ হারাম অর্থ নিয়েছেন, আবার কেউ কেউ অপছন্দনীয় অর্থ নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ নাবালেগ ছেলেদের স্বর্ণ ও রেশম পরিধান সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (৮০-১৫০ হি.) ও সাহিবাইন[৪৭] বলেন: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير নাবালেগ ছেলেদের স্বর্ণ ও রেশম পরিধান অপছন্দনীয় করা হয়েছে। অপছন্দনীয় অর্থ হারাম, ফলে হানাফী মাযহাবে নাবালেগ ছেলেদেরও স্বর্ণ এবং রেশম হারাম। পূর্বসূরী আলিমগণ الكراهة পরিভাষাটি হারাম অর্থে ব্যবহার করতেন। পক্ষান্তরে উত্তরসূরী আলিমগণ একে যেসব বিষয় হারাম নয়, তবে বর্জনীয় তা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করেন।[৪৮] অতএব, এসব পরিভাষার ব্যবহার বিধি ভালভাবে অবগত না হয়ে শরী'আহ অভিযোজন করলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পাঁচ : অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, নির্ভরযোগ্য ও মাযহাবে গৃহীত মতামত না জানা

মাযহাবী ফিকহের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত (راجح), নির্ভরযোগ্য (معتمد) ও মাযহাবে গৃহীত মতামত (مفتى به) ইত্যাদি পরিভাষা অতি গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে শরী'আহ অভিযোজনের ক্ষেত্রেও এগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। কেননা অভিযোজনকারী অজ্ঞতাবশত মাযহাবের কোন একটি মতকে উক্ত মাযহাবের গৃহীত মত মনে করতে পারেন, অথচ উক্ত মত মাযহাবে অগৃহীতও হতে পারে। এটা স্বীকৃত যে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফিয়ী (১৫০-২০৪ হি.)-এর সব উক্তিই মাযহাবী অভিমত হিসেবে গৃহীত হয়নি।

ইমাম ইব্‌ন নুজাইম (মৃ. ৯৭০ হি.) 'অধিক পানি' (الماء الكثير) এর পরিমাণ প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের সহীহ ও গৃহীত মত বর্ণনা করে বলেন, জহীরুদ্দীনের (মৃ. ৬১৯) অনুসারীদের দৃষ্টিতে এর পরিমাণ ৩৬ কাইল। এ অভিমত সহীহ হলেও যে মতের উপর ফাতওয়া তা হলো ৪৬ কাইল।"[৪৯] অতএব, অভিযোজনকারীকে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রত্যেক মাযহাবের বিভিন্ন অভিমত জানা প্রয়োজন। সম্ভব না হলে কমপক্ষে মাযহাবে গৃহীত মতটি নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।

---

৪৭. ইমাম আবূ হানীফার দুই ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ (৭৩১-৭৯৮ খ্রি.) ও ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী (৭৪৯-৮০৪খ্রি.) কে একত্রে সাহিবাইন বলা হয়।

৪৮. আল-জাওযিয়্যাহ, *ইলামুল মু'আক্কিয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২

৪৯. যায়নুদ্দীন ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়িক শরহ কানযুদ দাকায়িক*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৬১

www.pathagar.com

কনভেনশনাল ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহ্ অভিযোজন : ব্যাংক কার্ড

ফাইন্যান্সিয়াল নেটওয়ার্কের বিস্তৃতির সাথে সাথে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্বয়ংক্রিয় টেলার মেশিনের (Automated Teller Machine- ATM) মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের সিস্টেম চালু করেছে বিশেষ এক কার্ড ইস্যুর মাধ্যমে। এই ব্যাংক কার্ড বর্তমান সময়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এক জনবহুল লেনদেন মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত, যা প্লাস্টিক মানি নামে সমধিক পরিচিত। কেননা এই কার্ডের মাধ্যমে মানুষ চুরি বা হারানোর আশঙ্কাকে ঝেড়ে ফেলে নিরাপদে তার ব্যাংকিং স্থিতি (Balance) বহন করতে পারে অনায়াসে, পণ্য ক্রয়, নগদ অর্থ উত্তোলন, বিভিন্ন ফিস পরিশোধ, বিদেশী মুদ্রায় রূপান্তর, ঋণ গ্রহণের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধান করতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তোবা এটি নগদ অর্থের স্থান দখল করে নেবে। মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ এ কনভেনশনাল ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজন নিয়ে আলোচনাই হবে এ অংশের মূল প্রতিপাদ্য।

আলোচনার সুবিধার্থে ***"আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড"*** ও ***"আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি"*** কাল্পনিক নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যাংক কার্ড বা এটিএম কার্ড

এটি একটি প্লাস্টিক কার্ড, যার গায়ে পৃষ্ঠপোষক সংস্থা, তার স্থানীয় প্রতিনিধি ও গ্রাহকের নাম, তার হিসাব নং, ইস্যু ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ খোদাই করা থাকে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের সাথে এই চুক্তির আলোকে এটি ইস্যু করে থাকে যে, তিনি এর মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রয় ও নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন, অতঃপর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার মূল্য অথবা নগদ উত্তোলিত অর্থ গ্রাহকের স্থিতি থেকে উভয়ের ঐকমত্য চুক্তির আলোকে কর্তন করবেন।

ব্যাংক কার্ডের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যাংক নিজস্ব পলিসি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাংক কার্ড ইস্যু করে থাকে। তবে ব্যাংক কার্ডকে নিম্নোক্ত প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :

১. ডেবিট কার্ড (Debit Card)
২. চার্জ কার্ড (Charge Card)
৩. ক্রেডিট কার্ড (Credit Card)

এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

১. ডেবিট কার্ড (Debit Card)

এ কার্ডকে ভিসা ইলেক্ট্রোন কার্ড, মানি ড্র কার্ড, সিটি কার্ড ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। যা শুধুমাত্র গ্রাহকের একাউন্টের স্থিতি থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন ও ক্রয়কৃত পণ্য দ্রব্যের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

ডেবিট কার্ডের বৈশিষ্ট্য

ক) এটি ব্যাংকের সেই সব গ্রাহকদের জন্য ইস্যু করা হয়, যাদের উক্ত ব্যাংকে একাউন্ট রয়েছে।

খ) এটি নগদ অর্থ বহন করার সুবিধা সম্বলিত, যা অর্থ হারানো বা চুরি হওয়ার মত ঝুঁকি কমায়।

গ) এটি ব্যবহার করার সাথে সাথে গ্রাহকের হিসাব থেকে ব্যবহৃত অর্থ কর্তন করা হয়, যদি তার স্থিতি না থাকে তবে এ কার্ড অতিরিক্ত কোন অর্থের আঞ্জাম দিতে পারে না।

ঘ) সাধারণত এর ব্যবহারের জন্য গ্রাহক থেকে কোন অতিরিক্ত চার্জ কাটা হয় না। তবে ভিন দেশী মুদ্রা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মেশিনে ব্যবহার করে কোন লেনদেন সম্পাদন করলে সে ক্ষেত্রে চার্জ প্রদেয় হয়।

ঙ) গ্রাহকের ব্যক্তিগত হিসাব সম্পর্কিত তথ্য অবগত হওয়ার জন্যও এ কার্ড ব্যবহৃত হয় যেমন- গ্রাহকের হিসাবের স্থিতি, সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত হিসাব বিবরণী, হিসাব থেকে কর্তন বা সংযোজন ইত্যাদি।

চ) এ কার্ড যৎসামান্য ফি দিয়ে বা বিনা মূল্যে ইস্যু করা হয়।

ছ) কোন কোন ব্যাংক এই কার্ডের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্যের বিক্রেতা কোম্পানি থেকে মোট মূল্যের উপর একটি কমিশন গ্রহণ করে।[৫০]

২. চার্জ কার্ড (Charge Card)

যে কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে স্বল্প পরিসরে ঋণ প্রদান করে থাকে, যা ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে চুক্তিকৃত নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পরিশোধ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কার্ড ধারকের হিসাবে স্থিতি থাকার প্রয়োজন পড়ে না। তবে পরিশোধে বিলম্ব করলে নির্ধারিত হারে বাড়তি সুদ প্রদান করতে হয়।

চার্জ কার্ডের বৈশিষ্ট্য

ক) এটি নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ গ্রহণের মাধ্যম। একইভাবে এটি অর্থ পরিশোধের মাধ্যমও।

খ) এটি পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধ ও নগদ অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

---

৫০. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মা'আঈর আশ-শার'ঈয়্যাহ* (শরীআহ মানদণ্ড), বাহরাইন : হাইয়্যাতুল মুহাসাবাহ ওয়াল মুরাজা'আহ লিল মুআস্‌সাসাতিল মালিয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০০৭, মানদণ্ড : ২, পৃ. ১৮; কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, “বাহছুন আন বিতাকাতিল ই'তিমানিল মাসরাফিয়্যাহ ওয়াত তাকঈফিহাশ শর'য়ী আল-মা'মুল বিহি ফী বাইতিত তামবীল আল-কুয়িতী”, *মাজাল্লাহ মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, মক্কা আল-মুকাররামাহ, সংখ্যা ৭, খ. ১, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৪৪৮-৪৪৯

www.pathagar.com

গ) কার্ডটি তার বাহককে নতুন কোন ঋণ সুবিধা প্রদান করে না, কেননা এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঘ) যদি কার্ডের ধারক তার উপর অর্পিত অর্থ অনুমোদিত সময়ের মধ্যে দিতে বিলম্ব করে তবে তার উপর সুদ আসতে থাকে।

ঙ) ব্যাংক ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে কার্ডের ধারক থেকে কোন কমিশন গ্রহণ করে না, কিন্তু কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা বিক্রেতা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন গ্রহণ করে।

চ) এই কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন হওয়ায় ব্যাংক বিক্রেতাকে পণ্য বা সেবার মূল্য বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকে।

ছ) কার্ড ধারকের জন্য প্রদত্ত্ব অর্থ ফেরত নেয়ার একান্ত ও প্রত্যক্ষ অধিকার কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করে। এ অধিকার কার্ডের ধারক ও ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।[৫১]

৩. ক্রেডিট কার্ড (Credit Card)

যে কার্ড ব্যাংক তার গ্রাহককে এই শর্তে ইস্যু করে যে, এর মাধ্যমে তিনি একটি গণ্ডির মধ্যে নগদ অর্থ উত্তোলন ও পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে পারবেন। ঋণ হিসেবে গৃহীত অর্থ কিস্তি সুবিধার মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবেন এবং বাড়তি সুদ প্রদানের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবেন। বর্তমান বিশ্বে এ কার্ডের প্রচলন বেশী। এ কার্ড আবার তিন ধরনের হয়ে থাকে :

১. সিলভার কার্ড বা সাধারণ কার্ড : যে কার্ডে ঋণ গ্রহণের একটি সর্বোচ্চ সীমা থাকে।

২. গোল্ডেন কার্ড বা এক্সিলেন্ট কার্ড : এই কার্ডে ঋণ প্রদানের কোন সীমা থাকে না, যেমন- আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড, যা একটি নির্দিষ্ট ফি প্রদানের ভিত্তিতে ধনীদের জন্য ইস্যু করা হয়।

৩. প্লাটিনাম কার্ড : এটি গ্রাহকের অর্থনৈতিক অবস্থানের আলোকে বিভিন্ন ধরন ও বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। এই কার্ড স্বল্প ঋণ, বৃহৎ ঋণ, দুর্ঘটনা বীমা, বিভিন্ন হোটেলে ডিসকাউন্ট, গাড়ী ভাড়া করা, কোন কমিশন ছাড়া টুরিস্ট চেক ইত্যাদি প্রদানের মত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা প্রদান করে।

---

৫১. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মা'আঈর আশ-শার'য়ীয়্যাহ*, মানদণ্ড : ২, পৃ. ১৮-১৯

www.pathagar.com

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ধরণের ক্রেডিট কার্ড পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল, ভিসা কার্ড (Visa Card), মাস্টার কার্ড (Master Card), আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড (American Express Card), ডাইনারস্ ক্লাব কার্ড (Diners Club Card) ইত্যাদি।

ক্রেডিট কার্ডের বৈশিষ্ট্য

ক) এ কার্ড নির্ধারিত সময়ের জন্য নতুন নতুন পরিমাণ ঋণ গ্রহণের মাধ্যম। একইভাবে এটি পরিশোধের মাধ্যমও।

খ) এটি পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধ ও অনুমোদিত ক্ষেত্রে নগদ অর্থ গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ) পণ্য ক্রয় বা কোন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে এ কার্ডের বাহক নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে কোন প্রকার বাড়তি ছাড়া তার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। বাড়তি সহকারে নির্দিষ্ট একটি মেয়াদের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করারও অনুমতি রয়েছে।

ঘ) ব্যাংক ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে কার্ডের ধারক থেকে কোন কমিশন গ্রহণ করে না, কিন্তু কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা বিক্রেতা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন গ্রহণ করে।

ঙ) এই কার্ডের কারণে ব্যাংক বিক্রেতাকে পণ্য বা সেবার মূল্য বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকে। আর এই বাধ্যবাধকতা কার্ড ধারক কর্তৃক কার্ড ব্যবহারের কারণে নয় বরং পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধের বিষয়ে প্রত্যক্ষ বাধ্যবাধকতা।

চ) কার্ড ধারকের জন্য প্রদত্ত অর্থ ফেরত নেয়ার বিশেষ ও প্রত্যক্ষ অধিকার কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করে। এ অধিকার কার্ডের ধারক ও ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।[৫২]

ব্যাংকিং কার্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক

ব্যাংকিং কার্ডের ব্যবহার ও এ সংশ্লিষ্ট সেবা থেকে উপকৃত হওয়ার অন্তরালে কয়েকটি পক্ষ ও তাদের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

---

৫২. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মা'আঈর আশ-শার'য়ীয়্যাহ*, মানদণ্ড : ২, পৃ. ১৯

www.pathagar.com

পক্ষ-১: কার্ডের
পক্ষ-২: কার্ড
পক্ষ-৩: ব্যবসায়িক
পক্ষ-৪: কার্ড ধারক
পক্ষ-৫: সমন্বয়ক
সম্পর্ক-১
সম্পর্ক-২
সম্পর্ক-৩
সম্পর্ক-৪
সম্পর্ক-৫
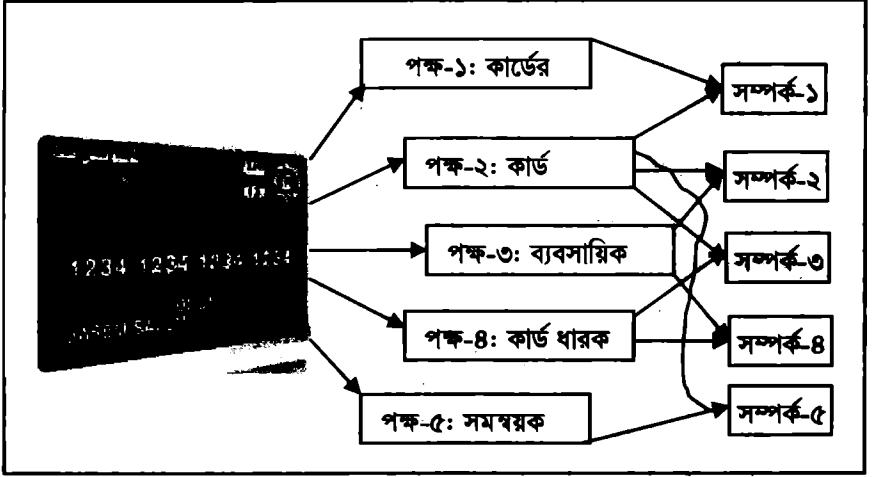
চিত্র-১: ব্যাংকিং কার্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক।[৫৩]

পক্ষ-১: ব্যাংক কার্ডের পৃষ্ঠপোষক কোম্পানি বা সংস্থা। এটি সাধারণত ভিসা, মাস্টার কার্ড এ জাতীয় আর্ন্তজাতিক কোম্পানি হয়ে থাকে।

পক্ষ-২: কার্ডের পৃষ্ঠপোষকের স্থানীয় প্রতিনিধি অর্থাৎ কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান যা তার গ্রাহকদের জন্য এ জাতীয় ব্যাংক কার্ড ইস্যু করে থাকে। অত্র প্রবন্ধে যা "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" নামে পরিচিত।

পক্ষ-৩: ব্যবসায়িক বা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান (আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি) যা পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানান্তে এ.টি.এম. এর মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করে থাকে। এটি মূলত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যাকে (কার্ডের মাধ্যমে বিক্রয় প্রতিনিধি) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ প্রতিষ্ঠান কার্ড ইস্যুকারীর সাথে এই কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন করার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে।

পক্ষ-৪: কার্ডের ধারক, তিনি মূলত ব্যাংক বা কোম্পানির একজন গ্রাহক এবং তার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সুবিধা সংযুক্ত ব্যাংক কার্ড ইস্যু করে থাকেন।[৫৪]

---

৫৩. নিজস্ব চিত্রায়ন।

৫৪. আব্দুস সাত্তার আবূ গুদ্দাহ, "বিতাকাতুল ইতিমান ওয়া তাকঈফুহাশ শর'য়ী", *মাজাল্লাহ মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, মক্কা আল-মুকাররামাহ, সংখ্যা : ৭, খ. ১, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৩৬০; মুহাম্মদ আলী আল-ক্বারঈ, "বিতাকাতুল ইতিমান", *মাজাল্লাহ মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, মক্কা আল-মুকাররামাহ, সংখ্যা : ৭, খ. ১, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৩৭৮; হাসান আল-

www.pathagar.com

পক্ষ-৫: কেউ কেউ সমন্বয়কারীর আরও একটি পক্ষ বৃদ্ধি করেছেন; যে কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন হওয়া বিল পরিশোধের বিষয়ে ব্যবসায়ী ও ব্যাংক কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।[৫৫]

পক্ষসমূহের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্ক

উক্ত পাঁচ পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়, যেমন-

সম্পর্ক-১: ব্যাংক কার্ডের পৃষ্ঠপোষক সংস্থা (পক্ষ-১) ও মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ চলমান প্রবন্ধে "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" (পক্ষ-২) এর মধ্যকার সম্পর্ক।

সম্পর্ক-২: মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" (পক্ষ-২) ও পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানকারী ব্যাংকিং বা বাণিজ্যিক কোম্পানি বা "আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি" (পক্ষ-৩) এর মধ্যকার সম্পর্ক।

সম্পর্ক-৩: মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" (পক্ষ-২) ও কার্ডের ধারকের (পক্ষ-৪) মধ্যকার সম্পর্ক।

সম্পর্ক-৪: পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানকারী ব্যাংকিং বা বাণিজ্যিক কোম্পানি অর্থাৎ "আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি" (পক্ষ-৩) ও কার্ড ধারকের (পক্ষ-৪) মধ্যকার সম্পর্ক।

সম্পর্ক-৫: ব্যবসায়ী ব্যাংক (পক্ষ-৫) ও কার্ড ইস্যুকারী মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" (পক্ষ-২) এর মধ্যকার সম্পর্ক।

ব্যাংক কার্ড সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ

প্রথমত : পক্ষ ১ ও পক্ষ ২ এর মধ্যকার সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ

কার্ডের পৃষ্ঠপোষক ও মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড) এর মধ্যকার চুক্তিকৃত সম্পর্ক "প্রতিনিধিত্বের চুক্তি" (الوكالة) হতে পারে। কেননা কার্ডের পৃষ্ঠপোষক আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেডকে নিজ নামে তার প্রতিনিধি হিসেবে এই কার্ড ইস্যু করা, গ্রাহক থেকে এর বিনিময়ে ফিস নেয়ার জন্য প্রতিনিধি বানিয়েছে। আর এই প্রতিনিধিত্ব করার কারণে ব্যাংক নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক গ্রহণ করে থাকে।

জাওয়াহিরী, "বিতাকাতুল ইতিমান", *মাজাল্লাহ মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, মক্কা আল-মুকাররামাহ, সংখ্যা : ৮, খ. ২, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৬০৮

৫৫. কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, "বাহছুন আন বিতাকাতিল ই'তিমানিল মাসরাফিয়্যাহ...", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত : পক্ষ ২ ও পক্ষ ৩ এর মধ্যকার সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ

এ জাতীয় সম্পর্কের মধ্যে ওকালাহ (প্রতিনিধিত্ব) ও কাফালাহ (জামিন) দুটি ফিকহী পরিভাষা বর্তমান রয়েছে। একদিক থেকে দেখা যায় কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান বা "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" এজেন্ট ও বাণিজ্যিক কোম্পানি বা "আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি" গ্রাহক থেকে অর্থ গ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" গ্রাহকের ঋণের বিষয়ে কফিল (জামিনদার) আর "আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি" মাকফুল (যার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে)।

তৃতীয়ত : পক্ষ ২ ও পক্ষ ৪ এর মধ্যকার সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ

মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ এ প্রবন্ধে "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" ও কার্ডের ধারকের মধ্যকার চুক্তির সম্পর্ক নিয়ে বর্তমান সময়ের ফিকহ্ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতামতকে তিনভাগে ভাগ করা যায় এভাবে:

প্রথম মত : মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক বা "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" ও ব্যাংক কার্ডের ধারকের মধ্যকার চুক্তিকৃত সম্পর্ক হলো কর্য (القرض) ও গ্যারান্টির (ضمان) সম্পর্ক। কেননা কার্ডের ধারক কোন পণ্য বা সেবা ক্রয় করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে ব্যাংক থেকে কর্জ গ্রহণ করে, তখন পণ্য বা সেবার মূল্য তার ঋণ হিসেবে পরিগণিত হয় যা সে পরবর্তীতে পরিশোধ করে। এই ঋণের ভিত্তিতে ব্যাংক কার্ড বাহকের এ অর্থ ব্যবসায়ীকে প্রদান করার গ্যারান্টি প্রদান করে। একইভাবে ব্যাংক কার্ড সংক্রান্ত নীতিমালার অধিকাংশ শর্ত-শরায়েত ইসলামী শরীয়াতের গ্যারান্টি চুক্তি ও তার শর্তাবলির অর্ন্তভুক্ত এবং ব্যাংক কার্ড ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তিত চার্জ গ্যারান্টির বিনিময় হিসেবে বিবেচ্য।[৫৬] আর ব্যবহারের পূর্বে অর্থাৎ যদি কার্ড বাহকের উপর কোন ঋণ সাব্যস্ত না হয় তাকে ফকিহগণের পরিভাষায় বলা হয় 'এমন গ্যারান্টি যা এখনও সাব্যস্ত হয়নি' জমহুর আলিমগণ এটাকে বৈধ বলেছেন।[৫৭]

দ্বিতীয় মত : মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক বা "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" ও ব্যাংক কার্ডের ধারকের মধ্যকার চুক্তিকৃত সম্পর্ক হলো ওকালা (প্রতিনিধিত্ব)। কেননা ব্যাংক এই কার্ডের চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে গ্রাহকের হিসাব থেকে পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধে চুক্তিবদ্ধ। অথবা ব্যাংকের নিজেস্ব ফান্ড থেকে ক্রয় করে কাস্টমারকে প্রদান করে এবং পরবর্তীতে কাস্টমারের ব্যাংক কার্ড থেকে কর্তন করে। অতএব, এ

---

৫৬. আল-ক্বারঈ, "বিতাকাতুল ই'তিমান", প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯-৩৯০

৫৭. মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-হাত্তাব আল-মাগারবী, *মাওয়াহিব আল-জলীল শরহে মুখতাসার খলীল*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ-১৪১২ হি., খ. ৫, পৃ. ৯৯; মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-ফুতুহী, *মুনতাহা আল-ইদারাত*, বৈরুত : দারু আলামিল কুতুব, সনবিহীন, খ. ২, পৃ. ২৪৮

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে ব্যাংক ওকীল বা প্রতিনিধি এবং কাস্টমার প্রতিনিধি নিয়োগকারী। ব্যাংক এই প্রতিনিধিত্বের বিনিময়ে ক্রয়কৃত মালের মূল্যের শতকরা হিসেবে অথবা যৎসামান্য একটি পারিশ্রমিক গ্রহণ করে আর ওকালা বা প্রতিনিধিত্বের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ কোন প্রকার মতপার্থক্য ছাড়াই বৈধ।[৫৮]

তৃতীয় মত : মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক বা "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" ও ব্যাংক কার্ডের ধারকের মধ্যকার চুক্তিকৃত সম্পর্ক হলো ওকালা (প্রতিনিধিত্ব), কর্য, কাফালা (জামিন হওয়া) ও গ্যারান্টির সম্পর্ক। কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক কাষ্টমারের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীকে ঋণের অর্থ পরিশোধের প্রতিনিধি। অন্যদিকে যখন ব্যবসায়ী কাস্টমার থেকে অনাদায়ী অর্থ সংগ্রহের জন্য কাস্টমারের স্বাক্ষর সম্বলিত এ.টি.এম. মেশিনের রিসিভ কপি নিয়ে ব্যাংকে যায়, তখন ব্যাংক সাথে সাথে তার প্রাপ্য পরিশোধ করে। আর এ পরিপ্রেক্ষিতে এর মধ্যে কর্যে হাসানার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থেকে যায়। একইভাবে এর অভ্যন্তরে কীফালাহ ও গ্যারান্টির বিষয়ও নিহিত। কেননা ব্যবসায়ী থেকে পণ্য বা সেবা খরিদ করার বিনিময়ে গ্রাহকের কাছে প্রাপ্য অর্থের ব্যাপারে জামানাত ও গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে।[৫৯] বর্তমান যুগের ওলামায়ে কেরামের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায়, মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক ও কার্ডের বাহকের মধ্যে এক চুক্তিতে বিভিন্ন সম্পর্কের সৃষ্টি হয়; প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে ওকালা, কর্যে হাসানা, কাফালাহ্ ও গ্যারান্টির সম্পর্ক বিদ্যমান।

চতুর্থত : পক্ষ ৩ পক্ষ ৪ এর মধ্যকার সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ

পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানকারী ব্যাংকিং বা বাণিজ্যিক কোম্পানি অর্থাৎ "আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি" ও কার্ড ধারকের মধ্যে দুটি সম্পর্কের যে কোন একটি থেকে মুক্ত নয়। তাদের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক হতে পারে এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কোম্পানি হবেন বিক্রেতা ও কার্ডধারী হবেন ক্রেতা আর তাদের মধ্যকার বেচাকেনা সম্পাদিত হবে ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে। অথবা তাদের মধ্যে ভাড়া ও উপকার হাসিলের সম্পর্কও হতে পারে, যেমন- গাড়ী ও হোটেল ভাড়া করা ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী হবেন সেবার মালিক আর কার্ডধারী হবেন উপকার গ্রহীতা এবং তাদের মধ্যকার লেনদেন ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।[৬০]

---

৫৮. আল-জাওয়াহেরী, "বিতাকাতুল ইতিমান", প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৭

৫৯. আবূ গুদ্দাহ, "বিতাকাতুল ইতিমান ওয়া তাকঈফুহাশ শর'য়ী", প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৫

৬০. ফাহাদ আল-রশীদী, *লেকচার অন ব্যাংকিং ট্রানজেকশনস ল*, ইসলামিক ফাইন্যান্স বিভাগ, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখঃ ২৮/০৫/২০০৮

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রকার কার্ডের শরয়ী বিধান

ইসলামী ব্যাংকের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক কার্ড ইস্যুর বিধান ও শর্তাবলি নিম্নরূপ:

১. গ্রাহকের স্থিতি থেকে অর্থ উত্তোলনের জন্য ব্যাংক কার্ড ইস্যু করা বৈধ, তবে এর সাথে কোন প্রকার সুদী কারবার জড়িত থাকতে পারবে না।

২. কার্ড ধারকের কাছে প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করতে বিলম্ব হলে তার উপর কোন সুদ নির্ধারণ করা যাবে না।

৩. যদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ কার্ডের বিপরীতে গ্যারান্টি স্বরূপ বাহককে অনুত্তোলনযোগ্য কোন স্থিতি জমা রাখতে বাধ্য করে তবে এ অর্থ মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে এবং নির্ধারিত হারে মুনাফা বন্টন করতে হবে।

৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠান কার্ড ধারককে এ মর্মে শর্ত প্রদান করবে যে, সে ইসলামী শরীয়াতে নিষিদ্ধ এমন কোন কাজে এই কার্ড ব্যবহার করতে পারবে না, করলে প্রতিষ্ঠান এ কার্ড বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৫. ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সুদী কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের শর্তযুক্ত কোন কার্ড ইস্যু করা বৈধ নয়।[৬১]

আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাংক কার্ডের ব্যবহার

উদাহরণ :

জনাব "ক" আল-আমিন ব্যাংক লিঃ এর এটিএম কার্ডধারক। উক্ত ব্যাংকের কোন এক শাখায় তার দেশীয় মুদ্রায় একাউন্ট রয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে তিনি আমেরিকা সফর করলেন এবং তার একাউন্ট থেকে আমেরিকার স্থানীয় মুদ্রা (ডলার) উত্তোলন করার জন্য স্থানীয় যে ব্যাংকের সাথে আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানির লেনদেন রয়েছে এমন ব্যাংকের (ধরা যাক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) ATM বুথে গেলেন। জনাব "ক" তার একাউন্ট থেকে ১০০ ডলার উত্তোলন করার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার আল-আমিন ব্যাংকের হিসাব থেকে ৭০০০ টাকা (আনুমানিক) কর্তন হয়ে গেল। উত্তোলিত এই ১০০ ডলার আল-আমিন ব্যাংক আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানিকে (ভিসা, মাস্টার, আমেরিকান এক্সপ্রেস...) প্রদান করে। কেননা এই কোম্পানিই উভয় ব্যাংকের মধ্যস্থতাকারী। অতঃপর মধ্যস্থতাকারী কোম্পানি এ অর্থ আমেরিকার স্থানীয় ব্যাংককে (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) পরিশোধ করে। এ ক্ষেত্রে আল-আমিন ব্যাংক তার কার্ডধারক জনাব 'ক' থেকে উত্তোলিত অর্থ ছাড়াও একটি নির্ধারিত অংক কমিশন হিসেবে গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে সেবা গ্রহণের কারণে

---

৬১. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মা'আঈর আশ-শার'য়ীয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, মানদণ্ড : ২, পৃ. ২৪

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানিকে দিতে হয়। আবার গ্রাহক যদি ডলার ছাড়া অন্য কোন মুদ্রা যেমন ইউরো, দিনার, দিরহাম... গ্রহণ করে তবে তার জন্য বাড়তি "এক্সচেঞ্জ ফি" প্রদান করতে হয়।[৬২]

উল্লিখিত ট্রানজেকশনের ফিকহী বিশ্লেষণ

এ জাতীয় লেনদেনের দুটি ফিকহী বিশ্লেষণ হতে পারে:

প্রথমত : কার্ডধারক আমেরিকান ব্যাংক থেকে যে অর্থ উত্তোলন করলেন তা তার ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড) এর পক্ষে নেয়া ঋণ স্বরূপ। আর এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলো অতিক্রান্ত হয়েছে:

ক) যেহেতু কার্ডধারী তার ব্যাংকের পক্ষ থেকে আর্ন্তজাতিক ই-ব্যাংকিং সার্ভিসের অধিভুক্ত যে কোন ব্যাংক থেকে নগদ/ কর্জ গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সেহেতু তিনি সেই ক্ষমতা বলে উক্ত ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) থেকে উক্ত অর্থ কর্য হিসেবে তলব করেছেন এবং ব্যাংক তার আবেদন মঞ্জুর করেছে।

খ) এই ঋণের দায় কার্ড ইস্যুকারী তথা আল-আমিন ব্যাংকের উপর অতঃপর কার্ডধারীর উপর বর্তাবে। এ ক্ষেত্রে কার্ডধারক ব্যাংককে তার হিসাব থেকে উক্ত কর্য পরিশোধের অনুমতি প্রদান করেন।

গ) যেহেতু কর্য নেয়া হয়েছে স্থানীয় মুদ্রা তথা ডলারে সেহেতু কর্য পরিশোধও ডলারের মাধ্যমে করা বাঞ্ছনীয়। আর এই অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের (আল-আমিন ব্যাংকের) কিন্তু যদি কার্ডধারীর হিসাবটি বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (Foreign Currency Account) না হয়ে স্থানীয় মুদ্রা হিসাবে (Local Currency Account) হয় এবং ব্যাংক উক্ত ঋণ ডলারে পরিশোধ করতে সম্মত হয় তবে সে ক্ষেত্রে মানি এক্সচেঞ্জের প্রশ্ন দেখা দেয়। তখন ব্যাংক জনাব 'ক' এর একাউন্ট থেকে ডলারের সমপরিমাণ টাকা ও তার সাথে মানি এক্সচেঞ্জের কারণে বিনিময় ফি (Exchange gain) গ্রহণ করে।

ঘ) আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানির নেটওয়ার্ক এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে মাত্র। কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক থেকে ঋণের অর্থ ATM ধারক ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) বরাবর পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

উক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এই ট্রানজেকশনের বিধান

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ ক্ষেত্রে আল-আমিন ব্যাংক ও তার গ্রাহকের মধ্যকার লেনদেনের সম্পর্ক ঋণ থেকে পরিবর্তিত হয়ে মুদ্রা বিনিময়ের

---

৬২. এক্সচেঞ্জ ফি'র হার বিভিন্ন হতে পারে।

www.pathagar.com

পর্যায়ে চলে যায় আর ঋণ ভিন্ন ধর্মীয় পণ্যে (মুদ্রায়) পরিশোধ বৈধ হওয়ার জন্য ইসলামী শরীয়াতে দুটি শর্ত রয়েছে :

১. বিকল্প মুদ্রায় ঋণ পরিশোধের চুক্তির মজলিসে তথা উভয় পক্ষ একে অন্য থেকে আলাদা হওয়ার পূর্বে তা হস্তগত করা।

২. বিকল্প মুদ্রার হিসাব আজকের মূল্যে হতে হবে।[৬৩]

উপরোক্ত শর্ত দুটির দলীল

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাকী' উপত্যকায় উট বিক্রয় করতাম। কোন কোন সময় দিনারের হিসেবে বিক্রয় করতাম কিন্তু গ্রহণ করতাম দিরহাম; আবার কোন কোন সময় দিরহামের হিসেবে বিক্রয় করতাম কিন্তু গ্রহণ করতাম দিনার। একটির পরিবর্তে অন্যটি গ্রহণ করতাম একটির পরিবর্তে অন্যটি দিতাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এলাম তিনি তখন (তাঁর স্ত্রী ও আমার বোন) হাফসার ঘরে ছিলেন, আমি বললাম. হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার থেকে একটি বিষয় জানতে আগ্রহী। আমি বাকী' উপত্যকায় উট বিক্রয় করি। কোন কোন সময় দিনারের হিসেবে বিক্রয় করি কিন্তু গ্রহণ করি দিরহাম; আবার কোন কোন সময় দিরহামের হিসেবে বিক্রয় করি কিন্তু গ্রহণ করি দিনার। একটির পরিবর্তে অন্যটি গ্রহণ করি একটির পরিবর্তে অন্যটি প্রদান করি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

কোন অসুবিধা নেই, তবে (মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে) আজকের মূল্য গ্রহণ করবে। সম্পূর্ণ লেনদেন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পৃথক হবে না।[৬৪]

উক্ত দুটি শর্ত এই ট্রানজেকশনে পুরণ হয় কি?

প্রথম শর্তটি সম্পূর্ণ হয়। কেননা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাৎক্ষণিক উক্ত ঋণের অর্থ কাস্টমারের হিসাব থেকে কর্তিত হয়ে ব্যাংকের হিসাবে জমা হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত পুরণ হয় না। কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কাস্টমার থেকে আজকের মূল্যের উপর বাড়তি এক্সচেঞ্জ ফি গ্রহণ করে এবং ATM ধারক ব্যাংকে তার একটি অংশ প্রদান করে।

এ জন্য আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি যে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতীয় লেনদেন বৈধ না হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়:

---

৬৩. ইবনু তাইমিয়া, *মাজমু' ফাতওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনি তাইমিয়া*, বিশ্লেষণ : আব্দুর রহমান বিন কাসেম, মাতবাআতে আল-নাহদা আল-হাদীসাহ, ১৪০৪ হি, খ. ২৯, পৃ. ৫১০

৬৪. হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী, তহাভী, দারু-কুতনী, হাকিম, বায়হাকী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য : ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : ফী ইকতিদাউজ জাহবি মিনাল ওয়ারিকি, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩, হাদীস নং ৩৩৫৪

www.pathagar.com

কার্ডধারীর ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক) তার গ্রাহকের হিসাব থেকে আজকের এক্সচেঞ্জ রেটের উপর যে বাড়তি কমিশন কর্তন করে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা এ পরিসরে গ্রাহক বৈদেশিক ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) থেকে গৃহীত অর্থ ও আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানির ফিস ছাড়া অন্য কিছু প্রদান করতে বাধ্য নন।

গ্রাহকের অর্থ থেকে যে অতিরিক্ত অর্থ কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক) কর্তন করে আর তার একটি অংশ ATM ধারক ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) গ্রহণ করে এটিও সুদের অর্ন্তভুক্ত। কেননা এটি প্রদত্ত ঋণের উপর গৃহীত বাড়তি স্বরূপ।[৬৫]

অতএব, যদি এ লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাড়তি অর্থ আদায় করা না হয়, গ্রাহকের ব্যাংক যদি উক্ত দিনের বিনিময় মূল্য গ্রহণ করে মুদ্রা রূপান্তর করে এবং এটিএমধারী ব্যাংক যদি শুধুমাত্র তার থেকে যে পরিমাণ অর্থ উত্তোলিত হয়েছে সে পরিমাণ ফেরত নেয়, তবে এ জাতীয় লেনদেন অবৈধ হওয়ার কোন কারণ অবশিষ্ট থাকে না। এ জাতীয় লেনদেনে আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানি মধ্যস্থতার খাতিরে যে অর্থ গ্রহণ করে তাতে কোন দোষ নেই।[৬৬]

উক্ত ট্রানজেকশনের দ্বিতীয় ফিকহী বিশ্লেষণ

কার্ডধারক আমেরিকান ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) থেকে যে অর্থ উত্তোলন করলেন তা তিনি নিজেই উক্ত ব্যাংক থেকে কর্য নিলেন। আর এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলো অতিক্রান্ত হয়েছে:

ক) কার্ডধারী ATM এর মাধ্যমে মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা থেকে ১০০ ডলার কর্জ হিসেবে তলব করলে ব্যাংক তার পরিচিতি নিশ্চিত হওয়ার পর তার আবেদন মঞ্জুর করল।

খ) কার্ডবাহক আমেরিকান ব্যাংক থেকে গৃহীত এ ঋণের অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব তার ব্যাংক আল-আমিন ব্যাংককে অর্পণ করল। ফলে আল-আমিন ব্যাংক কার্ডধারীর হিসাব থেকে উক্ত অর্থ আমেরিকান ব্যাংককে পরিশোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত হল।

---

৬৫. কেউ কেউ এটাকে কমিশন বা ফি মনে করতে পারেন। কিন্তু এটি কমিশন বা ফি হতে পারে না এই কারণে যে, যেহেতু ঋণদাতা ব্যাংক থেকে যে মুদ্রায় যে পরিমাণে অর্থ ঋণ নেয়া হয়েছে ঠিক সেই মুদ্রায় সে পরিমাণ অর্থ ফেরত দেয়া হয়েছে। সুতরাং এরপর এই বাড়তির শর্তারোপ সুদ বৈ অন্য কিছু হতে পারে না।

৬৬. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-রব'য়ী, *আত তাখরীজুল ফিকহী লি ইসতিমালি বিতাকা আস-সাররাফ আল-আলী*, রিয়াদ : মাকতাবাতে আল-রুশদ, প্রথম প্রকাশ-২০০৫ খ্রি., পৃ. ২০

www.pathagar.com

গ) কার্ডধারকের হিসাব যেহেতু স্থানীয় মুদ্রায়, সেহেতু ব্যাংক তার নিজের পক্ষ থেকে (মুয়াককিল বা হিসাবধারকের অনুমতির পরিপ্রেক্ষিতে) মুদ্রা বিনিময় করে তা ডলারে পরিণত করে।

ঘ) মুদ্রা বিনিময়ের ফিস বাবদ কার্ডধারীর হিসাব থেকে কর্তিত অর্থ যার একটি অংশ ATMধারক ব্যাংক গ্রহণ করল তা মূলত ঋণের উপর শর্তযুক্ত বাড়তি স্বরূপ।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে এই ট্রানজেকশনের বিধান

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দুটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়:

ATM ধারক ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) কার্ডধারী থেকে ঋণের উপর শতকরা হারে যে বাড়তি অর্থ গ্রহণ করছে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ঋণের উপর কোন বাড়তি গ্রহণ করার অধিকার ঋণদাতার নেই।

কার্ডধারীর ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক) তার গ্রাহকের হিসাব থেকে এক্সচেঞ্জ ফি নামে যে বাড়তি গ্রহণ করছে তার কোন ভিত্তি নেই। কেননা বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরের পর (বিনিময় মূল্যসহ) সমুদয় অর্থ গ্রহকের হিসাব থেকে কর্তন করে বৈদেশিক ব্যাংককে (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) প্রদান করা হয়। অর্থাৎ কাস্টমার নিজেই যদি তার ব্যাংক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা (ডলার) উত্তোলন করতেন তবে যে অর্থ কর্তন করা হত তার চেয়ে বাড়তি কোন অর্থ কর্তন বৈধ হবে না।

অতএব, যদি এ জাতীয় কোন বাড়তি অর্থ বা শতকরা বিশেষ কমিশন বিলোপ করা হয় এবং কার্ড ইস্যুকারী ও ATMএর স্বত্বাধিকারী ব্যাংক তা গ্রহণ না করে তবে এ জাতীয় লেনদেন বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ইসলামী ক্রেডিট কার্ড : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও বর্তমানে ইসলামী ক্রেডিট কার্ড চালু হয়েছে। ইসলামী ক্রেডিট কার্ডের কার্যকৌশল ও সংশ্লিষ্ট শরী'আহ বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য এ প্রবন্ধে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রবর্তিত "ইসলামী ব্যাংক খিদমাহ কার্ড"কে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কর্মকৌশল

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার গ্রাহকের চাহিদা পূরণ এবং দেশে ও বর্হির্বিশ্বে উন্নত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইসলামী আর্থিক লেনদেন ও ব্যাংকিং বিষয়ে পারদর্শী বিশেষজ্ঞগণের মতামতের ভিত্তিতে ইসলামী শরী'আহসম্মত ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে "ইসলামী ব্যাংক খিদমাহ কার্ড" নামে প্রবর্তিত এ কার্ডের সিলভার, গোল্ডেন ও প্লাটিনাম তিনটি প্রকার

www.pathagar.com

রয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের জন্য ভিন্নি ভিন্ন ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণত নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ক্রেডিট কার্ড সংশ্লিষ্ট লেনদেন সম্পন্ন হয়।

ব্যাংক
ব্যবসায়িক কোম্পানি
ক্রেডিট কার্ড একাউন্ট
গ্রাহক/ কার্ডধারক
১ ২ ৩ ৪ ৫
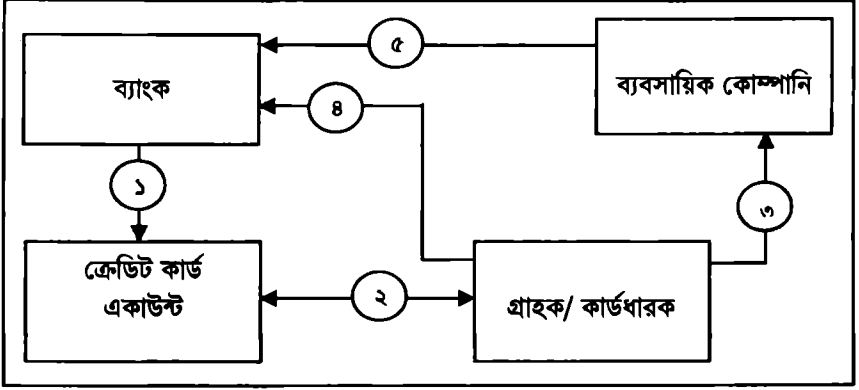
চিত্র-২ : ক্রেডিট কার্ডের কর্মকৌশল।[৬৭]

১. ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড সেবা প্রদানের জন্য সর্বপ্রথম গ্রাহকের নামে একটি একাউন্ট খোলেন অথবা তার বিদ্যমান একাউন্ট ব্যবহার করেন।

২. ব্যাংক গ্রাহককে ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা প্রদান করে।

৩. গ্রাহক তার কাঙ্খিত পণ্য ক্রয় বা সেবা গ্রহণ করেন।

৪. গ্রাহক কার্ড গ্রহণ ও এর সুবিধা ভোগ করার বিপরীতে ব্যাংককে নির্ধারিত হারে ফী প্রদান করেন।

৫. ব্যবসায়িক কোম্পানি ব্যাংককে তার কার্ড দ্বারা লেনদেন সম্পন্ন করার কারণে বিক্রিত পণ্য বা সেবার বিক্রয় মূল্যের উপর একটি কমিশন দিয়ে থাকে, যাকে Merchant's discount বলা হয়।

গ্রাহক থেকে গৃহীত ফিস

ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড ইস্যু ও এ থেকে সেবা গ্রহণের কারণে গ্রাহক থেকে বিভিন্ন ধরনের ফী গ্রহণ করে। নিম্নে খিদমাহ কার্ড সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফীর একটি তালিকা উপস্থাপন করা হল:

---

[৬৭] নিজস্ব চিত্রায়ন।

www.pathagar.com

ক্রম	সেবা	সিলভার	গোল্ডেন	প্লাটিনাম	মন্তব্য
১	বাৎসরিক ফী (মূল কার্ড)	৳ ১০০০/-	৳ ১৫০০/-	৳ ৩০০০/-	
২	বাৎসরিক ফী (সম্পূরক কার্ড)	ফ্রি	ফ্রি	ফ্রি	প্রথম কার্ডটি ফ্রি, ২য় ও পরবর্তী প্রতিটির জন্য ৳ ৫০০/-
৩	মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ফী	৳ ৬০০/-	৳ ১২০০/-	৳ ২০০০/-	
৪	সীমা অতিক্রমের ফী	৳ ৫০০/-	৳ ১০০০/-	৳ ১৫০০/-	সর্বোচ্চ ৳ ৫,০০০/- আদায়যোগ্য
৫	বিলম্বে পরিশোধের জরিমানা	৳ ৫০০/-	৳ ১০০০/-	৳ ১৫০০/-	যদি পরিশোধের মেয়াদের মধ্যে সর্বনিম্ন পরিমাণ পরিশোধ না করে।
৬	কার্ড প্রতিস্থাপন ফী	৳ ২০০/-	৳ ৩০০/-	৳ ৫০০/-	
৭	অর্থ উত্তোলন ফী	৳ ১০০/-			প্রতিবার

সারণি-১: খিদমাহ কার্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফি।[৬৮]

শরী'আহ অনুষঙ্গ

নিম্নে খিদমাহ ক্রেডিট কার্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু শরী'আহ অনুষঙ্গের আলোচনা বিধৃত হলো:

১. খিদমাহ কার্ডটি "উজরাহ" নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে উজরাহ (أجرة) অর্থ প্রতিদান, পারিশ্রমিক, শ্রম বা সেবার বিনিময় ইত্যাদি। ফকীহগণের পরিভাষায়,

هي ما يعطاه الأجير في مقابل العمل، وما يعطاه صاحب العين مقابل الانتفاع بها.

"শ্রমিককে তার শ্রমের বিনিময়ে এবং সম্পদের মালিককে সম্পদ ব্যবহারের বিনিময় হিসেবে যা প্রদান করা হয়।"[৬৯]

ভাড়াচুক্তি, ধর্মীয় কাজের বিপরীতে পারিশ্রমিক গ্রহণ, বন্ধক, কাফালাহ ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইত্যাদি অধ্যায়ে এ বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক তার মালিকানাধীন ক্রেডিট কার্ড থেকে উপকার গ্রহণের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট হারে বিনিময় গ্রহণ করে।

---

৬৮. দ্রঃ http://www.islamibankbd.com/advservices/khidmaCard.php তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ২০/১১/২০১৪।

৬৯. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসূ'আহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়িতিয়্যাহ,* কুয়েত : আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৪০৪ হি., খ. ১, পৃ. ৩২০

www.pathagar.com

২. ক্রেডিট কার্ড ইস্যু, নবায়ন, অগ্রিম নবায়ন, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি কারণে নির্ধারিত ফিস গ্রহণ করে থাকে। এগুলো মূলত গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধার বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত চার্জ স্বরূপ। কার্ড ইস্যুকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এ জাতীয় ফিস গ্রহণ বৈধ।[৭০] এ কার্ড ব্যাংকের নিজেস্ব সম্পত্তি হওয়ায় এর মালিকনা অন্য কারো কাছে স্থানান্তরিত হয় না; যা কার্ডের উল্টা পিঠে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। কাষ্টমার এ কার্ড থেকে শুধুমাত্র সেবা গ্রহণের অধিকার রাখেন বিধায় তিনি এ থেকে সেবা বা উপকার গ্রহণের বিনিময় স্বরূপ এসব ফি প্রদান করতে বাধ্য থাকেন।

৩. ইসলামী ব্যাংক কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রয় কৃত পণ্যের উপর বিক্রেতার (অত্র প্রবন্ধে "আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি") নিকট থেকে একটি সুনির্দিষ্ট হারে কমিশন আদায় করতে পারে, যাকে Merchant's discount বলা হয়। তবে এ কমিশনের কারণে পণ্যের মূল্য বর্ধিত হয় না। সাধারণত ব্যবসায়িক কোম্পানির অর্থ পরিশোধের সময় ব্যাংক এ কমিশন গ্রহণ করে থাকে। কার্ড ইস্যুকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এ জাতীয় কমিশনের বৈধতা রয়েছে।[৭১] যা ঋণ পরিশোধের ওকালাহ বা প্রতিনিধিত্বের বিনিময় স্বরূপ গৃহীত হয়।[৭২] কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের শরীয়াহ বোর্ডের দৃষ্টিতে এটি কার্ডধারক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মধ্যস্থতার ফি।[৭৩]

৪. গ্রাহক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ব্যাংকের সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করলে তার হিসাব সংরক্ষণ করার প্রয়োজন না হওয়ায় তার থেকে হিসাব সংরক্ষণ (Maintenance) বাবদ কোন চার্জ নেয়া যাবে না। তবে তিনি যদি পরিশোধ না করেন তাহলে তার জন্য একটি আলাদা হিসাব খোলা হবে এবং তার হিসাব সংরক্ষণ ও মাসিক বিবরণী প্রেরণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্রান্ড লাইসেন্স, নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি, পিওএস এবং এটিএম টার্মিনাল, একসেপটেন্স ডেভেলপমেন্ট, প্রসেসিং ইত্যাদি কাজের বিপরীতে যতটা সম্ভব At actual ভিত্তিতে ফী চার্জ করা যাবে।[৭৪]

---

৭০. আবূ গুদ্দাহ, "বিতাকাতুল ইতিমান ওয়া তাকঈফুহাশ শর'য়ী", প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২; কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭; আল-জাওয়াহেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৫; শরী'আহ মানদণ্ড নং-২, পৃ. ২৪

৭১. ওআইসি ফিক্হ কমিটি ২৩-২৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে রিয়াদে অনুষ্ঠিত ১২তম অধিবেশনের ১৩(২/ ১০) ও ১৩(৩/১) নং সিদ্ধান্ত দ্রষ্টব্য।

৭২. শরী'আহ মানদণ্ড নং- ২, পৃ. ২৪

৭৩. কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭

৭৪. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের শরী'আহ কাউন্সিলের ৫ আগস্ট ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪৪তম অধিবেশনের ৪ নং সিদ্ধান্ত।

www.pathagar.com

৫. ওয়াহাবাহ্ আল-যুহাইলী [জ. ১৯৩২ খ্রি.]-এর মতে, ব্যাংক গ্রাহককে যে নির্ধারিত ঋণ প্রদান করছে তা কর্য হাসান[৭৫] হিসেবে গণ্য হবে। বিধায় এর বিপরীতে ব্যাংক কোন প্রকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। এর ব্যত্যয় হলে তা রিবা হিসেবে বিবেচিত হবে।[৭৬] তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা ও পরিশোধে অক্ষম হলে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যেতে পারে। তবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের শরী'আহ কাউন্সিল মনে করে, এ খাত হতে প্রাপ্ত অর্থ সংশয়পূর্ণ আয় হিসাবে চিহ্নিত হবে।[৭৭]

৬. লেনদেন প্রসেসিং ফী বাবদ অর্থের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে স্লাব অনুযায়ী কম/বেশী ফী নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা টাকার অংকের স্লাব (Slab) অনুযায়ী ফী ধার্য করা শরী'আহ্র আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব ফি চার্জ করার ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব At actual করতে হবে।[৭৮]

উপসংহার

কনভেনশনাল ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজনের নীতিমালা বিষয়ক এ প্রবন্ধ থেকে প্রতীয়মান হয়, শরী'আহ অভিযোজন পরিভাষাটি আধুনিক হলেও এর সংশ্লিষ্ট কিছু পরিভাষা ফিকহের গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান। যা থেকে শরী'আহ অভিযোজনের বিভিন্ন নির্দেশনা পাওয়া যায়। যে নতুন বিষয়ের কোন শর'য়ী বিধান নির্ণীত হয়নি তাকে পূর্বের সাদৃশ্যপূর্ণ কোন বিষয়ের সাথে তুলনা করে বিধান নির্গমন করার মাধ্যমে শরী'আহ অভিযোজন সম্পন্ন হয়। শরী'আহ অভিযোজন ইজতিহাদী কাজ হওয়ায় অভিযোজনকারীকে এক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী ও অনন্য গুণে গুণান্বিত হয়ে নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণে কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করলে ভুল অভিযোজন হওয়ার সম্ভাবনা বিরাজ করে। যা মানবতার জন্য কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অগ্রযাত্রার জন্য নতুন প্রডাক্ট উদ্ভাবন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কনভেনশনাল ব্যাংকের প্রচলিত বিভিন্ন প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজনও তেমন গুরুত্বপূর্ণ। অতএব অভিযোজনের মাধ্যমে ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহসম্মত করার নীতিমালা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, একাডেমিক গবেষণাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

---

৭৫. কর্য হাসান দ্বারা সাধারণ ঋণকে বুঝায় যা কারও প্রতি সহানুভূতি হিসেবে প্রদান করা হয় এবং ঋণের অংকের উপর কোন প্রকার বৃদ্ধি বা এর বিনিময়ে অন্য কোন উপকার হাসিলের উদ্দেশ্য ছাড়াই নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত নেয়ার চুক্তি করা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: *আল-মাওসু'আহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়িতিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ১১১

৭৬. Wahbah al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*, Damascus : Dar al-Fikr, 2003, p. 369

৭৭. ৫ আগষ্ট ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪৪তম অধিবেশনের ৫ নং সিদ্ধান্ত।

৭৮. প্রাগুক্ত, সিদ্ধান্ত নং-৩

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৪

অর্থনৈতিক অপরাধ প্রতিরোধ ও তাকওয়া : একটি পর্যালোচনা

ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম*

[**সারসংক্ষেপ :** *মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, বিশুদ্ধ হাদীস ও বিদগ্ধ মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে মুমিন জীবনে 'তাকওয়া' বা আল্লাহভীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের সমাজের অনেকেই অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও তাকওয়া অনুশীলন করলেও মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাকওয়ার অনুশীলন করেন না। যার অনিবার্য পরিণতিতে সমাজে অর্থনৈতিক অপরাধ অপ্রতিরোধ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সুদ, ঘুষ, যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা, অবৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা, অপচয়, কৃপণতা ও অনৈসলামিক ব্যাংকিং প্রভৃতি অসংখ্য অর্থনৈতিক অপরাধে আমাদের সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার অনুপস্থিতি এ সব অপরাধ প্রবণতা সম্প্রসারণের মূল কারণ। তাকওয়ার ব্যাপ্তি সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অর্থনৈতিক জীবনে এর যথাযথ অনুশীলনের ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের সমাজের অধিকাংশ অপরাধ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অনুশীলনের পথনির্দেশনা দেয়াই এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।*]

১. প্রারম্ভিক কথা

মহান আল্লাহ কত সুন্দরই না বলেছেন, ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

> তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।[১]

তাকওয়ার এ অগ্রগামিতা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও অর্থনৈতিক জীবনে এর গুরুত্ব আরো অনেক গুণ বেশী। ইসলামের দৃষ্টিতে লেনদেন, আয়-উপার্জন ও ব্যয়-খরচে তথা অর্থনৈতিক জীবনেও তাকওয়া অবলম্বনকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। বরং একজন মানুষ প্রকৃত তাকওয়ার অধিকারী হওয়ার বাস্তব প্রমাণই হচ্ছে, তার অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার পরিপূর্ণ অনুশীলন। তাকওয়া অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার গুরুত্ব, মানুষের তাকওয়াহীন অর্থনৈতিক জীবনের পরিণতি প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে সাজানো হয়েছে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি।

---

* অধ্যাপক, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

www.pathagar.com

২. তাকওয়া-এর অর্থ

'তাকওয়া' শব্দটি আরবী। و- ق- ي বর্ণ সমষ্টির সমন্বয় থেকে এর উৎপত্তি। যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বেঁচে থাকা। মহান আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা ও তাঁর নির্দেশিত কাজ পরিপূর্ণভাবে তাঁর প্রদর্শিত পন্থা অনুযায়ী সম্পাদন করার নামই হচ্ছে 'তাকওয়া'। কোন প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, জাগতিক কোন শাস্তি, দণ্ড বা অন্য কারো ভয়ে ভীত হয়ে নয়; একমাত্র মহামহিম শক্তিধর রাব্বুল আলামীনের ভয়ে যে কোন অন্যায়, অপকর্ম ও অপরাধ থেকে মুক্ত থাকা ও তাঁর নির্দেশিত সকল ভালো কাজে অংশ গ্রহণ করাই হচ্ছে 'তাকওয়া'। অন্য কথায়, আল্লাহর ভয়ে পাপ বর্জন ও ছাওয়াব অর্জনই হচ্ছে তাকওয়ার স্বরূপ। তাকওয়া সম্পর্কে বিদগ্ধ মুসলিম মনীষীগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

ইবন মাসঊদ রা. বলেন,

التقوى هي أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر

আল্লাহর আনুগত্য করা ও তাঁর অবাধ্য না হওয়া, তাঁকে স্মরণ করা, তাঁকে ভুলে না যাওয়া, তাঁর শুক্র করা ও তাঁর কুফরী না করাই হচ্ছে 'তাকওয়া'।[২]

তাল্‌ক ইবন হাবীব রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

هي أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله

আল্লাহর নির্দেশনার মধ্যে থেকে ছাওয়াব প্রাপ্তির আশায় তাঁর ইবাদাত করা আর আল্লাহর নির্দেশনার মধ্যে থেকে তাঁর শাস্তির ভয়ে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করাই হচ্ছে 'তাকওয়া'।[৩]

উমর ইবন আব্দুল আযীয রহ. বলেন,

ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله: ترك ما حرم الله، وأداء ما افترض الله

দিনে সিয়াম পালন ও রাতে সালাতে দাড়ানো এবং উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রণের নাম তাকওয়া নয়, বরং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা বর্জন এবং যা তিনি ফরয করেছেন তা পালন করাই হচ্ছে তাকওয়া।[৪]

ইবনু কায়্যিম বলেন,

وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيماناً واحتسابا ، أمراً ونهياً ، فيفعل ما أمر الله به إيماناً بالأمر وتصديقاً بوعده ، ويترك ما نهى الله عنه إيماناً بالنهى وخوفا من وعيده.

---

[২] ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৪ হি., খ. ১, পৃ. ৪৩১

[৩] ইবনু রাজাব আল-হাম্বলী, *জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম*, বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১৪০৮ হি., পৃ. ১৫৯

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

www.pathagar.com

আর তাকওয়ার সারার্থ হচ্ছে, ঈমান সহকারে ছাওয়াবের আশায় নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করা। সুতরাং আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর নির্দেশের উপর ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করে তা পরিপালন করা এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তাঁর নিষেধের উপর ঈমান ও তাঁর শাস্তির ভয়ে তা বর্জন করা।[৫]

মোট কথা, মহান আল্লাহর ভয়ে শঙ্কিত হয়ে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ বর্জন ও তাঁর নির্দেশিত কাজ সম্পাদন করার নামই হচ্ছে, 'তাকওয়া'।

৩. তাকওয়া -এর গুরুত্ব

তাকওয়ার অনুশীলন একজন মুসলিমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার মধ্যে তাকওয়া নেই তার মধ্যে আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তাকওয়া একজন মানুষকে সুশৃঙ্খল, সুনিয়ন্ত্রিত ও আলোকিত মানুষে পরিণত করে। সত্যিকারের মানুষ হওয়ার জন্য তাকওয়া অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই। পাপ ও কলুষমুক্ত পরিচ্ছন্ন জীবন শুধুমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। জাহিলী যুগের বর্বর, উচ্ছৃঙ্খল ও অসভ্য মানুষগুলোকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করতে, রাসূলুল্লাহ স. তাদের মনে তাকওয়ার বীজটিই বপন করে ছিলেন। যার অনিবার্য পরিণতিতে এ জাতি মানুষের নিরাপত্তা দানের ক্ষেত্রে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। নারীর সতীত্ব হরণকারীরা হয়েছিল সতীত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। লুটেরা ও ডাকাতরা হয়েছিল অন্যের সম্পদ ও আমানত রক্ষার সৈনিক। পুলিশ প্রশাসন, র‍্যাব, যৌথ বাহিনী, চিতা, কুবরা, ডগস্কোয়াড, সিআইডি ও গুপ্তচররা যখন মানুষকে অপরাধমুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তখন তাকওয়াই পারে মানুষকে পরিপূর্ণ অপরাধ মুক্ত করতে। একটি অপরাধ মুক্ত আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের জন্য তাকওয়াই একমাত্র কার্যকর মাধ্যম। সুতরাং তাকওয়ার রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের বর্ণনাতেও এর সীমাহীন গুরুত্ব ফুটে ওঠেছে।[৬]

এসব আয়াত ও হাদীসে বারবার বিভিন্নভাবে তাকওয়া অর্জনের আহ্বান, তাকওয়াকে সবকিছুর মূল বলে স্বীকৃতি দান, তাকে পার্থিব অভাব অনটন ও সমস্যা উত্তরণ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নাজাতের মোক্ষম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ এবং একে সর্বক্ষেত্রে সর্বোত্তম পাথেয় হিসেবে নির্ধারণ করা প্রভৃতি তাকওয়ার অপরিসীম গুরুত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে।

---

[৫] ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আর-রিসালাহ আত-তাবুকিয়্যাহ যাদুল মুহাজির ইলা রাব্বিহী*, তাহকীক : ড. মুহাম্মাদ জামীল গাযী, জেদ্দা : মাকতাবাতুল মাদানী, তা.বি., পৃ. ১০

[৬] বিস্তারিত দেখুন : আল-কুরআন, ০৪ : ০১, ০৪ : ১৩১, আল-কুরআন, ০২ : ২৭৮, আল-কুরআন, ০৩ : ১০২, আল-কুরআন, ০৫ : ৩৫, আল-কুরআন, ০৯ : ১১৯, আল-কুরআন, ৩৩ : ৭০, আল-কুরআন, ৫৭ : ২৮, আল-কুরআন, ৫৯ : ১৮

www.pathagar.com

৪. তাকওয়া-এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

তাকওয়া অদৃশ্য একটি বিষয়, যার লালনস্থল হচ্ছে মানুষের অন্তর। মানুষের মনে তাকওয়ার নির্দমনীয় শক্তি সময় সময় এমন কি লোকচক্ষুর অন্তরালে হলেও জবাবদিহিতার স্বচ্ছ অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা তাকে নিন্দিত সব কাজ থেকে বিরত থাকতে আর নন্দিত কাজ করতে বাধ্য করে। তখন সে সকল সময় তাকে পর্যবেক্ষণকারী, যাঁর থেকে তার কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজও গোপন রাখার কোন সুযোগ নেই, সেই মহামহিম আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহিতার আশঙ্কায় শঙ্কিত ও ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। তার সকল কাজকর্ম পৃথিবীর কেউ দেখুক বা না দেখুক নিখিল জাহানের রাব্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবশ্যই দেখছেন, এ অনুভূতি তার মধ্যে অপরাধ থেকে বিরত ও ভালো কাজ করার অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি করে। যার অনিবার্য পরিণতিতে সে যে কোন অপকর্ম করার অথবা অপরিহার্য করণীয় কাজ বর্জন করার দুঃসাহস দেখাতে পারে না।

গভীর রজনী। আমিরুল মুমিনীন উমর রা. প্রজাদের অবস্থা সরেজমীনে দেখার জন্য ছদ্মবেশে পৌঁছালেন এক মরু কুঠরির সন্নিকটে। কথোপকথন হচ্ছে, মা ও বালিকার মধ্যে। শুনছেন উমর রা.

মা : এখানে উমরও নেই, তাঁর পক্ষেরও কেউ নেই। আমাদের দুধে পানি মিশানোর বিষয়টি কেউ দেখছে না। তাঁদের অলক্ষ্যে আমরা মদীনার বাজারে পানি মিশ্রিত দুধ বিক্রয় করে বেশী লাভবান হবো। এসো আমরা দুধে পানি মিশ্রিত করি।

বালিকা : না, মা এটা হতেই পারে না। এ কাজ উমর ও তাঁর প্রশাসনের অলক্ষ্যে হলেও উমরের যে রাব্ব, নিখিল জাহানের যে পর্যবেক্ষক, আমাদেরও সে রাব্ব আল্লাহ মহামহিম তো আমাদের দেখছেন। তার কাছে আমরা কী জবাবদিহি করবো, তা কী ভেবে দেখেছ?

আসলে সকল সময় আল্লাহর তত্ত্বাবধানে থেকে জবাবদিহিতার এ অভিব্যক্তি, যা এ মরুর বেদুঈন বালিকার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে এটাই হচ্ছে তাকওয়ার বাস্তব রূপ। এ তাকওয়ার মহাসিন্ধু থেকে উচ্ছ্বসিত জবাবদিহিতার অনুভূতিই উমর রা.-এর মত বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও সদাসর্বদা তাড়া করে ফিরত। তিনি বলতেন,

لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر

- যদি ফুরাতের কিনারায় কোন মেষশাবক মারা যায়, তবে আমি ভয় পাই যে, এর জন্যও আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে কৈফিয়ত চাইবেন।[৭]

---

[৭] ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়াহ*, তাহকীক : মাহমূদ ফাখূরী ও ড. মুহাম্মাদ রওয়াস কলআহ জী, বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৩৯৯ হি./ ১৯৭৯ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৮৫

www.pathagar.com

তাকওয়া অবলম্বনের জন্য এ বিষয়ে 'ইলম অর্জন খুবই অপরিহার্য। তাকওয়ার জন্য কী কী বর্জনীয় আর কী কী করণীয়, তার জ্ঞান যদি না থাকে তা হলে তাকওয়ার অনুশীলন কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। সে জন্য ইবন রাজাব রহ. বলেছেন,

وأصل التقوى: أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي

তাকওয়ার মূল বিষয় হচ্ছে, বান্দা প্রথমত জানবে কিসের থেকে তাকে বেঁচে থাকা উচিত, তারপর তা থেকে বেঁচে থাকবে।[৮]

বকর ইবনু খুনাইস রহ. বলেন,

كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي

কীভাবে সে মুত্তাকী হবে, যে জানে না যে, সে কী বর্জন করবে?[৯]

সুতরাং তাকওয়ার জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। অপর দিকে তাকওয়ার গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে হলে খুব সতর্ক জীবন অবলম্বন অপরিহার্য। এমন কী যেখানে হারাম-হালালের ব্যাপারে সামান্য সংশয়ের উদ্রেক হয়, সেখানে সন্দেহপূর্ণ বিষয়টি বর্জন করা উচিত। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ.

আতিয়্যাতুস সাআদী রা. যিনি রাসূলুল্লাহ স.-এর অন্যতম ছাহাবী ছিলেন তার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, বান্দাহ মুত্তাকীর পর্যায়ে পৌছতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে ঐ সকল বিষয় ছেড়ে দেয় যাতে কোন দোষ নেই, এই ভয়ে যে, দোষের মধ্যে পড়ে যাবে।[১০]

সুতরাং প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সকল সময়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে সন্ত্রস্ত থেকে প্রয়োজনে সন্দেহপূর্ণ বিষয়টি পূর্ণ পরিহারের মাধ্যমে তাকওয়ার শীর্ষ স্থানে পৌছানো সম্ভব।

৫. তাকওয়ার ব্যাপ্তি

মানব জীবন অনেকগুলো দিকের সমাহারে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থ, রাজনীতি, বিচার, ব্যবসা প্রভৃতি অসংখ্য কর্মকাণ্ডের সমষ্টিই হচ্ছে মানব জীবনের স্বরূপ। সুতরাং মানব জীবনের ব্যাপ্তি কিন্তু সংক্ষিপ্ত নয়; বহুদূর।

---

৮. ইবনু রাজাব আল-হাম্বালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

৯. প্রাগুক্ত

১০. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রাকাইক ওয়াল ওরা, বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং ২৪৫১, হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف)

www.pathagar.com

আর মানব জীবনের ব্যাপ্তি যতদূর, তাকওয়ার ব্যাপ্তিও ততদূর। ইসলামে শুধু ব্যক্তি জীবনে তাকওয়া অবলম্বন যথেষ্ট নয়। মানব জীবনের উপর্যুক্ত প্রতিটি দিকেই মানুষের তাকওয়া অবলম্বন ইসলামের অনিবার্য দাবী। সে জন্য একজন মানুষ তার ব্যক্তি জীবনে যেমন তাকওয়ার অধিকারী হবে, তেমনি তাকে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, বিচারিক মোট কথা তার জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হতে হবে তাকওয়ার অধিকারী। তাকে মসজিদে যেমন মুত্তাকী বা তাকওয়া অবলম্বনকারী হতে হবে, তেমনি তাকে ব্যবসার গদি, চাকুরির চেয়ার, রাষ্ট্রের সিংহাসনেও হতে হবে মুত্তাকী। বিশেষ ক্ষেত্রে মুত্তাকী হয়ে অপর ক্ষেত্রগুলোতে তাকওয়াবিহীন জীবন যাপন ইসলামের কাম্য নয়।

৬. ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন

অর্থ ছাড়া পার্থিব জীবনের চাকা অচল। লজ্জা নিবারণে বস্ত্র, ক্ষুধা নিবারণে খাদ্য, সুস্থতার জন্য চিকিৎসা, বিদ্যার্জনের জন্য পয়সা; মোট কথা সব কিছুর চালিকা শক্তিই হচ্ছে অর্থ। মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এ অর্থ। মানুষ পৃথিবিতে আসার পূর্বে পিতামাতা যখন নতুন শিশুর আগমনের বিষয়টি আঁচ করতে পারেন, তখন থেকেই তার পোশাকাদি, খাদ্য ও চিকিৎসাসামগ্রীর ব্যবস্থা করতে যেয়ে তাকে অলক্ষ্যে অর্থনীতির সাথে জড়িয়ে ফেলে। আবার কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করার পরে তার দাফন কাফনের খরচপাতি মরার পরেও তাকে অর্থের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হতে দেয় না। তাহলে প্রতিটি মানুষ জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরেও অর্থের সাথে সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হয়। সুতরাং অর্থের বিষয় মানব জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অর্থ মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হওয়ার কারণে মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এ অর্থকে উপেক্ষা তো করেইনি, বরং গুরুত্বের সাথেই মূল্যায়ন করেছে। এর জাজ্বল্য প্রমাণ হচ্ছে, ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ অথচ দারিদ্র্য বিমোচনে সফল অর্থনীতির বাস্তব সম্মত ও পরীক্ষিত পদ্ধতি 'যাকাত' ভিত্তিক অর্থনীতি প্রণয়ন করেছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সালাতের মত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রুকন ও অপরিহার্য ইবাদতের আলোচনার পাশাপাশি যাকাতকেও এক সাথেই উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাতকে করা হয়েছে ইসলামের তৃতীয় রুকন। মানব জাতির জন্য স্বার্থক ও সুন্দর অর্থনৈতিক জীবন উপভোগের জন্য ইসলাম প্রণয়ন করেছে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির অতুলনীয় সনদ ইসলামী অর্থনীতি। যে অর্থনীতিতে কেউ কারো উপর যুলম করার সুযোগ নেই। সেখানে কেউ বঞ্চিত হয় না। ইনসাফ লাভে ধন্য হয় প্রতিটি বনী আদম। পূঁজিবাদী অর্থনীতির দশতলা আর গাছ তলার বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ সে অর্থনীতিতে একেবারেই অনুপস্থিত। সে অর্থনীতি আবার সমাজবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা উপেক্ষিত বঞ্চনার হাহাকার থেকে

www.pathagar.com

পরিপূর্ণভাবে মুক্ত। সেখানে সুদ, ঘুষ, অবাঞ্ছিত মুনাফাখুরী, ফটকা বাজারী, মজুদদারী, অর্থ আত্মসাতের মত অর্থনৈতিক অপকর্মের সকল দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সেখানে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হয়েছে প্রত্যেককে অর্থনৈতিক অধিকার। ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের প্রাপ্যকে করা হয়েছে নিশ্চিত।

ইসলাম যে অর্থনীতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে তার অন্যতম প্রমান হচ্ছে, কিয়ামতের কঠিন দিনের পাঁচটি প্রশ্নের দুটি প্রশ্নই হবে অর্থনৈতিক। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ ابْنِ مَسْعُود عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

ইবন মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার রাব্বের নিকট থেকে এক পাও অগ্রসর হতে দেয়া হবে না। তার বয়স সম্পর্কে, সে তা কিভাবে কাটিয়েছে? যৌবন সম্পর্কে, সে তা কি ভাবে অতিবাহিত করেছে? তার সম্পদ সম্পর্কে, সে কোথা হতে তা উপার্জন করেছে, আর কোথায় তা ব্যয় করেছে? যা সে শিক্ষা করেছে, তার কী সে আমল করেছে?[১১]

এখানে সম্পদ উপার্জনের স্থান ও তা ব্যয়ের খাত সম্পর্কে দুটো প্রশ্ন করা হবে বলে বলা হয়েছে, আসলে মূল অর্থনীতি আয় ও ব্যয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তাহলে এ দু'টি বিষয়ে প্রশ্ন করার অর্থই হচ্ছে, একজন মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক জীবনের কোন দিকই প্রশ্নের আওতা থেকে বাদ দেয়া হবে না। সার্বিক অর্থনৈতিক জীবনই জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা হবে। সুতরাং এ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, ইসলাম এক দিকে যেমন মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে গুরুত্ব দিয়েছে, অপর দিকে তার অর্থনৈতিক জীবনে জবাবদিহিতার বিষয়টিকেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির মূল সূত্র হচ্ছে, বিশেষ করে আয়ের ক্ষেত্রে বাতিল ও অবৈধ পন্থা বর্জন করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।[১২]

---

[১১] ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি*, অধ্যায় : সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রাকাইক ওয়াল ওরা, পরিচ্ছেদ : ফিল কিয়ামাহ্, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৪১৬, হাদীসটির সনদ হাসান (حسن)

[১২] আল-কুরআন, ০৪ : ২৯

www.pathagar.com

সুতরাং চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, জোর দখল, ধোঁকা প্রভৃতি মোট কথা যে কোনভাবেই হোক একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করাকে ইসলামে কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে হারাম বর্জন করে হালাল উপার্জনকে অপরিহার্য করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم- : طَلَبُ كَسْبِ الْحَلاَلِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.

আলকামাহ ইবন আবদুল্লাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, হালাল উপার্জন অন্বেষণ করা ফরযের পরে বড় ফরয।[১৩]

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল উপার্জন উচ্চ পর্যায়ের ফরয বলেই গণ্য। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ইবাদাত কবুলের অনিবার্য শর্তই হচ্ছে, হালাল খাদ্য গ্রহণ। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عن بن عباس قال تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه و سلم (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) فقام سعد بن أبي وقاص فقال يارسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به.

ইবন আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলাম, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلا طَيِّبًا﴾ হে মানুষ, যমীনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার কর।[১৪] তখন সা'আদ ইবন আবী ওয়াক্কাস রা. দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যাতে আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, হে সা'আদ, তোমার খাদ্য পরিশুদ্ধ করো, তাহলে তুমি দু'আ কবুলকৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের আত্মা তাঁর শপথ, যদি কোন বান্দাহ এক লুকমা হারাম খাদ্য তার পেটের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহলে তার কোন আমাল আল্লাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবুল করেন না। যে বান্দাহর গোশত হারাম ও সুদের দ্বারা বেড়ে ওঠে, আগুনই হচ্ছে, তার জন্য উত্তম।[১৫]

---

১৩. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ : কাসবুর রজুলি ওয়া আমালাহু বিয়াদিহী, হায়দারাবাদ : মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফ আন-নিযামিয়্যাহ, ১৩৪৪ হি., হাদীস নং-১২০৩০, হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); *মিশকাতুল মাসাবীহ*, তাহকীক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., হাদীস নং-২৭৮১

১৪. আল-কুরআন, ০২ : ১৬৮

১৫. ইমাম তাবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত*, কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি., খ. ৬, হাদীস নং-৬৪৯৫

www.pathagar.com

সুতরাং দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অণু পরিমাণও হারাম ভক্ষণের সুযোগ নেই। অন্য বর্ণনায় হারাম ভক্ষণের বিষয়টির সাথে হারাম পানীয় গ্রহণ, হারাম বস্ত্র পরিধানের বিষয়টিও যুক্ত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِه الْمُرْسَلِينَ ، وَقَالَ : {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} وَقَالَ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

আবূ হুরায়রাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, হে মানব জাতি, আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কোন কিছুকে কবুল করেন না। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা সে বিষয়ে মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যে বিষয়ে তিনি রাসূলদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾

হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র ও ভাল বস্তু থেকে খাও এবং সৎকর্ম কর।[১৬]

তিনি বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾

হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আমি যে সব পবিত্র বস্তু তোমাদেরকে দান করেছি, তা থেকে তোমরা খাও।[১৭]

এরপর তিনি উল্লেখ করেন, একজন ব্যক্তি লম্বা সফর শেষে অবিন্যস্ত চুল ও ধুলায় ধূসরিত অবস্থায় আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে বলে, হে রব, হে রব, অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, অধিকন্তু, সে হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। এরপর কীভাবে তার দু'আ কবুল হবে![১৮]

সুতরাং এ হাদীস থেকে জানা যায়, হারাম খাদ্য, হারাম পানীয়, হারাম পোশাক ভোগ করে ইবাদত কবুল করানোর কোন সুযোগ নেই।

ইসলাম একটি পরিচ্ছন্ন অর্থনৈতিক জীবন প্রণয়ন করেছে। মানবজাতির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এ অর্থনীতি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। এ অর্থনীতি ব্যতীত

---

১৬. আল-কুরআন, ২৩ : ৫১

১৭. আল-কুরআন, ০২ : ১৭২

১৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : কুবুলুস সাদাকাতি মিনাল কাসবিত তায়্যিবি ওয়া তারবিয়াতিহা, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদা, তা.বি., খ. ৩, হাদীস নং-২৩৯৩

www.pathagar.com

পৃথিবীতে প্রচলিত পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রী ও মিশ্র অর্থনীতির করুণ পরিণতি বিশ্ববাসী অবলোকন করেছে। মানবজাতির অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে ব্যর্থ এসব অর্থনীতি যে মুখ থুবড়ে পড়েছে তা আজ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। পাশ্চাত্যে হাজার হাজার ব্যাংক দেউলিয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্র তার ভূখণ্ডেই আত্মহত্যা করেছে। মিশ্র অর্থনীতিও মানুষকে কাক কুকুরের সাথে পাল্লা দিয়ে ডাস্টবিনে খাদ্য সংগ্রহ, জাল জড়িয়ে কিশোরীর লজ্জা নিবারণ, আর্থিক কষ্টে পিতাকে সন্তান বিক্রয় অথবা তাকে হত্যার মত জঘন্য চিত্র ছাড়া কিছুই উপহার দিতে পারেনি। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতি কীভাবে মানবজাতির অর্থনৈতিক মুক্তির দিশা দিতে পারে তার প্রমাণ আল-খুলাফাউর রাশীদুনের যুগে অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সাধন। যেখানে যাকাত নেয়ার লোকও খুঁজে পাওয়া যেত না।

৭. অর্থনৈতিক জীবন ও তাকওয়া

এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মানুষের জীবনের যে কোন দিক সুন্দর, সুনিয়ন্ত্রিত, আলোকিত ও পরিচ্ছন্ন করতে হলে তাকওয়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানব জীবনের অন্যান্য দিকের চেয়ে তার অর্থনৈতিক দিকটি একটু ভিন্ন। কেননা অর্থনৈতিক জীবন লোভ-লালসা ও আপসহীন স্বার্থের সাথে সরাসরি জড়িত। সে জন্য অতি সহজে মানুষ এ জীবনে স্বার্থের কবলে পড়ে বিপদগামী হয়ে থাকে। তাই তার অর্থনৈতিক জীবনকে কালিমামুক্ত করে আলোকিত রাখতে হলে, তার তাকওয়া অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে এ ক্ষেত্রে বেশী বলিষ্ঠ ও বেশী শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। অর্থনৈতিক জীবনে যদি তাকওয়ার অনুশীলন করা না হয়, তা হলে, সে মানুষ হিংস্র পশুতে পরিণত হয়। পশুর মতই সে "জোর যার মুল্লুক তার" দর্শন চর্চা শুরু করে। যেখানেই সে অর্থনৈতিক স্বার্থ টের পায়, হালাল-হারামের পার্থক্য উপেক্ষা করে সে নিজের স্বার্থ উদ্ধারে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। সে হারামকে আর হারাম মনে করে না। এর জন্য সে মানুষ হত্যা করতেও পরওয়া করে না। পক্ষান্তরে সে যদি অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অনুশীলনে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহির শঙ্কায় শঙ্কিত হওয়ার কারণে হারাম পন্থায় স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা থেকে সে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক জীবনে পাপ মুক্ত থাকতে হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাকওয়া অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই। উল্লেখ্য, জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তাকওয়া লালন করে মুত্তাকী হওয়াটা সহজ হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুত্তাকী হওয়া বেশী কঠিন।

সমগ্র পৃথিবীতে যত বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধবিগ্রহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয়েছে এর অধিকাংশের পিছনে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ। তাকওয়ার অনুপস্থিতিই মূলত এ সব পাপাচারের জন্ম দিয়েছে। আমাদের সমাজেও যে অর্থনৈতিক অপরাধ ভয়ঙ্কর রূপ

www.pathagar.com

ধারণ করেছে, এখানে তাকওয়ার সঙ্কটই অন্যতম কারণ। সুদী কারবার, ওজনে কম, মওজুদদারী, মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়, ফরমালিনের মত জীবনগ্রাসী রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে লাভবান হওয়া, পণ্যের দোষ গোপন, ঘুষ গ্রহণ, ঘুষদান, আত্মসাৎ, যুলম, প্রতারণা, লটারী, ফটকাবাজারী, জাল-জোচ্চুরি, অবৈধ ক্রয়বিক্রয়, কালোবাজারী, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, জোর-দখল, ধোঁকা, ডিউটি পালন না করে বেতন গ্রহণ ও যাকাত না দেয়ার মত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধে সমাজ আকণ্ঠ নিমর্জিত হওয়ার পেছনে তাকওয়ার অনুপস্থিতিই মূল কারণ। মহান আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে তথা তাকওয়ার গুণ অর্জনকারী কক্ষনো এ ধরনের অপরাধ করার দুঃসাহস দেখায় না। অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার সঙ্কটই মানুষকে দ্রুত জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার সঙ্কট নিজের খাদ্য, পোশাক এমনকি শরীরকেও হারামের সাথে মিশিয়ে একাকার করে ফেলে। যার পরিণতিতে কবুল হয় না তার ইবাদত। তখন জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর থাকে না। সুতরাং একজন মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া এক দুর্লভ সম্পদ, যা মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে ঢালের ভূমিকা পালন করে।

৮. অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার অনুপস্থিতির পরিণতি

অর্থের অবাধ হাতছানি, অর্থের প্রতি মানুষের অদম্য লোভ-লালসার কারণে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন পরিচ্ছন্ন রাখা দুরূহ হলেও তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে নিষ্কলুষ অর্থনৈতিক জীবন যাপন মোটেও কঠিন নয়। অতন্দ্র প্রহরীর মত তাকওয়াই পারে তাকে পাপমুক্ত রাখতে। যে ব্যক্তির তাকওয়া যত বেশী শক্তিশালী, অর্থনৈতিক জীবনে সে তত বেশী স্বচ্ছ। যার মধ্যে তাকওয়া নেই, সে লোভ-লালসার গোলামে পরিণত হয়। সে পরিণত হয় অর্থের সেবাদাসে। সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে হালাল হারামের তোওয়াক্কা না করে দু'হাতে সম্পদ জমাতে। সে মেতে ওঠে বাতিল পন্থায় অন্যের অর্থ সম্পদ ভক্ষণের প্রতিযোগিতায়। তখন সে অসংখ্য জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। সংক্ষিপ্ত আকারে তাকওয়ার অনুপস্থিতির কারণে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অপরাধ সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হলো-

৮.১ সুদী কারবারে সম্পৃক্ততা

ইসলামের দৃষ্টিতে যা মূলধনের অতিরিক্ত, তা কম হোক বা বেশী হোক, তাই সুদ। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

> عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد صَاحِبِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوه الرِّبَا.
>
> রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবি ফাদালাহ ইবন উবায়িদ রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "প্রতিটি ঋণ যা লাভ বয়ে আনে তা সুদেরই অংশ বিশেষ"।[১৯]

---

[১৯]. আল-বায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫০, হাদীস নং-১০৭১৫

www.pathagar.com

এ হাদীসের আলোকে মূলধনের অতিরিক্ত যে অর্থ বিনা শ্রমে ও ঝুঁকি ছাড়াই ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে গ্রহণ করে মূলত সেটাই সুদ। ইসলামে সুদ জঘন্য অপরাধ। সুদের মাধ্যমে যে কোন কারবারই হারাম। অতি প্রয়োজনে সুদী কারবার বৈধ কিনা, প্রশ্ন করলে বলা হয়েছে- لا يجوز التعامل بالربا مطلقًا অর্থাৎ সাধারণত সুদ সম্পর্কিত কোন লেনদেনই বৈধ নয়।[২০] মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ সুদ বর্জনের আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ করেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (আগের সুদী কারবারের) যে সব সুদ বকেয়া রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা তা ছেড়ে না দাও, আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও। আর যদি তোমরা তওবাহ কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিত হবে না।[২১]

এখানে সুদ বর্জন না করলে মুমিন না থাকার হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত থাকাকে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল স.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার শামিল বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। ইসলামে অন্য কোন অপরাধকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল স.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামান্তর বলে উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং এটা একটা মারাত্মক অপরাধ। অপরদিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল স.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অর্থই হচ্ছে, সুদের সাথে সংশ্লিষ্টদের ধ্বংস অনিবার্য। কেননা তাদের সাথে যুদ্ধের পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তাছাড়া এখানেও মহান স্রষ্টার পক্ষ হতে সুদ বর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্রষ্টার নির্দেশ অবমাননার ধৃষ্টতা শক্ত অপরাধ। যারা সুদী লেনদেন বর্জন করে না, তারা রবের নির্দেশ লঙ্ঘনের এই শক্ত অপরাধেও অপরাধী। এখানে উল্লেখিত আয়াতে যে সুদ নিষিদ্ধ হয়েছে, তা জাহিলী যুগেও প্রচলিত ছিল। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকগুলো মূলত ঐ সুদী কারবার করে, যা ঐ যুগে করা হত। সূরা আল-বাকারা-এর অন্যত্র আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করার ঘোষণাও ব্যক্ত করেছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।[২২]

---

২০. *ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দা'য়িমাহ,* খ. ১৩, পৃ. ২৯৪

২১. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৮-২৭৯

২২. আল-কুরআন, ০২: ২৭৬

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে,

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾

মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তাই বৃদ্ধি পায়। অতঃপর তারাই সমৃদ্ধশালী।[২৩]

আসলে সুদী কারবারের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি হয় না, বরং অদূর ভবিষ্যতে তার ধ্বংস হয় অনিবার্য। সুতরাং দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, ইসলামে সুদ হারামতো বটেই বরং অন্যতম জঘন্য ও ঘৃণিত পাপ।

ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ এত বড় জঘন্য ও ঘৃণিত পাপ হওয়ার পরেও অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার অনুশীলন না থাকার কারণে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মুসলিম সুদকে একবারেই স্বাভাবিক ভেবে সুদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায়, জড়িয়ে আছে। সুদী ব্যাংক ও এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজকে সুদের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করার জন্য দায়ী। একজন মুসলিমের জন্য তার ইহকাল ও পরকাল বিধ্বংসী এ সুদের সংশ্রবে যাওয়াও অবৈধ। পক্ষান্তরে আমাদের সমাজের অর্থনীতি বলতে গেলে সুদ ভিত্তিক, যা আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার আকাল ও দৈন্যদশারই ফসল।

৮.২ ঘুষ আদান প্রদান

অনধিকারকে অধিকারে আর অধিকারকে অনধিকারে রূপান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তকে যা দেয়া হয় তাকে ঘুষ বলে। ইসলামের দৃষ্টিতে ঘুষ আদান প্রদান জঘন্য অপরাধ। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ.

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।[২৪]

অন্য বর্ণনায় মহান আল্লাহর অভিসম্পাতের কথা এসেছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.

আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে আল্লাহ অভিসম্পাত দিয়েছেন।[২৫]

---

[২৩] আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯

[২৪] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আকযিয়াহ, পরিচ্ছেদ : ফী কারাহিয়াতির রিশওয়া, বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-৩৫৮২। হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবী দাউদ*, হাদীস নং-৩৫৮০

[২৫] ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., হাদীস নং-৬৭৭৮; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহুল জামি' আস-সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, খ. ৩, পৃ. ২১৩, হাদীস নং-৫১১৪

www.pathagar.com

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ .

ছাওবান রা. সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. ঘুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষের মধ্যস্ত তাকারীকেও অভিসম্পাত দিয়েছেন।[২৬]

আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ.

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।[২৭]

আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرٍو , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ

আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা জাহান্নামে যাবে।[২৮]

এ সব বর্ণনার আলোকে স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ঘুষ জাহান্নামকে অনিবার্য করে এমন একটি জঘন্য অপরাধ। আমাদের মুসলিম অধ্যুষিত সমাজেও আজকাল ঘুষ ব্যতীত অফিস আদালতে কোন কাজই হয় না। প্রত্যহ বিলিয়ন বিলিয়ন টাকার ঘুষ লেনদেন হয়। এখানে ঘুষ আদান-প্রদান করে তাকে স্পীডমানী, বখশিশ, উপঢৌকন, উপহার, হাদিয়া, তোহফা প্রভৃতি নামে বৈধ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চলছে। শূকরের মাংসকে অন্য নামে যতই নামকরণ করা হোক তা যেমন হালাল হওয়ার সুযোগ নেই, তেমনি ঘুষ ঘুষই তা সর্বকালে সর্বযুগেই হারাম, তার নাম যাই দেয়া হোক না কেন। আসলে আমাদের সমাজকে মারাত্মক এ পাপে কলুষিত করার মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার অনুপস্থিতি।

৮.৩ যাকাত থেকে বিরত থাকা

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাত। ইসলামের দৃষ্টিতে একে কোনভাবেই অবহেলা করার সুযোগ নেই। আল-কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে যাকাত না দিলে বিভিন্ন শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে। যেমন-

---

২৬. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২২৩৯৯। হাদীসটির সনদ মুনকার (منكر); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূআহ ওয়া আছারুহাস সায়্যি ফিল উম্মাহ,* রিয়াদ : দারুল মা'রিফাহ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি., হাদীস নং-১২৩৫

২৭. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি',* অধ্যায় : আল-আহকাম, পরিচ্ছেদ : আর-রাশী ওয়াল মুরতাশী ফিল হুকম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৩৬। হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহুল জামি আস-সগীর ওয়া যিয়াদাতুহ,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫০৯৩

২৮. ইমাম তাবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০২৬। হাদীসটির সনদ মুনকার (منكر); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা,* প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৮৬৯

www.pathagar.com

ক. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরিহার্য

যেমন ঘোষিত হয়েছে,

قَالَ أبو بكر الصديق وَاللَّه لأُقَاتلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاة وَالزَّكَاة فَإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَال وَاللَّه لَوْ مَنَعُوني عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعهَا.

আবূ বকর রা. বলেন, আল্লাহর শপথ, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। যাকাত সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ, যদি তারা যে মেষশাবক রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট যাকাত হিসেবে দিত, তা যদি দিতে অস্বীকার করে, আমি তা অস্বীকার করার কারণে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।[২৯]

ইসলামে বিশেষ শ্রেণীর অমুসলিমদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ বৈধ, এখানে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অর্থই হচ্ছে, তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। সুতরাং যারা যাকাত দেয় না, তাদের আর অমুসলিমদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

খ. কিয়ামতের দিন বেড়ি পরানো

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ يَبْخَلُونَ بمَا آتَاهُمُ اللَّهُ منْ فَضْله هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخلُوا به يَوْمَ الْقيَامَة وَللَّه ميرَاثُ السَّمَاوَات وَالأَرْض وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ ﴾

আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল কর, সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।[৩০]

সুতরাং যাকাত থেকে বিরত থাকার পরিণতই হচ্ছে, মর্মান্তিক শাস্তি।

গ. জাহান্নামের আগুনের সেঁক দান

মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

﴿ وَالَّذينَ يَكْنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفضَّةَ وَلا يُنْفقُونَهَا في سَبيل اللَّه فَبَشِّرْهُمْ بعَذَاب أَليم . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَار جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بهَا جبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنزُونَ ﴾

---

[২৯] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : উজূবুয যাকাত, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-১৩৩৫

[৩০] আল-কুরআন, ০৩: ১৮০

www.pathagar.com

এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর।[৩১]

সুতরাং যাকাত প্রদান না করা কঠিন শাস্তিকে অনিবার্য করে। ইসলামে একে অবহেলা ও অবজ্ঞা করার ন্যূনতম কোন সুযোগ নেই।

ঘ. বিষধর সাপ দ্বারা দংশন

বিশুদ্ধ হাদীসে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ، يَعْنِي شِدْقَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ...

আবূ হুরায়রাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর সে তার যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ তার জন্য লোমহীন মস্তক বিশিষ্ট সাপে পরিণত করা হবে, যার (চক্ষুদ্বয়ের) ওপর দুটি কালো বিন্দু থাকবে এবং ঐ সাপ তার গলায় পেঁচানো হবে এবং তা ঐ ব্যক্তির দু চোয়াল (কামড় দিয়ে) ধরে বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত ধন ...।[৩২]

সুতরাং যাকাত না দেয়ার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ, যা কঠোর শাস্তিকে অপরিহার্য করে।

ঙ. পশুদ্বারা পদদলিত

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَقَالَ ... قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ.

---

৩১. আল-কুরআন, ০৯ : ৩৪-৩৫

৩২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : ইছমু মানিইয-যাকাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৩৮

www.pathagar.com

আবূ হুরায়রাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের উটের হক আদায় করবে না, সে উট দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে খুর দিয়ে আপন মালিককে পিষ্ট করতে আসবে, যে ব্যক্তি নিজের ছাগলের হক আদায় করবে না, সে ছাগল দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে খুর দিয়ে আপন মালিককে পদদলিত করবে এবং শিং দিয়ে আঘাত করবে। ... রাসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিবসে কাঁধের উপর চিৎকাররত ছাগল বহন করে আমার নিকট এসে এ কথা না বলে যে, হে রাসূলুল্লাহ স. আমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। তখন আমি বলব, তোমার জন্য কিছু করার আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো এ বিষয়টি পৌছে দিয়েছিলাম। আর তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিবসে কাঁধের উপর চিৎকাররত উট বহন করে আমার নিকট এসে এ কথা না বলে যে, হে রাসূলুল্লাহ স. আমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। তখন আমি বলব, তোমাকে কিছু করার আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো এ বিষয়টি তোমাদেরকে (আগেই) পৌছে দিয়েছিলাম।[৩৩]

সুতরাং যারা পশুর যাকাত দেয় না তাদের যে জঘণ্য সাজা দেয়া হবে তার একটি চিত্র এখানে ফুটে ওঠেছে।

চ. উত্তপ্ত পাথর ব্যবহার

অন্য বর্ণনায় যাকাত না দেয়ার আরো কঠোর শাস্তির আলোচনা এসেছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে- আবূ যার রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ.

যারা সম্পদ জমা করে রাখে, তাদেরকে এমন গরম পাথরের সুসংবাদ দাও, যা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য জাহান্নামে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। তা তাদের স্তনের বোঁটার উপর স্থাপন করা হবে আর তা কাঁধের পেশী ভেদ করে বের হবে এবং কাঁধের উপর স্থাপন করা হবে, তা নড়াচড়া করে সজোরে স্তনের বোঁটা ছেদ করে বের হবে।[৩৪]

ছ. অনিবার্য জাহান্নাম

অন্য বর্ণনায় যাকাত না দেয়ার অনিবার্য সাজা যে জাহান্নাম, তা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ হয়েছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ.

---

৩৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : ইছমু মানিয়িয যাকাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৩৭

৩৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : মা আদ্দা যাকাতাহু ফালাইসা বিকানয, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৪২

www.pathagar.com

আনাস ইবন মালিক রা. সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. বলেন, কিয়ামতের দিন যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।[৩৫]

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :... أَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّـــارَ : فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ ، وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِي مَالِهِ ، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ.

আবূ হুরায়রাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ... প্রথম তিন শ্রেণী যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, (তারা হলো) দাপুটে শাসক, ধনী যে তার সম্পদে মিশে থাকা আল্লাহর অধিকার দেয় না এবং পাপী দরিদ্র।[৩৬]

আল্লাহর অধিকার না দেয়ার অর্থই হচ্ছে যাকাত না দেয়া। এ বর্ণনা মতে তার অনিবার্য পরিণতই হচ্ছে জাহান্নাম।

জ. আগুনের চুড়ি পরিধান

গহনার যাকাত না দিলে তার শাস্তিরও বর্ণনা এসেছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليـــه وســـلم- وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا « أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَـــذَا ». قَالَتْ لاَ. قَالَ « أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ». قَالَ فَخَلَعَتْهُمَـــا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ.

আমর ইবন শুয়াইব রা. তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একটি মহিলা রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট তার কন্যাকে নিয়ে আসলেন যার হাতে ছিল দু'টি স্বর্ণের মোটা চুড়ি। তিনি বললেন, তুমি কি এটার যাকাত দাও? সে বললো, না। তিনি বললেন, এ দু'টির পরিবর্তে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে দু'টি আগুনের চুড়ি পরিধান করালে তা কি তোমাকে খুশী করবে? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে এ দু'টি মহানবী স.-এর নিকট ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললো, এ দু'টি আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা ও তার রাসূল স.-এর জন্য।[৩৭]

---

৩৫. ইমাম তাবারানী, *আল-মুজামুস সগীর*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., হাদীস নং-৯৩৫; হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ (حسن صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-৭৬২

৩৬. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৯৪৯২; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *যঈফুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-৪৬৪

৩৭. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আল-কানযু মা হুয়া? ওয়া যাকাতুল হুল্লী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৫৬৫। হাদীসটির সনদ হাসান (حسن); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবী দাউদ*, হাদীস নং-১৫৬৩

www.pathagar.com

সুতরাং যাকাত না দিলে কঠোর শাস্তি যে অপরিহার্য, তা সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত। আমাদের অনেকেই যাকাতকে গুরুত্বই দেন না। যাকাত দেয়া তো দূরের কথা, একে জরিমানা বলে মনে করেন। যাকাত দিলে সম্পদ কমে যাওয়ার ভয় করেন। নিজের সম্পদে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত দরিদ্রদের হক স্বীকারই তো করেন না; বরং সে হক নিজেই ভোগ করেন। আসলে অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার ঘাটতিই মূলত একজন ধনীকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরিহার্য যাকাতের মত এহেন ফরযকে এমনভাবে উপেক্ষা করতে সাহস যোগায়। নচেৎ যাকাত পরিশোধ না করলে যে অপরিহার্য শাস্তির কথা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করলাম, এর পরেও কী একজন ঈমানদার মানুষের পক্ষে যাকাত না দেয়ার দুঃসাহস দেখানো সম্ভব?

৮.৪ আমানাত খিয়ানাত করা

ইসলামে আমানাত সংরক্ষণ অন্যান্য ক্ষেত্রে তো বটেই, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকল ক্ষেত্রে আমানাত সংরক্ষণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾.

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে।[৩৮]

মহান আল্লাহ সফলকাম মু'মিনদের গুণাবলি বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

আর যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকার সংরক্ষণে যত্নবান।[৩৯]

আমানাতের গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ.

আনাস ইবন মালিক রা. সূত্রে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যার আমানাতদারি নেই তার কোন ঈমান নেই।[৪০]

সুতরাং আমানাতদারী না থাকলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। মুনাফিক হওয়ার জন্য খিয়ানাতকারী হওয়াই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

আবূ হুরায়রাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিশ্রুতি দেয় ভঙ্গ করে, যখন আমানাত রাখা হয় তখন তা আত্মসাৎ করে।[৪১]

---

৩৮. আল-কুরআন, ০৪ : ৫৮
৩৯. আল-কুরআন, ২৩ : ০৮
৪০. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৬৩৭
৪১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : আলামাতুল মুনাফিক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৩

www.pathagar.com

আমাদের সমাজে আমানাত খিয়ানাতকারী ও অর্থ আত্মসাৎকারীর অভাব নেই। অস্বীকার করা হচ্ছে গচ্ছিত আমানাতকে। হায় তারা যদি বুঝত! এটা কত বড় জঘণ্য অপরাধ। তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত কোন ব্যক্তি কক্ষনো আমানাত খিয়ানাতকারী হতে পারে না।

৮.৫ অবৈধ পন্থায় ব্যবসা করা

নিঃসন্দেহ ব্যবসা একটি উত্তম পেশা। ইসলাম শরী'আতের নিয়ম নীতি মেনে আমানতদারীর সাথে ব্যবসা পরিচালনা করার অপরিসীম মর্যাদা দিয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : التاجر الصدوق مع النبيين و الصديقين و الشهداء.

আবূ সাঈদ আল-খুদরী রা. সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) সত্যবাদী ব্যবসায়ী নবী 'আলায়হিমুস সালাম, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের সঙ্গী হবেন।[৪২]

সত্যবাদী ও সৎ ব্যবসায়ীদের জন্য এত বড় মর্যাদা ঘোষণা দেয়ার পরেও বাস্তবে অধিকাংশ ব্যবসায়ী এমন সব ঘৃণিত ও জঘন্য ব্যবসায়িক অপরাধে জড়িত, যা মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। যাদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا ، إِلاَّ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ ، وَبَرَّ ، وَصَدَقَ.

ইসমাঈল ইবন উবাইদ ইবন রিফাআহ তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মুছাল্লার দিকে বের হলেন এবং রাসূলুল্লাহ স. লোকদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলেন ও বললেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তারা রাসূলুল্লাহ স.-এর সম্বোধনের উত্তর দিলেন এবং তাঁর দিকে তাদের ঘাড় ও চক্ষু উঁচু করলেন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে বড় পাপী হিসেবে উঠানো হবে, তবে সে সব ব্যবসায়ীকে নয়, যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎভাবে লেনদেন করে, সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে।[৪৩]

---

৪২. ইমাম হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন*, তাহকীক : মুসতাফা আব্দুল কাদির 'আতা, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি., হাদীস নং-২১৪৩। হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদীসিল হালাল ওয়াল হারাম*, বৈরূত : আল মাকতাবুল ইসলামী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৪০৫ হি., হাদীস নং-১৬৭

৪৩. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : আত-তুজ্জার ওয়া তাসমিয়াতুন নাবিয়্যি সা. ইয়্যাহুম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২১০; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); যদিও ইমাম তিরমিযী হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ (حسن صحيح) বলেছেন।

www.pathagar.com

এ হাদীসে ব্যবসায়ীদেরকে অপরাধমুক্ত জীবন গড়তে তাকওয়া অবলম্বনের জন্য রাসূলুল্লাহ স. আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা অনেক অর্থনৈতিক অপরাধের সাথে যুক্ত। সংক্ষেপে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

৮. ৫.১ মিথ্যা বলা

অনেক ব্যবসায়ী পণ্যের মান, মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে মিথ্যা বলে পণ্য বিক্রয় করে । এ বাস্তব অবস্থা মূল্যায়ন করে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَيْنَا، وَكُنَّا تُجَّارًا وَكَانَ يَقُولُ:يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ.

ওয়াছিলাহ ইবন আসকা রা: সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ স. বাহির হয়ে আমাদের নিকট আসলেন, আমরা ছিলাম ব্যবসায়ী, তিনি বলছিলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মিথ্যাকে ভয় করো।[88]

আসলে মিথ্যা বলা সকল ক্ষেত্রেই কাবীরা গুনাহ। বিশেষ করে মিথ্যা বলে পণ্য বিক্রয় করাকেও এখানে আরো বড় পাপ হিসেবে দেখা হয়েছে।

৮.৫.২ মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়

অনেক ব্যবসায়ী মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয় করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

আবূ যার রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তিন সম্প্রদায়ের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না। তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। রাসূলুল্লাহ স. এটিকে তিন বার করে বললেন। আবূ যার রা. বললেন, তারা ব্যর্থ, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা? তিনি বললেন-টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, অনুগ্রহ করে খোটা দানকারী ও মিথ্যা শপথ করে নিজের পণ্য বিক্রয়কারী।[8৫]

---

[88] ইমাম তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, তাহকীক : হামদী ইবনি আব্দুল মাজীদ আস-সালাফী, আল-মুসিল : মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় প্রকাশ, ১৪০৪ হি./১৯৮৩ খ্রি., হাদীস নং-১৩২; হাদীসটির সনদ সহীহ লিগায়রিহী, (صحيح لغيرة); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৫ম প্রকাশ, হাদীস নং-১৭৯৩

[8৫] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : গালাযু তাহরীমি ইসবালিল ঈযার ওয়াল মান্নি বিল আতিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০৬

www.pathagar.com

এ হাদীসে মিথ্যা শপথ করে নিজের পণ্য বিক্রয় করাকে অন্যতম জঘণ্য অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاة ، فَقُلْتُ : تَبِيعُنِيهَا بِثَلاَثَة دَرَاهِمَ ؟ ، قَالَ : لاَ وَاللَّه ، ثُمَّ بَاعَنِيهَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : بَاعَ آخرَتَهُ ، بِدُنْيَاهُ.

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. সূত্রে বর্ণিত, এক বেদুঈন এটি ছাগল নিয়ে আমাদের পাশ অতিক্রম করছিল। আমি তাকে তিন দিরহামের বিনিময়ে আমার নিকট এটি বিক্রয় করতে বললাম। সে আল্লাহর শপথ করে বলল, না। পরে সে টি আমার নিকট বিক্রয় করলো। আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে বিষয়টি বললে তিনি বললেন, সে দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতকে বিক্রয় করেছে।[৪৬]

এখানে প্রথম শপথ করে বিক্রয় না করার কথা বলে পুনরায় শপথের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তা বিক্রয় করাকে তিরস্কার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো বলা হয়েছে,

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

আবূ হুরায়রাহ রা. বলেন আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, শপথ পণ্যদ্রব্যকে চালু করে বটে; কিন্তু উপার্জনের বরকত নষ্ট করে দেয়।[৪৭]

৮.৫.৩ ওযনে কম দেয়া

অনেক ব্যবসায়ী ওযনে কম দিয়ে ক্রেতাকে ঠকায়। পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি মারাত্মক অপরাধ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি দৃঢ় বিশ্বাস করে না যে, নিশ্চয় তারা পুনরুত্থিত হবে, এক মহা দিবসে? যেদিন মানুষ সৃষ্টিকুলের রবের জন্য দাঁড়াবে।[৪৮]

এ আয়াতগুলোতে ওযনে কম দিয়ে ক্রেতাকে ঠকানোর সাথে সাথে ওযনে বেশী নিয়ে বিক্রেতাকেও ঠকানোকে কঠোর ভাষায় শুধু নিন্দা করাই হয়নি বরং তাদের ধ্বংস যে অনিবার্য তারও উল্লেখ হয়েছে।

---

[৪৬] ইমাম ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, তাহকীক : শুআইব আল-আরনাউত, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, বৈরূত : মুআস্‌সাসাতুত রিসালাহ, ২ য় প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি., হাদীস নং-৪৯০৯; হাদীসটির সনদ হাসান (حسن)

[৪৭] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : আস-সাহ্‌লাহ ওয়াস সামাহাহ ফিশ শিরাই ওয়াল বায়..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৮১

[৪৮] আল-কুরআন, ৮৩ : ১-৬

www.pathagar.com

মহান আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে,

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾

আর মাপে পরিপূর্ণ দাও, যখন তোমরা পরিমাপ কর এবং সঠিক দাঁড়িপালায় ওযন কর। এটা কল্যাণকর ও পরিণামে সুন্দরতম।[৪৯]

তাঁর আরো নির্দেশ হচ্ছে,

﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴾

আর তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ওযন প্রতিষ্ঠা কর এবং ওযনকৃত বস্তু কম দিও না।[৫০]

এ আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ ওযন ও পরিমাপকে সঠিক করার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। ওযন কম দিতে নিষেধ করেছেন। তার নির্দেশ পালন ও নিষেধ বর্জন অপরিহার্য এবং তা লঙ্ঘন মারাত্মক অপরাধ। সুতরাং ওযন ও পরিমাপে কম বেশী করা হারাম। শুআইব আ.-এর সম্প্রদায় মাদায়িনবাসীকে ওযনে কম বেশী দেয়ার কারণে কঠোর শাস্তি দিয়ে পৃথিবী হতে চিরতরে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল।

৮.৫.৪ প্রতারণা করা

অনেক ব্যবসায়ী প্রতারণা ও ধোঁকা দিয়ে ক্রেতাকে ঠকায়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. খাদ্যের রাশির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি এর মধ্যে তার হাত প্রবেশ করিয়ে দেখেন যে, খাদ্যদ্রব্যটি ভেজা। তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক, এটি কী? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। তিনি বললেন, তুমি কেন এটাকে উপরে রাখলে না, যাতে মানুষ এটি দেখতে পায়? যে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের মধ্য হতে নয়।[৫১]

পণ্যের দোষ গোপণ করে যে ক্রেতাকে ধোঁকা দেয় সে যে মুসলিম মিল্লাত থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয় এ হাদীস তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

৮.৫.৫ পণ্য গুদামজাত করা

সস্তার সময় পণ্য ক্রয় করে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরী করা হয় আর বেশী দামে পণ্য বিক্রয় করার লক্ষ্যে অনেক ব্যবসায়ী পণ্য গুদামজাত করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ভাবে পণ্য গুদামজাত ও মজুদদারি করা অপরাধ বলেই গণ্য।

---

[৪৯]. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৫

[৫০]. আল-কুরআন, ৫৫ : ০৯

[৫১]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান পরিচ্ছেদ : কওলুন নাবিয়্যি "মান গাশ্‌শানা ফালাইসা মিন্না", প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৯৫

www.pathagar.com

বর্ণিত হয়েছে,

كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

সাঈদ ইবন মুসায়্যিব হাদীস বর্ণনা করতেন যে, মা'মার রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে গুদামজাত করে সে অপরাধী।[৫২]

আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ.

ইবন উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে চল্লিশ দিন খাদ্য গুদামজাত করে, সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে যায় এবং আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।।[৫৩]

আর আল্লাহ তা'আলা যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, সে ধ্বংস হবে এটাই স্বাভাবিক। আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে (পণ্যদ্রব্য) এনে বিক্রয় করে সে রিযক প্রাপ্ত হয় আর যে গুদামজাত করে সে অভিশপ্ত হয়।[৫৪]

সুতরাং প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে গুদামজাত করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

৮.৫.৬ অবৈধ পন্থায় ক্রয়বিক্রয় করা

এটি কয়েক প্রকারের হতে পারে:

ক. হারাম পণ্য ক্রয় বিক্রয়

যেমন অনেকেই কুকুর, শূকর, উলঙ্গ ছবি, মদ, পর্ণ বই, ম্যাগাজিন ও ক্যাসেট প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় করে থাকে যা মূলত ইসলামে নিষিদ্ধ।

খ. ক্রয় বিক্রয়ের উপর ক্রয় বিক্রয়

যেমন ক্রেতা বিক্রেতা থেকে পণ্য করে ফেলেছে, হয়তো মূল্য পরিশোধ করে তা বুঝে নেয়নি এমন সময় তৃতীয় ব্যক্তি এসে ক্রেতাকে বলা, "তুমি এটা নিও না, আমি

---

৫২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, পরিচ্ছেদ : তাহরীমিল ইহ্‌তিকার ফিল আকওয়াত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪২০৬

৫৩. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮৮০; হাদীসটির সনদ মুনকার (منكر); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *যঈফুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১১০০

৫৪. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আত-তিজারাত, পরিচ্ছেদ : আল-হুকরাহ ওয়াল জালব, বৈরূত : দারুল ফিকর তা.বি., হাদীস নং-২১৫৩; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف)

www.pathagar.com

তোমাকে একই পণ্য এর চেয়ে কম মূল্যে দেব" অথবা বিক্রেতাকে বলা যে, "তুমি এ পণ্য ওকে দিও না, আমি এটি এর চেয়ে বেশী মূল্যে তোমার থেকে ক্রয় করে নেব।" একজনের সাথে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরে তা রহিত করে পূর্বের চেয়ে কম দিয়ে বিক্রয় কিংবা বেশী দিয়ে ক্রয় করাকে রাসূলুল্লাহ স. নিষেধ করেছেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم- قَالَ : لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

ইবন উমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা এক অপরের ক্রয় বিক্রয়ের উপর ক্রয় বিক্রয় করো না।[৫৫]

গ. মূল্য বাড়ানোর অপচেষ্টা

অনেকে বিক্রেতার সাথে যোগসাজশ করে অথবা পণ্য ক্রয়ের ইচ্ছা নেই, শুধু ক্রেতাকে বেশী মূল্যে ক্রয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মূল্য বাড়ায়, এটি ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। একে 'নাজাশ' বলা হয়, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْشِ

ইবন উমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রয়ের অভিনয়কে নিষেধ করেছেন।[৫৬]

ঘ. দামের উপর দাম বলে ক্রয় বিক্রয়

ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে পণ্য বিক্রয়ের দামদর নির্ধারণ হওয়ার পর তৃতীয় পক্ষ বিক্রেতাকে পণ্যটি আমাকে দেন, আমি ঐ ক্রেতার চেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে পণ্যটি ক্রয় করব বলে পণ্যটি ক্রয় করা। এ ধরনের দামের উপর দাম বলে কোন কিছু ক্রয় করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... عَنْ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. কোন ব্যক্তির দাম বলার পর তার ভাইকে এর চেয়ে বেশী দাম বলতে নিষেধ করেছেন।[৫৭]

ঙ. পথিমধ্যে পণ্য ক্রয়

কোন পণ্য কেউ বাজারে নিয়ে আসার পূর্বেই পথিমধ্যে তা ক্রয় করে নেয়া ইসলামে অবৈধ। কেননা এতে বিক্রেতা বাজার মূল্য না পেয়ে ঠকতে পারে।

---

[৫৫]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : তাহরীমু বায়ঈর রজুলি 'আলা আখীহি.., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৮৮৪

[৫৬]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : আন-নাজাশ ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০৩৫

[৫৭]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আশ-শুরূত, পরিচ্ছেদ : আশ শুরূত ফিত-তলাক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫৭৭

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ التَّلَقِّى لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

আবূ হুরায়রাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. আমদানীকারকদের নিকট থেকে (শহরে প্রবেশ করার পূর্বে) পথে পণ্য ক্রয় করতে এবং গ্রামীণ ব্যক্তির পক্ষ হয়ে শহুরে ব্যক্তির পণ্য বিক্রি করে দিতে নিষেধ করেছেন।[৫৮]

শহরের লোক যাতে গ্রামীণ কোন লোককে ঠকাতে না পারে তার জন্য এমনটি করা হয়েছে।

চ. পণ্য হাতে আসার পূর্বেই তা বিক্রয়

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ يأتيني الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عندي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ « لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ».

হাকীম ইবন হিযাম রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে যা বিক্রয়ের জন্য আমার নিকট নেই এমন কিছু আমার থেকে ক্রয় করতে চায়। এরপর আমি তার কাছে তা বাজার থেকে এনে বিক্রয় করি। তিনি বললেন "যা তোমার কাছে নেই তা তুমি বিক্রয় করো না।[৫৯]

কেননা এমন অবস্থায় কোন কিছু বিক্রয় করা মূলত যে পণ্য এখনো অন্যের নিকট রয়েছে (অর্থাৎ বিক্রেতা যার মালিক নয়) তা বিক্রয়েরই শামিল। আর অন্যের মালিকানাধীন পণ্য বিক্রয় কীভাবে বৈধ হতে পারে?

ছ. ধোঁকার সম্ভাবনাময় ক্রয় বিক্রয়

যে সব ক্রয় বিক্রয়ে যে কোন পক্ষ ধোঁকা খেয়ে ঠকার সম্ভাবনা রয়েছে ইসলামে তা নিষিদ্ধ। বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ...عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ... ধোঁকা রয়েছে এমন যে কোন ক্রয় বিক্রয়কে নিষেধ করেছেন।[৬০]

এ কারণে গাছের ফল পরিপক্কতা লাভের পূর্বে তা বিক্রয় করতে তিনি নিষেধ করেছেন। কেননা ফল ব্যবহার যোগ্য হওয়ার পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেলে ক্রেতা ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

---

[৫৮] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : তাহরীমু বায়'ঈর রজুলি 'আলা বায়'ঈ আখীহি ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৮৯১

[৫৯] ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইজারা, পরিচ্ছেদ : ফির-রজুলি ইয়াবীউ মা লাইসা ইনদাহু, প্রাগুক্ত, হাদীন নং-৩৫০৫; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান আবূ দাউদ*, হাদীস নং-৩৫০৩

[৬০] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : বুতলানু বায়ঈল হাসাত ওয়াল বায়ঈল লাযী ফীহি গারার, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৮৮১

www.pathagar.com

বর্ণিত হয়েছে-

عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

ইবন উমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[৬১]

আমাদের দেশে প্রায় সকলেই রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরেও অহরহ ফল পরিপক্ক হওয়া তো দূরের কথা, গাছে মুকুল আসার অনেক পূর্বেই বিশেষ করে আম বিক্রয় করে ফেলে। এটা একবারেই অবৈধ।

মোট কথা, ইসলাম ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থই সংরক্ষণ করেছে। ইসলাম ক্রয় বিক্রয়ের নীতিমালা এমনভাবে প্রণয়ন করেছে, যাতে কোন পক্ষই ঠকার ভয় না থাকে। এ সব নীতিমালা পরিপালিত না হলে ক্রয় বিক্রয় অবৈধ হয়ে যায়, যার অনিবার্য পরিণতিতে এর মাধ্যমে উপার্জিত আয় হারাম বলে গণ্য হয়। সত্যিকারের তাকওয়া পরিপালনের মাধ্যমে হালাল উপার্জনের লক্ষ্যে এ ধরনের অবৈধ ক্রয় বিক্রয় থেকে অবশ্যই দূরে থাকা সম্ভব।

৮.৬ পরিশ্রম ব্যতীতই পারিশ্রমিক গ্রহণ

আমাদের সমাজে চাকুরী নীতির মূলত দর্শনই হচ্ছে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন। ইসলামের শারঈ পরিভাষায় একে বলা হয় ইজারা পদ্ধতি। যার মূল কথা বৈধ কাজে শ্রম দিয়ে চুক্তি অনুযায়ী কর্ম সম্পন্ন করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা, যা মূলত শারী'আহ সম্মত। আমরা যারা বিভিন্ন অফিস, আদালত, কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় চাকুরী করি, এ চাকুরীটি ইসলামের নিয়মনীতি অনুযায়ী ইজারা পদ্ধতিরই অন্তর্ভুক্ত। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে নির্ধারিত পরিমাণ বেতন বা পারিশ্রমিক পাওয়ার শর্তে মূলত এ সব চাকুরী হয়ে থাকে। যে কাজ করার জন্য বেতন পাওয়ার চুক্তি হয়, সে কাজ সম্পন্ন না করে বেতন নেয়া চুক্তি ভঙ্গেরই নামান্তর, যা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। ইসলামে চুক্তি পরিপূর্ণ করার জোর তাকীদ এসেছে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে নির্দেশ দিচ্ছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾

হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।[৬২]

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালন অপরিহার্য, আর এ নির্দেশ লংঘন শাস্তিকে অনিবার্য করে। সুতরাং কাজ না করে বেতন নেয়া একদিকে যেমন চুক্তি ভঙ্গের শামিল, অপর দিকে তেমনি কঠোর শাস্তিকে অনিবার্যকারী মহান আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনেরও নামান্তর।

---

৬১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : মান বা'আ ছিমারাহু আও নাখলুহ ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৪১৫

৬২. আল-কুরআন, ০৫ : ০১

www.pathagar.com

যেনতেন কাজ মহান আল্লাহর অপছন্দনীয়। কোন কাজ করতে হলে সুচারুভাবে সম্পন্ন করাই হচ্ছে ঈমানের অনিবার্য দাবী। কেননা মহান আল্লাহ এমনটিই পছন্দ করেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ".

আয়িশা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন কাজ করলে তা সুচারুভাবে করাকে পছন্দ করেন।[৬৩]

এ কর্মকাণ্ডের মূল বিষয় হচ্ছে শ্রমের বিনিময়ে বেতন। যদি শ্রমই দেয়া না হয়, তাহলে বেতন কোন বিনিময় ছাড়াই গ্রহণ করা হলো যা কোনভাবেই বৈধ হওয়ার সুযোগ নেই। বরং তা হবে বাতিল পন্থায় সম্পদ ভক্ষণেরই নামান্তর। চুক্তি অনুযায়ী শ্রম দিয়ে বেতন নেয়া বৈধ। এ চুক্তি লংঘন করে অন্যভাবে অর্থ গ্রহণ অর্থ আত্মসাতেরই শামিল। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ.

আব্দুল্লাহ ইবন বুরায়দা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমরা তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছি তার বিনিময়ে দেয়া অর্থ তার জন্য হালাল রিযক স্বরূপ, এ ছাড়া যা সে গ্রহণ করবে তা হবে আত্মসাৎ।[৬৪]

বেতনের বিনিময়ে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ মূলত উক্ত কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করাকে আমানত হিসেবে গ্রহণ করারই নামান্তর। যদি সে দায়িত্ব যথাযথ পালন না হয়, তাহলে তা হবে আমানতেরও খিয়ানত। আর আমানাতের খিয়ানত তো কবীরাহ গুনাহের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং শ্রম ব্যতীত বেতন গ্রহণ নিঃসন্দেহে হারাম। কোন তাকওয়া লালনকারী মুসলিম কাজে ফাঁকি দিয়ে বেতন গ্রহণ করতে পারে না। সঠিকভাবে তাকওয়া অবলম্বনকারী মূলত পরিশ্রম করেই পারিশ্রমিক গ্রহণ করে।

৮.৭ লটারি ও জুয়াতে অংশ গ্রহণ

ইসলামী অর্থনীতির মূল দর্শন হচ্ছে বিনিময় ও শ্রমবিহীন কোন কিছুই বৈধ নয়। এ দু'য়ের অনুপস্থিতির কারণে লটারি ও জুয়া হারাম বলে গণ্য।

---

[৬৩]. ইমাম বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ আস-সাঈদ বাসয়ূনী যাগলূল, অধ্যায় নং ৩৫, পরিচ্ছেদ : আল-আমানাত ..., বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১০, হাদীস নং-৫৩১৩; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ*, রিয়াদ : দারুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-১১১৩

[৬৪]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-খারাজ, পরিচ্ছেদ : ফী আরযাকিল উম্মাল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৯৪৫; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ আবূ দাউদ*, হাদীস নং-২৯৪৩

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, নিশ্চয় মদ, জুয়া (লটারি), প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৬৫]

এখানে মহান আল্লাহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে 'মায়সির'কে পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। জুয়া ও লটারিও মূলত মায়সিরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ দু'টি হারাম। এর মাধ্যমে যা উপার্জিত হয় তাও হারাম। বর্ণিত হয়েছে-

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ... কেউ যদি তার বন্ধুকে বলে, আমি তোমার সাথে জুয়া খেলব, তাহলে তার সাদাকা দেয়া উচিত।[৬৬]

যে মাল দিয়ে জুয়া খেলার কথা বলা হয়েছিল সেই মাল অথবা পাপ মোচনের জন্য যে কোন মালের সাদাকার কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। যাই হোক লটারি ও জুয়া হারাম এ দুয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থও হারাম। অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমেই এ দুটি থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

৮.৮ অনৈসলামিক ব্যাংকিং

ব্যাংকিং জগতে অনৈসলামিক পদ্ধতি বর্জন করে তাকওয়াভিত্তিক ব্যাংকিং খাতের চর্চা করা যায় সে লক্ষ্যেই বিগত শতাব্দির ষাটের দশকে ইসলামী ব্যাংকের পদযাত্রা শুরু হয়। আধুনিক যুগে প্রতিনিয়ত আমাদেরকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ব্যাংকিং কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হয়। অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এ ব্যাংকিং কার্যক্রম তাকওয়া অনুশীলনকারী একজন মুসলিমের জন্য অবশ্যই শারী'আহ সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমাজের প্রচলিত ব্যাংকসমূহ সুদী কারবার করে। ইসলামী শারী'আর কোন ধার ধারে না। ইতঃপূর্বের সুদের আলোচনায় ইসলামের দৃষ্টিতে ও কুরআন সুন্নার আলোকে এর অপকারিতা ও ভয়াবহতা উপস্থাপিত হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকিং জীবনে অনৈসলামিক সুদী ব্যাংকিং পরিহার করা একজন মুত্তাকী মুসলিমের তাকওয়া ও ঈমানের অনিবার্য দাবী।

৮.৯ কৃপণতা

ইসলামী অর্থনীতি একটি বাস্তবসম্মত ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি। এখানে কৃপণতা ও অপব্যয় উভয়কেই শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ইসলামে কৃপণতাকে একটি

---

[৬৫] আল-কুরআন, ০৫ : ৯০

[৬৬] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইসতিসান, পরিচ্ছেদ : কুল্লু লাহভিন বাতিল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৯৪২

www.pathagar.com

কুৎসিত ও কদাকার অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. কৃপণতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।[৬৭] মহান আল্লাহ কৃপণতার শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ﴾

আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে।[৬৮]

কৃপণতা জাহান্নামকে অনিবার্য করে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ... وَلاَ بَخِيلٌ.

আবূ বকর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,..কৃপণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৬৯]

কৃপণতা ধ্বংসকে অনিবার্য করে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ « إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا.

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. এ বলে বক্তৃতা দিলেন যে, তোমরা কৃপণতা থেকে বাঁচো, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা কৃপণতার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর তারা কৃপণতা করেছে।[৭০]

কৃপণের জন্য ফেরেশতারা ধ্বংসের বদদু'আ করতে থাকেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলতে থাকেন, দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপর জন বলতে থাকেন, কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।[৭১]

---

৬৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আদ-দাওয়াত, পরিচ্ছেদ : আত-তা'আওউয্ মিন আরযালিল উমুর, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬০১০

৬৮. আল-কুরআন, ০৩ :১৮০

৬৯. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির ওয়াস সিলাহ, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফিল বাখীল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৬৩; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف)

৭০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আশ-শুহ্হ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৭০০; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬৯৮

৭১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তা'আলা ফা আম্মা মান আতা ওয়াত্তাকা ওয়া সদ্দাক্বা বিল হুসনা..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৭৪

www.pathagar.com

হাদীসের ভাষায় কৃপণ আল্লাহ, জান্নাত ও মানুষ থেকে দূরে অবস্থান করে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « السَّخِىُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِىٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, দাতা আল্লাহ, জান্নাত ও মানুষের নিকটে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান করে। আর কৃপণ আল্লাহ, জান্নাত ও মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটে অবস্থান করে। দানশীল মূর্খ ইবাদাতকারী কৃপণের চেয়ে আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়।[৭২]

মুমিনের জন্য কৃপণতা শোভনীয় নয়। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ : الْبُخْلُ وَسُوءُ الخُلُقِ.

আবূ সাঈদ আল-খুদরী রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মু'মিনের মধ্যে দু'টি অভ্যাস কখনো একত্রিত হয় না। কৃপণতা ও খারাপ চরিত্র।[৭৩]

কৃপণ নিজকে যতই লাভবান মনে করুক না কেন, আসলে সে নিজের ক্ষতি নিজেই করে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

﴿ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾

অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করছে। তবে যে কার্পণ্য করছে সে তো নিজের প্রতিই কার্পণ্য করছে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত।[৭৪]

সুতরাং ইসলাম কৃপণতাকে ঘৃণা করে। যিনি তাকওয়া লালন করেন, তিনি অবশ্যই কৃপণতাকে পরিহার করে দানশীলতার গুণ অর্জন করবেন এটাই স্বাভাবিক।

৮.১০ অপচয়

অপচয় একটি অর্থনৈতিক ব্যাধি। আমাদের সমাজের অনেকেই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা অপচয় ও অপব্যয়কে নিষেধের লক্ষ্যে ইরশাদ করেন,

﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾

আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।[৭৫]

---

[৭২] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির ওয়াস সিলাহ, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফিস সাখাই, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৬১; হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল (ضعيف جدا)

[৭৩] ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির ওয়াস সিলাহ, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফিল বাখীল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৬২; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف)

[৭৪] আল-কুরআন, ৪৭ : ৩৮

www.pathagar.com

তিনি আরো নিষেধ করেন এই বলে যে,

﴿ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৭৬]

সুতরাং অপচয় ও অপব্যয় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ। আমাদের জীবনযাত্রার অনেক উপদানের ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই অপব্যয় করে থাকি। পোশাক, খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, গাড়ী, বাড়ী প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেটুকু আমাদের জন্য যথেষ্ট, তার চেয়েও বেশী করে আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ করি। মূলত এ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্তি যা আমরা করছি তাই অপচয়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের পক্ষ হতে এ ধরনের অপচয় হওয়ার সুযোগ থাকে না। সুতরাং অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার অনুপস্থিতির কারণে এ সব বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক অপরাধ সম্প্রসারিত হয়। অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের পক্ষে এ সব অপরাধ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব, যা তাকওয়াহীনদের থেকে আশা করা যায় না।

৯. উপসংহার

অর্থনৈতিক জীবনের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা একজন মানুষ থেকে তখনই আশা করা যায়, যখন তার লেনদেন, আয়-উপার্জন ও ব্যয়-খরচ মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়ার অনুভূতি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হয়। এমনটি হলে স্বার্থের উন্মুক্ত হাতছানি, বড় লোক হয়ে আরাম-আয়াসের লোভলালসা, ভোগবিলাসের উন্মত্ত প্রতিযোগিতা ও যে কোনভাবে ধনী হওয়ার প্রবল বাসনা তাকে আর বিপথগামী করতে পারে না। অর্থনৈতিক দিক থেকে পথভ্রষ্ট একজন মানুষের মধ্যে আর হিংস্র পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। যে কোনভাবেই হোক অন্যের অধিকার পদদলিত করে নিজের স্বার্থ রক্ষাই হয় তার একমাত্র সাধনা। শত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সমাজে রক্তের বন্যা প্রবাহিত করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা চাই এমন একটি আলোকিত সমাজ, কলুষমুক্ত জনপদ, প্রত্যেকে নিজস্ব অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা প্রদানকারী লোকালয়। আল্লাহর শপথ, এ জন্য অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অবলম্বনকারী জন গোষ্ঠীর কোন বিকল্প নেই। সেজন্য আসুন, আমরা নিজেরাও অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অবলম্বন করি। অন্যকেও তাকওয়া অবলম্বনের আহ্বান জানাই। সকলে মিলে অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অবলম্বনের পরিবেশ তৈরী করি।

---

৭৫. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭

৭৬. আল-কুরআন, ০৬ : ১৪১, আল-কুরআন, ০৭ : ৩১

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৪

বর্গাচাষ : ইসলাম ও বর্তমান সমাজ

ড. শেখ মোঃ ইউসুফ*
কামরুজ্জামান শামীম**

[**সারসংক্ষেপ :** *মানুষ সামাজিক জীব। আদিম কাল থেকে মানুষ ধনী-দরিদ্র, ভূস্বামী-ভূমিহীন ও সামর্থ্যবান-নিঃস্ব নির্বিশেষে একই সমাজে বসবাস করছে। আল্লাহ তাআলা সমাজের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সমাজের ধনী শ্রেণি দরিদ্র শ্রেণির সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে নিজেদের সম্পদের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। আর দরিদ্র শ্রেণি নিজেদের শ্রম দিয়ে ধনীদের সম্পদ সংরক্ষণে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করে থাকে। ফলে উভয় শ্রেণি একে অন্যের অঙ্গ স্বরূপ। এক শ্রেণি ছাড়া অন্য শ্রেণির কল্পনাই করা যায় না। ভূস্বামীরা নিজে বা শ্রম নিয়ে নিজেদের ভূমি আবাদ করে থাকে। অথবা উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদানের শর্তে ভূমি আবাদ করিয়ে থাকে। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ প্রদানের শর্তে যে চাষাবাদ করা হয়, একে বর্গাচাষ বা ভাগচাষ বলে। এ প্রথা অতীত কাল থেকেই আমাদের সমাজে চলে এসেছে। ইসলাম এ পদ্ধতিকে শুধু উৎসাহিতই করেনি; বরং জমি পতিত না রেখে চাষাবাদ করানোর ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়েছে। তবে বিধানগতভাবে এ পদ্ধতির বৈধতার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে উক্ত বিষয়টির সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।*]

বর্গাচাষের পরিচয়

বর্গা অর্থ হচ্ছে ভাগে ফসল উৎপাদনের জমি; ঐরূপ জমির বন্দোবস্ত; যে ব্যবস্থাপনায় জমির মালিক ফসলের নির্দিষ্ট ভাগ পেয়ে চাষিকে জমি চাষ করতে দেয়।[১] এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে, "مزارعة" (মুযারা'আ)। এটি "زرع" (যার'উন) শব্দমূল থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে জমি চাষাবাদ করা, বীজ বপন করা[২], ভাগে কৃষিকাজ, বর্গাচাষ।[৩]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** প্রভাষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১১, পৃ. ৮৩৫

২. কামিল ইসকান্দর হুশাইমার তত্ত্বাবধানে রচিত, *আল-মুনজিদ ফিল লুগাতি ওয়াল আলাম*, বৈরূত : দারুল মাশরিক, ২০০০, পৃ. ২৯৭

৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান (আল-মুজামুল ওয়াফী)*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৯৯০

www.pathagar.com

আল-মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থে মুযারা'আ-এর সংজ্ঞায় এসেছে

المزارعة: طريقة لاستغلال الأراضي الزراعية باشتراك الالك والزارع في الاستغلال، و يقسم النتائج بينهما بنسبة يعينها العقد أو العرف

মুযারা'আ হচ্ছে ফসলে জমির মালিক ও চাষির অংশীদারিত্বের শর্তে কৃষি জমি আবাদের একটি পদ্ধতি। যেখানে উৎপন্ন ফসল দুজনের মধ্যে চুক্তি বা প্রচলিত রীতি অনুসারে বন্টন হয়ে থাকে।[৪]

হিদায়া গ্রন্থে মুযারা'আ-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে

المزارعة هي عقد على الزرع ببعض الخارج

মুযারা'আ একটি চুক্তি, যা উৎপন্ন ফসলের অংশবিশেষ প্রদানের শর্তে সম্পাদিত হয়।[৫]

মোটকথা, নির্ধারিত হারে উৎপন্ন ফসল ভাগ করে নেয়ার শর্তে ভূস্বামী কর্তৃক তার জমি অপর ব্যক্তিকে চাষাবাদ করতে দেয়াকে মুযারা'আ (ভাগচাষ, বর্গাচাষ) বলে।

বাংলাপিডিয়ায় বলা হয়েছে,

বর্গা প্রথা চাষাবাদের ক্ষেত্রে ভূমি মালিক এবং কৃষকের মধ্যে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উৎপাদন বন্টনের একটি ব্যবস্থা।[৬]

বাংলাদেশের ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশে বর্গাচাষ-এর যে পরিচয় দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ:

কোন ব্যক্তি যখন কোন জমির মূল মালিকের নিকট হতে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঐ জমি হতে ফসলের ভাগ দেয়ার শর্তে জমি চাষাবাদ করে তখন ঐ ধরনের চাষাবাদকে বর্গাচাষ বলে।[৭]

ভূমির মালিকানা

আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই আপন কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। তাই সবকিছুর একচ্ছত্র মালিকানা তারই। আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾

আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর।[৮]

---

৪. ইবরাহীম মুসতাফা ও অন্যান্য, *আল-মুজামুল ওয়াসিত*, ইস্তাম্বুল : দারুদ দা'ওয়াহ, ১৯৮৯, পৃ. ৩৯২

৫. বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী, *আল-হিদায়া*, বৈরূত : দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৯০৭, খ. ৪, পৃ. ৯৭

৬. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, খ. ৬, পৃ. ৩১৪

৭. *ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪*, অধ্যাদেশ নং ১০, ধারা নং ২

৮. আল-কুরআন, ২ : ২৫৫

www.pathagar.com

ভূমির মালিকানাও একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿ إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

নিশ্চয় এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।[৯]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যমীনে তার প্রতিনিধি নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের একের উপর অন্যের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।[১০]

সুতরাং যমীনে বান্দার মালিকানা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে নির্ধারিত থাকবে। মানুষ সবকিছু তার নামে ভোগ করবে এবং উপকার ভোগ করবে।

ভূমি কাজে লাগানোর তাগিদ

কোন ব্যক্তি যখন কোন ভূমির মালিকানা লাভ করে, তখন ঐ ভূমিকে যথাযথ কাজে লাগানো তার একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়ে। সে হয়ত ঐ ভূমি চাষ করে ফসল লাভ করবে বা গাছপালা লাগিয়ে ফল হাসিল করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।[১১]

জমি অনাবাদি রাখার পরিবর্তে একে আবাদ করার জন্য হাদীস শরীফেও তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন,

﴿مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ﴾

কোন মুসলিম যে বৃক্ষ রোপণ করে অথবা যে ফসল উৎপাদন করে এবং তা হতে পাখি, মানুষ ও পশু যা খায় তা তার জন্য সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে।[১২]

---

৯. আল-কুরআন, ৭ : ১২৮

১০. আল-কুরআন, ৬ : ১৬৫

১১. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫

১২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুয যার' ওয়াল গারস, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ৪৪৬, হাদীস নং-২৩২০

www.pathagar.com

যদি নিজে চাষাবাদ না করে তাহলে অন্য লোককে চাষাবাদের জন্য ঐ ভূমি দিয়ে দিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশনা রয়েছে যে, ভূমি পতিত না রেখে নিজে চাষাবাদ করবে। আর যদি নিজে চাষাবাদ না করে তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে দিবে। সে তা চাষাবাদ করে উপকৃত হবে। যেমন তিনি বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

যার জমি আছে সে যেন নিজে চাষ করে, বা তার ভাইকে ভোগ করতে দিয়ে দেয় আর নয়ত পরিত্যক্ত রেখে দেয়।[১৩]

উক্ত হাদীসে "আর নয়ত পরিত্যক্ত রেখে দেয়" কথাটি একটি হুমকিমূলক বক্তব্য। কারণ জমি পরিত্যক্ত রাখা সম্পদ বিনষ্ট করার শামিল। অন্য একটি হাদীসে রাসূল স. নিজে সম্পদ বিনষ্ট করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।[১৪] কাজেই তিনি এখানে জমি পরিত্যক্ত রেখে তা নষ্ট করার নির্দেশ দিতে পারেন না। অতএব ভূমি মালিকের সামনে এই দুটি পন্থাই কেবল থাকে। এক. নিজে চাষ করা, দুই. অপর ভাইকে তা চাষ করতে দেয়া। যদি কেউ নিজের মালিকানা জমি তিন বছর আবাদ না করে ফেলে রাখে, তাহলে সরকার উক্ত জমি নিয়ে নিতে পারবে। 'উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

مَنْ أَحْيَى أَرْضٍ مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِيْنَ

যে ব্যক্তি জমি (চাষাবাদ না করে) চতুর্দিকে সীমানা-নিশানা স্থাপন করে ফেলে রাখবে, তিন বছর পর ঐ জমিতে তার অধিকার থাকবে না।[১৫]

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, কোন ব্যক্তির এক খণ্ড জমি রয়েছে, সে যদি তা চাষ না করে তিন বছর ফেলে রাখে, তাহলে অন্য কোন সম্প্রদায় সে জমির হকদার সবচেয়ে বেশী।[১৬]

আর যদি সরকারি ভূমি হয়, তাহলে সরকার সকল অনাবাদী জমি আবাদ করতে বাধ্য। ইসলামের পঞ্চম খলীফা হিসেবে খ্যাত উমর বিন আব্দুল আযীয রহ. তাঁর কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিতেন যে,

---

১৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, পরিচ্ছেদ : মাকানা আসহাবুন নাবিয়্যি স. ইউয়াসী বা'দুহুম বা'দান, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬, হাদীস নং-২২১৬

১৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-আকযিয়া, পরিচ্ছেদ : আন-নাহয়ু আন কাছরাতিল মাসায়িল মিন গাইরি হাজাহ, বৈরূত : দারুল জীল, হাদীস নং-৪৫৮০

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .... وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ».

১৫. ইমাম যায়লা'ঈ, *নাসবুর রায়াহ,* কায়রো : দারুল হাদীস, ١٩٨٠, খ. ৬, পৃ. ১৯৪, হাদীস নং-২০৩

১৬. ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ,* বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৭৯, পৃ. ৬৫

www.pathagar.com

انظر ما قبلكم من أرض الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصف، وما لم تزرع فأعطوها بالثلث، فإن لم تزرع فأعطوها حتى تبلغ العشر، فإن لم يزرعها أحد فامنحها، فإن لم يزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين، ولا تبتزن قبلك أرضا

দেখুন, আপনার এলাকায় যদি কোন সরকারি জমি অনাবাদ থাকে, তবে আপনি তা চাষিদের মধ্যে অর্ধেক বর্গা হিসেবে লাগাবেন। যদি চাষিগণ তা এরূপে গ্রহণ না করে তবে তে-ভাগাতে লাগাবেন (একভাগ সরকার পাবে), যদি তারা তাও না করে, তবে দশ ভাগাতে লাগাবেন (একভাগ সরকার পাবে) যেমন ওশরী জমিনে হয়। যদি এভাবেও কেউ চাষ না করে, তবে কাউকে তা মুফতে দিবেন (যাতে জমি আবাদ হয়)। যদি কেউ তা মুফতেও গ্রহণ না করে তবে তা সরকারি ব্যয়ে আবাদ করবেন। কখনো আপনার এলাকায় কোন জমি অনাবাদে ফেলে রাখবেন না।[১৭]

ভূমি ব্যবহার নীতি

ক. ভূমির মালিক কর্তৃক চাষাবাদ

জমির মালিক নিজেই বা নিজ তত্ত্বাবধানে দিনমজুর রেখে জমি চাষাবাদ করবে। আর এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ স. এর বড় বড় সাহাবীদের কৃষি কারবার ও বাগান রচনার ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاه

যার অতিরিক্ত জমি আছে তার উচিত তা নিজে চাষাবাদ করা অথবা তার কোন ভাইকে দিয়ে চাষাবাদ করানো।[১৮]

খ. উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার শর্তে কাউকে ভূমি চাষ করতে দেয়া

জমির মালিক এমন ব্যক্তিকে ভূমি চাষাবাদের জন্য দেবে, যার নিজের যন্ত্রপাতি, বীজ ও জন্তু রয়েছে। এমন শর্তে যে, উৎপন্ন ফসলের উভয়ের সম্মত নির্দিষ্ট পরিমাণ যেমন অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সে পাবে। এ ধরনের ব্যবস্থাকে ভাগে জমি চাষ বা বর্গাচাষ বলা হয়। যেমন নবী স. নিজে ইয়াহুদীদেরকে খায়বারের জমি অর্ধেক ফসলের শর্তে চাষ করতে দিয়েছিলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

---

১৭. ইয়াহইয়া বিন আদম, *কিতাবুল খারাজ*, অধ্যায় : আল-খারাজ, পরিচ্ছেদ : উনজুর মা কাবলাকুম মিন আরদিস সাফিয়া ..., কায়রো : জামিউল আযহার, ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং-১৮৭

১৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : কারাউল আরদ, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭, হাদীস নং-৪০০৪

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ স. উৎপন্ন ফসল বা ফলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে খায়বারবাসীদের সাথে কারবার করেছেন।[১৯]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, আনসারগণ নবী স. কে বললেন, আপনি আমাদের এবং তাদের (মুহাজিরদের) মাঝে খেজুরের (বাগান) বন্টন করে দিন। তিনি বললেন,

لا قَالَ يَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ وَيُشْرِكُونَنَا فِي الثَّمْرِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

না! বরং তাঁরা আমাদের শ্রমে সাহায্য করবে এবং উৎপন্ন খেজুরের মাঝে আমাদের অংশীদার করে নেবে। তখন তারা বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।[২০]

গ. নির্ধারিত নগদ টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাউকে চাষাবাদ করতে দেয়া

জমির মালিক কাউকে প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী নির্ধারিত টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমি চাষাবাদ করতে দেবে। চাষাবাদকারী উৎসন্ন ফসল সম্পূর্ণ নিয়ে নেবে এবং জমির মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ দিয়ে দেবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

তিন ব্যক্তি চাষাবাদ করতে পারবে : ১. এমন ব্যক্তি যার জমি আছে, তাহলে সে নিজেই তা চাষাবাদ করবে; ২. এমন ব্যক্তি যাকে (চাষাবাদের জন্য) জমি দেয়া হয়েছে, সুতরাং সে তা চাষ করবে; ৩. এমন ব্যক্তি যে সোনা অথবা রূপার বিনিময়ে জমি গ্রহণ করেছে সে ব্যক্তি তা চাষাবাদ করবে।[২১]

ঘ. নিজে চাষাবাদ না করলে অন্য কোন ভূমিহীন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া

জমির মালিক যদি নিজে চাষাবাদ না করে, তাহলে জমি এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দেবে, যার যন্ত্রপাতি, বীজ ও পশু রয়েছে। উক্ত ব্যক্তি চাষাবাদ করে সমুদয় উৎপন্ন ফসল নিজে নিয়ে নেবে। জমির মালিক তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবে না। এভাবে ধারে জমি দেয়া অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লহ স. বলেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

যার জমি আছে সে যেন নিজে চাষ করে বা তার ভাইকে ভোগ করতে দিয়ে দেয়।[২২]

---

১৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-বুয়ু', অনুচ্ছেদ : আল-মুসাকাতু ওয়াল মু'য়ামালাতু বিজুযয়িম মিনাত তামারি ওয়ায যার', *আল-কুতুবুস সিত্তাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭, হাদীস নং-৪০৪৪

২০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : ফাদাইলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : ইকাউন্নাবিয়্যি বায়নাল মুহাজির ওয়াল আনসার, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬, হাদীস নং-৩৫৭১

২১. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-বুয়ু', অনুচ্ছেদ : আত-তাশদীদু ফী যালিকা (আল-মুযারা'), *আল-কুতুবুস সিত্তাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮০, হাদীস নং-৩৪০২

২২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-মুযারা'য়া, অনুচ্ছেদ : মাকানা আসহাবুন নাবিয়্যি স. ইউয়াসী বা'দুহুম বা'দান, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬, হাদীস নং-২২১৬

www.pathagar.com

বর্গা চাষাবাদের ইসলামী বিধান

সমাজে কিছু লোক আছে যাদের ভূ-সম্পত্তি রয়েছে। আর কিছু আছে যারা ভূমিহীন। সমাজের এই ভেদাভেদ আল্লাহ তা'আলাই সমাজের ভারসাম্য রক্ষার্থে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সমাজের ধনী ও গরীব এই শ্রেণিদ্বয় একে অন্যের পরিপূরক। ধনীদের ভূ-সম্পত্তিতে আল্লাহ তা'আলা নিঃস্ব ও অসহায় শ্রেণির জন্য অধিকার নির্ধারণ করে রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

তাদের সম্পদে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।[২৩]

তাই ধনীদের কর্তব্য তাদের অর্থ-সম্পদে নিঃস্ব-অসহায়দের অধিকার যথাযথভাবে তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। এটি কোনভাবেই ধনী শ্রেণি কর্তৃক অসহায় শ্রেণির উপর কৃপা নয়।

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম ভূস্বামী ও ভূমিহীন নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত বিধান দিয়ে এই শ্রেণিদ্বয়ের মাঝে সম্প্রীতির এক সেতুবন্ধন রচনা করে দিয়েছে। ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে যে, ভূস্বামী জমি পতিত না রেখে হয়ত সে নিজে আবাদ করবে নতুবা অন্যকে দিয়ে আবাদ করাবে। যেমন হাদীসে এসেছে,

مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاه

যার অতিরিক্ত জমি আছে তার উচিত তা নিজে চাষাবাদ করা অথবা তার কোন ভাইকে দিয়ে চাষাবাদ করানো।[২৪]

জমির মালিক নিজে বা দিনমজুর রেখে জমি চাষাবাদ করবে অথবা উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ যেমন অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ প্রদানের শর্তে এমন ব্যক্তিকে জমি চাষাবাদের জন্য দিয়ে দেবে যার যন্ত্রপাতি, জন্তু ও বীজ রয়েছে। এ ধরনের চাষাবাদ বর্গাচাষ নামে অভিহিত। ইসলাম এই ব্যবস্থাপনাকে শুধু বৈধ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং সমাজের বৃহৎ কল্যাণার্থে এ পদ্ধতির প্রচলনে উৎসাহ যুগিয়েছে। জমির মালিক যদি চাষিকে যন্ত্রপাতি, বীজ ও জন্তু দিয়ে দেয় তাও জায়েজ হবে। কিন্তু কতিপয় ইমাম এই পদ্ধতির বৈধতার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তাই এ বিষয়ে দুটি মত পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে দলীলসহ বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো:

---

২৩. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

২৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : কারাউল আরদ, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭, হাদীস নং-৪০০৪

www.pathagar.com

প্রথম মত

ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আহমাদ রহ.-এর মতে, মুযারা'আ বা বর্গাচাষ বৈধ। তাঁরা তাদের মতের সমর্থনে বিভিন্ন প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

প্রথমত : তাঁরা হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। সর্বপ্রথম তাঁরা খায়বারের জমি ভাগচাষে প্রদানের ঘটনা নিজেদের সমর্থনে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। মুসলমানরা যখন খায়বার এলাকা বিজয় করলেন, তখন সেখানকার ইয়াহুদীগণ নাবী স. এর নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন জানাল যে, তাদেরকে সেখানে বসবাস এবং ভূমি চাষাবাদের অনুমতি দেয়া হোক। তারা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক রাসূলুল্লাহ স. কে প্রদান করবে। নবী স. তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

রাসূলুল্লাহ স. উৎপন্ন ফল বা ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে খায়বারবাসীদের সাথে কারবার করেছেন।[২৫]

অন্যদিকে হিজরতের পর আনসারদের খেজুর বাগান রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক তাঁদের ও মুহাজিরদের মাঝে বন্টনের ঘটনাটিও মুযারা'আ বৈধতার প্রবক্তাগণের মতামতকে জোরালো করে। যখন মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত করে আসলেন, তখন আনসারগণ তাদের খেজুর বাগান তাদের ও মুহাজিরদের মাঝে ভাগ করে দেয়ার জন্য আবেদন জানালে রাসূলুল্লাহ স. উৎপন্ন ফসলের নির্ধারিত অংশ প্রদানের শর্তে ব্যাপারটি ফায়সালা করে দেন। যেমন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে,

قَالَتْ الأَنْصَارُ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ النَّخْلَ قَالَ لا قَالَ يَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ وَيُشْرِكُونَنَا فِي الثَّمَرِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

আনসারগণ নবী করীম স. কে বললেন, আপনি আমাদের এবং তাদের (মুহাজিরদের) মাঝে খেজুরের (বাগান) বন্টন করে দিন। তিনি বললেন, না। বরং তাঁরা আমাদের শ্রমে সাহায্য করবে এবং উৎপন্ন খেজুরের মাঝে আমাদের অংশীদার করে নেবে। তখন তারা বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।[২৬]

এ দুটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উৎপন্ন ফসলের নির্ধারিত অংশ প্রদানের শর্তে মুযারা'আ বা বর্গাচাষ বৈধ।

দ্বিতীয়ত : তাঁরা ইজমার মাধ্যমেও দলীল পেশ করে থাকেন যে, সাহাবীগণ রা. কথায় ও কাজে মুযারা'আর বৈধতার উপর একমত পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউই

---

২৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-মুসাকাত, অনুচ্ছেদ : আল-মুসাকাতু ওয়াল মু'য়ামালাতু বিজুযয়িন মিনাস সামারি ওয়ায যার', *আল-কুতুবুস সিত্তাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭, হাদীস নং-৪০৪৪

২৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : ফাদাইলুস সাহাবা, অনুচ্ছেদ : ইখাউন্নাবিয়্যি বায়নাল মুহাজির ওয়াল আনসার, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬, হাদীস নং-৩৫৭১

www.pathagar.com

এতে বিরোধিতা করেননি।[২৭] ইমাম বুখারী রহ. বর্গাচাষের সমর্থনে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "সহীহ আল-বুখারী" এর মধ্যে এ সম্পর্কীয় একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত করে মুহাম্মদ আল-বাকির বিন আলী বিন হুসাইন বিন আলী রা. এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, মদীনার এমন কোন ঘর ছিল না, যারা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে এই পন্থায় চাষাবাদ করেন নি। অতঃপর তিনি একদল সাহাবী ও তাবি'য়ীর নাম উল্লেখ করেছেন, যারা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয়ার শর্তে বর্গাচাষ করতেন বা করাতেন।[২৮] সুতরাং মুযারা'আর বৈধতা সাহাবীগণের কথা ও কাজের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল। আর এ পদ্ধতিটি পারস্পরিক সম্মতিপ্রাপ্ত একটি শরয়ী বিধান। পূর্ববতী এবং পরবর্তী ওলামাগণ এতে নির্দ্বিধায় আমল করেছেন।

তৃতীয়ত : তাঁরা কিয়াসের মাধ্যমেও প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে যে, মুযারা'আ মুদারাবার[২৯] মতই দু'পক্ষের এক পক্ষের সম্পদ তথা ভূমি এবং অন্য পক্ষের শ্রম তথা কৃষিকার্যের সমন্বয়ে সম্পাদিত একটি চুক্তি। মুদারাবার উপর কিয়াস করে মুযারা'আকে বৈধ আখ্যায়িত করা হবে। কারণ এতে জমির মালিক ও কৃষক উভয়েরই স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে। কেননা জমির মালিকের শ্রম তথা কৃষিকার্যের প্রয়োজন, অন্যদিকে কৃষকের ভূমির প্রয়োজন। সুতরাং এতে দুপক্ষেরই চাহিদা পূরণ হচ্ছে।[৩০]

"রাদ্দুল মুহতার" গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মুযারা'আ ইমাম আবূ হানীফা রা.-এর নিকট বৈধ নয়। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. প্রয়োজন বা চাহিদা বিবেচনায় এবং মুদারাবা কারবারের উপর কিয়াস করে মুযারা'আকে বৈধ মনে করেন। আর তাঁদের মতামতের উপর ভিত্তি করেই এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের ফতওয়া দেয়া হয়েছে।[৩১] ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. তার "আল-খারাজ" নামক গ্রন্থে স্বীয় অভিমত এভাবে তুলে ধরেছেন যে,

> আমি আল-মুসাকাত (খেজুর বা ফলের বাগানে বর্গাচাষ) এবং আল-মুযারা'আ (ফসলি ভূমি বর্গাচাষ) এ সবগুলোই জায়িয এবং বৈধ মনে করি। এই ব্যাপারটি

---

২৭. *আল-মাওসূ'য়াতুল ফিকহিয়্যা*, কুয়েত : ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তা. বি., খ. ৩৭, পৃ. ৪৮

২৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, অনুচ্ছেদ : আল-মুযারা'য়াতু বিশশাতরি ওয়া নাহবিহি, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬

২৯. মুদারাবাহ ঃ এক ধরনের অংশীদারিত্ব মূলক ব্যবসা, যেখানে একজন বা একপক্ষ (সাহিবুল মাল) মূলধন সরবরাহ করে এবং অপরপক্ষ ব্যবসায় অভিজ্ঞতা ও শ্রম নিয়োগ করে। দ্বিতীয় পক্ষকে 'মুদারিব' (ব্যবস্থাপক) বলা হয়। এ ধরনের ব্যবসায় যে মুনাফা উপার্জিত হয় তা দু পক্ষের মধ্যে পূর্বসম্মত হারে ভাগ হয়।

৩০. *আল-মাওসূ'য়াতুল ফিকহিয়্যা*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩৭, পৃ. ৪৯

৩১. *রাদ্দুল মুহতার*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ

www.pathagar.com

আমার নিকট মুদারাবা কারবারের অনুরূপ। মুদারাবা কারবারে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ লভ্যাংশ প্রদানের শর্তে অর্থ-সম্পদ দিয়ে থাকে। এখানে মোট লভ্যাংশের পরিমাণ জানা থাকে না। আর এ ব্যাপারটি সকল আলিমের নিকট বৈধ। সুতরাং ভূমি চাষাবাদের কারবার অর্থ-সম্পদ দিয়ে মুদারাবা কারবারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে পতিত ভূমি বা ফল বাগান উভয়ই এক সমান। এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বৈধ।[৩২]

দ্বিতীয় মত

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফী' রহ. মতে মুযারা'আ বা বর্গাচাষ বৈধ নয়। এ মতের প্রবক্তাগণ তাঁদের দাবীর সমর্থনে রাফি' বিন খাদিজ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. ভূমি ইজারাসহ অন্যান্য প্রথার অনুমোদন করেন নি। রাফি' বিন খাদিজ রা. বর্ণনা করেন,

كُنَّا نُحَاقِلُ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِى فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ

আমরা রাসূল স. এর যামানায় জমির মুহাকালা (ভাগে চাষাবাদ) করতাম। আমরা জমি এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে ইজারা দিতাম। ঘটনাচক্রে একদিন আমার এক চাচা এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ স. আমাদের এমন কাজ করতে নিষেধ করলেন, যা আমাদের জন্যে লাভজনক ছিল। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স. এর অনুসরণ আমাদের জন্য এর চেয়েও আরো কল্যাণকর। তিনি আমাদেরকে মুহাকালা (ভাগে চাষাবাদ) অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা নির্দিষ্ট খাদ্যের বিনিময়ে জমি ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। আর জমির মালিককে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সে যেন নিজে জমি চাষ করে বা অন্যকে দিয়ে চাষ করায়। তিনি জমি ইজারা দেওয়া ও অন্যান্য প্রথা অপছন্দ করেছেন।[৩৩]

দালিলিক পর্যালোচনা ও যুক্তি খণ্ডন

প্রথমত : রাফি' বিন খাদিজ রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. জমি ভাগে চাষ করতে নিষেধ করেছেন। যায়িদ বিন ছাবিত রা. রাফি' রা.-এর এই বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, মুযারা'আ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ছিল বিবাদ মীমাংসা করা। আর তা হচ্ছে যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যায়িদ বিন ছাবিত রা. বর্ণনা

---

৩২. ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, কায়রো : আল-মাতবা'য়াতুস সালাফিয়্যা ওয়া মাকতাবাতুহা, ১৩৮২ হি., খ. ১, পৃ. ৮৮

৩৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : কারাউল আরদি বিত তা'য়াম, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭, হাদীস নং-৪০২৭

www.pathagar.com

করেন, দু'জন আনসারী সাহাবী পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করে রাসূলুল্লাহ স. নিকট আসলেন। তখন তিনি বললেন,

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ قَوْلَهُ لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ

তোমাদের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে তোমরা শস্যক্ষেত্র কেরায়া বা ভাগচাষ হিসেবে প্রদান করো না।[৩৪]

এখানে দু'জন সাহাবীর পরস্পর ঝগড়ার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ স. তাদেরকে শস্যক্ষেত্র কেরায়া হিসেবে প্রদান করতে নিষেধ করে দেন। এমনকি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. রাফি' বিন খাদিজ রা.-এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেন, রাসূল স. নিষেধ করার কারণ ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর জিনিস বলে দেয়া। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ স. মুযারা'আ নিষিদ্ধ করেননি। বরঞ্চ তিনি মানুষকে নিজেদের মধ্যে ভূমি (মুযারা'আর ও মুহাকালার দ্বারা) আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক হৃদ্যতা বাড়ানো, একে অন্যের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা ও সহানুভূতিশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

যার জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষ করে বা তার এক ভাইকে ভোগ করতে দিয়ে দেয়।[৩৫]

আমর বিন দিনার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু উমর রা. কে বলতে শুনেছি যে, আমরা মুযারা'আ বা ভাগে জমি চাষাবাদে দোষের কোন কিছু মনে করি না। কিন্তু রাফি' বিন খাদিজ রা. কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ স. এ ধরনের কারবার করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর আমি এ সম্পর্কে তাউস রা. কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন যে, আমাকে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ স. এ ধরনের মু'য়ামালা নিষেধ করেন নি। বরঞ্চ তিনি বলেছেন,

لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا

তোমাদের কারো স্বীয় ভূমি বিনিময়হীন দান করা নির্দিষ্ট কোন বিনিময় গ্রহণ করে দান করার চেয়ে উত্তম।[৩৬]

দ্বিতীয়ত : রাফি' বিন খাদিজ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. এর মুযারা'আ নিষিদ্ধ করার কারণ তাঁর থেকে বর্ণিত অন্য আরেক হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। সে সময় লোকেরা চাষাবাদের জন্য জমি এ শর্তে প্রদান করত যে, পানির

---

৩৪. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, অনুচ্ছেদ : খালাফাহুল আওযায়ী 'আলা রিওয়াইয়াতিহী 'আন রাবি'য়া, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮০, হাদীস নং-৪৬৬০

৩৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, অনুচ্ছেদ : মাকানা আসহাবুন নাবিয়্যি স. ইউয়াসী বা'দুহুম বা'দান, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৬, হাদীস নং-২২১৬

৩৬. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ু', অনুচ্ছেদ : আল-মুযারা', *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮০, হাদীস নং-৩৩৯১

www.pathagar.com

উৎসের সম্মুখভাগের বা এর কিনারার অথবা কোন নির্দিষ্ট অংশে যে ফসল উৎপন্ন হবে তা জমির মালিক পাবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে দেখা যেত যে, জমির ঐ অংশের ফসল রক্ষা পেত, অন্য অংশের ফসল ধ্বংস হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ স. এরূপ প্রতারণাপূর্ণ পদ্ধতিতে জমি চাষাবাদ প্রদানে নিষেধ করেছেন। তবে উৎপন্ন ফসল উভয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে বন্টন হওয়ার শর্তে জমি চাষাবাদে কোন দোষ নেই। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হানযালা ইবনে কায়স রা. বলেন, আমি রাফি' বিন খাদিজ রা. কে জমি স্বর্ণ বা রূপার বিনিময়ে ইজারার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন,

> لاَ بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ
>
> এতে কোন দোষ নেই। তবে নবী স.-এর যামানায় লোকেরা খালের কিনারে ও পানি প্রবাহের মুখের স্থানে ফল-ফসল প্রদানের শর্তে চাষাবাদের চুক্তি করত কিংবা ফসল থেকে কিছু দেয়ার বিনিময় করত। পরে দেখা যেত এ অংশের ফসল নষ্ট হয়েছে, অন্য অংশের ফসল রক্ষা পেয়েছে অথবা এর বিপরীতটা হতো। আর লোকদের জন্যে এ পন্থা ভিন্ন জমি লাগানোর আর কোন নিয়ম ছিল না। এ কারণে তা নিষেধ করা হয়।[৩৭]

পূর্বোক্ত হাদীসের ভাষ্য মতে তৎকালীন সময়ে চাষাবাদের এক ধরনের ভুল ও বিভ্রান্তিকর পদ্ধতির প্রচলন ছিল। আর তা হচ্ছে, জমির মালিক চাষির উপর এই শর্ত চাপিয়ে দিত যে, নির্দিষ্ট জমির অংশে উৎপাদিত ফসল তাকে দিতে হবে এবং এ জন্য মালিক জমির সীমানাও নির্ধারণ করে দিত। এতে দেখা যেত সেই নির্দিষ্ট অংশেই কেবল ফসল ভাল হয়েছে এবং অন্য অংশের ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। অথবা এর বিপরীতও হতো। অথবা এমন শর্তে জমি বর্গা দেয়া হতো যে, জমির মালিক উৎপন্ন ফসলের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল নিয়ে নেবে। আর অবশিষ্ট ফসল বর্গাদার পাবে। এতে দেখা যেত ফসলের ফলন কখনো কম হওয়ার কারণে বর্গাদার কিছুই পেত না। সুতরাং এই পদ্ধতির চাষাবাদে ধোঁকা, প্রতারণা, ঠকবাজি ও অজ্ঞতার অবকাশ ছিল, যার দরুণ মালিক ও চাষির মাঝে ঝগড়-বিবাদের সৃষ্টি হতো। অন্যদিকে এতে কোন ধরনের ইনসাফ বা ন্যায়নীতির বালাই থাকতো না। অথচ ইসলামে সব ধরনের প্রতারণাপূর্ণ কাজ নিষিদ্ধ।[৩৮] এজন্যে রাসূলুল্লাহ স. এই পদ্ধতির চাষাবাদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মালিক ও চাষির সম্মতিতে উৎপন্ন

---

৩৭. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ', অনুচ্ছেদ : আল-মুযারা', *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮০, হাদীস নং-৩৩৯৪

৩৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-ঈমান, পরিচ্ছেদ : কওলুন নাবিয়্যি স. "মান গাশ্শানা ফালাইসা মিন্না", *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৫, হাদীস নং-১৬৪

www.pathagar.com

ফসলের নির্দিষ্ট অংশ যেমন অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ প্রদানের শর্তে যে চাষাবাদ হয়, তা রাসূলুল্লাহ স. নিষেধ করেননি। বরং রাসূলুল্লাহ স. নিজে খায়বারবাসীদের সাথে চাষাবাদের কারবার করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত।

ইমাম ইবনে কুদামা তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-মুগনী"-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, "মুযারা'আ একটি প্রসিদ্ধ কারবার। রাসূলুল্লাহ স. জীবনভর এর উপর আমল করেছেন। তারপর খোলাফায়ে রাশেদীন, তাঁদের পরিবার ও তাঁদের পরবর্তীগণ এ পদ্ধতিতে কারবার করেছেন। মদীনায় এমন কোন লোক অবশিষ্ট থাকেন নি যারা এই বিষয়টির আমল করেন নি। এমনকি নবী স.-এর পত্নীগণও এর উপর আমল করেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে ইজমা বা সর্বসম্মত রায় সাব্যস্ত হয়ে গেল।"[৩৯]

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ভাগে চাষাবাদ বৈধ সম্পর্কিত ইবনে উমর রা. কর্তৃক বর্ণিত খায়বারের ঘটনা সম্বলিত হাদীসটি ভাগে চাষাবাদ নিষিদ্ধ সম্পর্কিত রাফি' বিন খাদিজ রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা মানসুখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে? এই প্রশ্নের জবাবে ইবনে কুদামা তার রচিত "আল-মুগনী" গ্রন্থে বলেছেন যে, এ ধরনের বিষয় মানসুখ বা রহিত হতে পারে না। কেননা কোন জিনিস মানসুখ হতে হলে তা নবী স. এর জীবদ্দশায় হতে হবে। কিন্তু যে জিনিসটির উপর স্বয়ং নবী স. তিরোধান পর্যন্ত আমল করেছেন এবং পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনসহ সকল সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তীগণ কারো কোন বিরোধিতা ব্যতিরেকেই আমল করেছেন; সেটি কিভাবে মানসুখ হতে পারে? আর যদি রাসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় তা মানসুখ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন এর উপর আমল করেছেন? মুযারা'আ কেন্দ্রিক খায়বারের ঘটনা প্রসিদ্ধ হয়ে থাকা ও সাহাবায়ে কিরামের এর উপর আমল থাকার পরও কিভাবে মানসুখের বিষয়টি তাঁদের কাছে গোপন থেকে গেল? মানসুখের বর্ণনাকারী কোথায় ছিলেন যে, তাদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন নি। যেহেতু রাসূলুল্লাহ স. ও খোলাফায়ে রাশেদীন জীবনভর এর উপর আমল করেছেন এবং তাঁদের পরবর্তী সাহাবীগণ কোন ধরনের বিতর্ক ছাড়াই এর উপর আমল করেছেন সেহেতু এ ধরনের কারবার নিষিদ্ধ হতে পারে না এবং এতদ সংক্রান্ত হাদীসও মানসুখ বা রহিত হতে পারে না।[৪০]

মুযারা'আ বা বর্গাচাষ চুক্তির বৈধতার শর্তাবলী

মুযারা'আ চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। আর এ শর্তগুলো ভূমি মালিক, চাষি, বর্গাচুক্তি, নির্ধারিত মেয়াদ, চাষাবাদের ভূমি ও বীজসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকে। শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

---

৩৯. ইবনে কুদামা, *আল-মুগনী*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০৫, খ. ৫, পৃ. ৫৫৪

৪০. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৫৪; আস-সায়্যিদ আস-সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি., অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, অনুচ্ছেদ : ফাদলুল মুযারা'আ, খ. ৩, পৃ. ১৬৩

www.pathagar.com

১. **সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া :** চাষিকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে। সুতরাং পাগল বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির চুক্তি বৈধ হবে না। কেননা কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া শর্ত। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া শর্ত নয়। অনুমতিপ্রাপ্ত বালক বা ক্রীতদাসের চুক্তি বৈধ হবে।
২. **ফসলের ধরন বা জাত সুনিশ্চিত হতে হবে :** জমিতে কোন ধরনের চাষ হবে তা উভয় পক্ষের জানা থাকতে হবে। ফসলের ধরন বা জাতের পার্থক্যের কারণে উৎপন্ন ফসলের তারতম্য হয়ে থাকে। কোন জাতের বা ফসলের ফলন বেশি আবার কোনটির কম। যদি কম ফলন সম্পন্ন জাত বা ফসল নির্দিষ্ট করা হয়, তাহলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
৩. **জমি চাষের যোগ্য হওয়া :** জমি চাষের উপযোগী হতে হবে। কেননা অনেক জমি আছে যেখানে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না।
৪. **উৎপন্ন ফসলের বন্টনের পরিমাণ নির্ধারিত থাকা :** উৎপন্ন ফসল উভয় পক্ষের মাঝে কী পরিমাণে বণ্টিত হবে অর্থাৎ অর্ধেক হবে না এক-তৃতীয়াংশ হবে, সেই পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকতে হবে।
৫. জমির অবস্থান সুনির্দিষ্ট হওয়া : জমির অবস্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
৬. **বীজ সরবরাহকারী নির্দিষ্ট থাকা :** জমির মালিক বা চাষির মধ্যে কে বীজ সরবরাহ করবে তা নির্দিষ্ট থাকতে হবে।
৭. **চুক্তিপত্রে মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকা :** চুক্তিপত্রে ইজারার মেয়াদ সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। উক্ত মেয়াদের জন্য জমি বর্গাদারকে অবমুক্ত করে দিতে হবে এবং তাকে অবাধে প্রবেশাধিকার দিতে হবে।
৮. **কোন পক্ষই জমির নির্দিষ্ট অংশ থেকে মুনাফা নিতে না পারা :** মালিক বা বর্গাদার কেউই জমির নির্দিষ্ট অংশের উৎপন্ন মুনাফা এককভাবে ভোগ করতে পারবে না। বরং পুরো জমির উৎপন্ন ফসল উভয় পক্ষের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত হবে।[৪১]

মুযারা'আর পদ্ধতিগত প্রকারভেদ

মুযারা'আ বা বর্গাচাষে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। এগুলোর কোনটি বৈধ আবার কোনটি অবৈধ। নিম্নে তা তুলে ধরা হলোঃ

বৈধ প্রকারভেদ

- যদি এক পক্ষ জমি, বীজ এবং চাষাবাদের যন্ত্র সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ শ্রম দেয় তবে এক্ষেত্রে মুযারা'আ বৈধ হবে।
- জমি এক পক্ষ এবং অন্য পক্ষ সবগুলো সরবরাহ করে তাহলেও মুযারা'আ বৈধ হবে।

---

৪১. আল-কাসানী, *বাদায়ে'উস সানায়ে'*, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ

www.pathagar.com

- জমি এবং বীজ এক পক্ষ সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ শ্রম ও চাষাবাদের যন্ত্র সরবরাহ করে তাহলেও মুযারা'আ বৈধ হবে।
- এক পক্ষ জমি এবং চাষাবাদের যন্ত্র সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ শ্রম ও বীজ সরবরাহ করে এ অবস্থাতে মুযারা'আ প্রকাশ্য মত অনুযায়ী বৈধ হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এর নিকট বৈধ হবে।

অবৈধ প্রকারভেদ

- বীজ শুধু এক পক্ষ সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ অবশিষ্টগুলো সরবরাহ করে তাহলে এ অবস্থায় মুযারা'আ বৈধ হবে না।
- যদি কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে মুযারা'আ চুক্তির মাধ্যমে চাষাবাদ করে এবং তাদের মধ্যে কেউ জমি, কেউ শ্রম, কেউ যন্ত্রপাতি আবার কেউ বীজ সরবরাহ করে, তবে এ অবস্থাতেও মুযারা'আ বৈধ হবে না।
- চুক্তির মধ্যে এমন শর্ত থাকে যে, পক্ষদ্বয়ের একজন অর্ধেক বীজ এবং অন্যজন অবশিষ্ট অর্ধেক সরবরাহ করবে তাহলেও মুযারা'আ বৈধ হবে না।[৪২]

বর্তমান সমাজে বর্গাচাষ

শত শত বছর ধরে বর্গা প্রথা বাংলার গ্রাম-গঞ্জের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক সুসংবদ্ধ বিধি-ব্যবস্থা। গ্রামীণ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্গা প্রথার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে দুটি শ্রেণির সহাবস্থান চলে আসছে। একটি শ্রেণির হাতে রয়েছে অঢেল সম্পদ; যারা প্রাচুর্যময় ও বিলাসী জীবনযাপন করছে। আর অপর শ্রেণিটি সম্পদ হারা হয়ে শুধু কায়িক শ্রমের উপর টিকে আছে। এই দুটি শ্রেণির মাঝে বিরাজ করছে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

ধনিক শ্রেণি নিজেদের সম্পদে গরিব শ্রেণির শ্রমকে কাজে লাগিয়ে ইচ্ছামাফিক মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে। গরিব শ্রেণি নিজেদের সর্বস্ব শ্রম বিলিয়ে দিয়ে সামান্য পারিশ্রমিক নিয়ে কোন রকম কালাতিপাত করছে। পুঁজিপতিরা কারবারের মুনাফার সবটুকু নিজেদের ইচ্ছামত ভোগ করছে। আর শ্রমিকদের শ্রম দিয়েই সেখানে ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে। মুনাফার স্পর্শ তারা কখনো পাচ্ছে না। মুনাফা তাদের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। ফলে সম্পদের প্রাচুর্য ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ দুশ্রেণির মাঝে সৃষ্টি হয়েছে অসম ব্যবধান। কিন্তু আবহমানকাল থেকে চলে আসা বর্গা প্রথার মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ প্রথাও অন্যান্য কারবারের মত যৌথভাবে মালিকের পুঁজি তথা ভূমি এবং শ্রমিকের শ্রম নির্ভর একটি কারবার পদ্ধতি। কিন্তু এতে মালিকের সাথে শ্রমিক বা চাষির রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক এবং মুনাফা তথা উৎপন্ন ফসলেও মালিকের সাথে উৎপাদনকারী চাষির আছে অংশীদারিত্ব।

---

৪২. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

গ্রামে-গঞ্জে অনেক অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি রয়েছে যারা জমিতে গিয়ে নিজেরা কায়িক পরিশ্রম করে চাষাবাদ করে না। অথবা এমন ব্যক্তি যারা সাধারণত চাকরি, ব্যবসা বা অন্যান্য পেশায় জড়িত থাকার কারণে সরাসরি চাষাবাদ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা অসচ্ছল-ভূমিহীন ব্যক্তিদের দিয়ে উৎপন্ন ফসলের উভয়ের সম্মত পরিমাণে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চাষাবাদ করায়। অপরদিকে ভূমিহীন কিছু ব্যক্তি রয়েছে যারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থ বা জমির অভাবে চাষাবাদ করা বা ব্যাংকের দোরগোড়ায় পৌঁছা সম্ভব হয় না। তখন তারা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অন্যের জমি চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল থাকে। এমতাবস্থায় প্রচলিত বর্গা প্রথা পরস্পরের চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই সামাজিকভাবে স্বীকৃত এবং একে অপরকে সহযোগিতা করার এক অতি পুরনো ব্যবস্থা। পৃথিবীর সব অঞ্চলে কম বেশি এ প্রথার প্রচলন রয়েছে। বিশেষত বাংলাদেশে এমন কোন অঞ্চল খুঁজে পাওয়া যাবে না; যেখানে এরকম বর্গা প্রথা চালু নেই।

বাংলাদেশে প্রচলিত বর্গাচাষ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে যে কয়টি বর্গাচাষের ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা নিম্নরূপ:

ক. নগদ বা চুক্তি বর্গা: নগদ বা চুক্তি বর্গা নগদ অর্থের বিনিময়ে বর্গাদার বছরের শুরু থেকে চাষাবাদ শুরু করে দেয়। চাষি নিজের পছন্দ মতো সারা বছর বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ করে থাকে এবং উৎপন্ন ফসল এককভাবে ভোগ করে থাকে। এ চুক্তি এক বছরের জন্য হয়ে থাকে। এ জন্যে এ ব্যবস্থাকে অনেক জায়গায় "সনকড়ালি" বা "বছর চুক্তি" বলা হয়ে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বৈধ। আল্লামা আস-সায়্যিদ আস-সাবিক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ফিকহুস সুন্নাহ" -এর মধ্যে বলেছেন, "নগদ অর্থ বা খাদ্য সামগ্রী বা যে সব জিনিস সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়, এ সবের বিনিময়ে মুযারা'আ বা বর্গাচাষ বৈধ।"[৪৩] তিনি এ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে একটি হাদীস উপস্থাপন করেছেন। হানযালা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমি রাফি' বিন খাদিজ রা. কে বর্গাচাষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী স. এ কারবার করতে নিষেধ করেছেন। আমি আবার তাঁকে প্রশ্ন করলাম। তাহলে সোনা বা রূপার বিনিময়ে চাষাবাদ করা যাবে কিনা? জবাবে তিনি বললেন: সোনা-রূপার বিনিময়ে কারবার করাতে কোন দোষ নেই।"[৪৪] এ হাদীসের ভাষ্য মতে বোঝা গেল যে, নগদ অর্থের বিনিময়ে চাষাবাদ করা সম্পূর্ণ বৈধ।

---

[৪৩] আস-সায়্যিদ আস-সাবিক, ফিকহুল সুন্নাহ, প্রাগুক্ত, অধ্যায় : আল-মুযারা'আ, অনুচ্ছেদ : কারাউল আরদ বিন নাকদ, খ. ৩, পৃ. ১৬৫

[৪৪] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ু', অনুচ্ছেদ : কারাউল আরদ বিজ জাহাবি ওয়াল ফিদ্দাহ, *আল-কুতুবুস সিত্তাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭, হাদীস নং-৪০৪৩

www.pathagar.com

খ. ভাগচাষ বর্গা : ভাগচাষ ব্যবস্থায় জমির মালিক জমি প্রদান করে; আর চাষি ফসল উৎপাদনের পুরো খরচ বহন করে। উভয়পক্ষ উৎপন্ন ফসল আধাআধি করে ভাগ নেয়। এ জন্য অনেক স্থানে এ ব্যবস্থাকে "আধিয়া" বলা হয়। আবার কোন কোন অঞ্চলে জমির মালিক সার বা বীজের খরচ বহন করে থাকে। তখন জমির মালিক উৎপন্ন ফসলের দুভাগ এবং চাষি এক ভাগ পায়। এ ব্যবস্থাকে "তেভাগা" নামে অবহিত করা হয়। অঞ্চলভেদে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সর্বোপরি এ ব্যবস্থাপনা ভূমি মালিক ও ভূমিহীন উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা করার এক কার্যকর পদ্ধতি; এতে কোন সন্দেহ নেই।

এই পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আহমাদ রহ. মতে বৈধ। আর এ মতের উপরই হানাফী মাযহাবের ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে।[৪৫] অর্থাৎ হানাফী মাযহাব অনুসারে এ পদ্ধতি বর্গাচাষ করা বৈধ। ইতঃপূর্বে এই নিবন্ধেই এতদ সংক্রান্ত আলোচনা দলীল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

গ. ভাগে ফল চাষাবাদঃ বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে মুযারা'আ বা বর্গাচাষের মত ভাগে ফল চাষাবাদের প্রথাও চালু রয়েছে। বিশেষত উত্তর বঙ্গের বৃহত্তর রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে এই পদ্ধতিতে আম ও লিচু চাষাবাদের প্রচলন রয়েছে। অর্থাৎ একদল চাষি বাগান মালিকদের থেকে বাগান এক বছরের জন্য চুক্তি অনুযায়ী উৎপন্ন ফলের অংশ প্রদানের শর্তে লীজে নিয়ে নেয়। অতঃপর চাষি নিজ দায়িত্বে বাগানের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে এবং মেয়াদ শেষে ফল সংগ্রহ করার পর মালিককে তার নির্ধারিত অংশ প্রদান করে তার কাছে বাগান ফিরিয়ে দেয়। এ পদ্ধতিকে ইসলামী শরীয়তে "মুসাকাত" হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুসাকাতের (ভাগে ফল চাষাবাদ) শরয়ী বিধান মুযারা'আর (ভাগে জমি চাষাবাদ) বিধানের অনুরূপ। অর্থাৎ মুযারা'আর মত মুসাকাতের মধ্যেও ইমামদের মতভেদ রয়েছে। মুসাকাত মুযারা'আর ন্যায় ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আহমাদ রহ. মতে বৈধ এবং ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফী' রা. মতে মুসাকাত অবৈধ। মুসাকাতের বৈধতার পক্ষে-বিপক্ষে সেই দলীলগুলোই প্রযোজ্য হবে, যা উপরে মুযারা'আর ব্যাপারে সবিস্তারে উল্লিখিত হয়েছে।

উপসংহার

ইসলামে ভূমি অনাবাদি রাখা নিন্দনীয়। যার জমি আছে সে নিজে তার চাষাবাদ করবে অথবা অন্যের দ্বারা করাবে কিংবা তার কোন ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে তা চাষাবাদ

---

৪৫. *আল-মাওসূ'য়াতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৭, পৃ. ৪৮

www.pathagar.com

করতে দিবে এটাই ইসলামের বিধান। সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে এ কথা বলা যায় যে, ফসলের কোন নির্দিষ্ট অংশের ভিত্তিতে পারস্পরিক কৃষিকাজ সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা সমাজে এমন লোকও রয়েছে যারা বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে কিংবা বৃদ্ধ, পঙ্গু, অনাথ, শিশু ও বিধবা স্ত্রীলোক, যারা ভূমির মালিক হয়েও ঠিকমত জমি চাষ করতে পারে না। ফলে অনেক জমি অনাবাদি থেকে যায়। আর অন্যদিকে অনেক কর্মক্ষম লোকের ভূমি না থাকায় অথচ দক্ষতা ও প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কাজ করার সুযোগ পায় না। এতে সমাজে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। তাই ইসলামে মুযারা'আ বা বর্গাচাষকে বৈধ রাখা হয়েছে যাতে উভয়েই উপকৃত হয়।[৪৬]

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষ চাষাবাদের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। ভূস্বামীরা নিজেরা বা শ্রমিক নিয়োগ করে চাষাবাদ করছে। অথবা উৎপন্ন ফসলে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভূমিহীনদের দিয়ে আবাদ করাচ্ছে। এ ব্যবস্থাপনাকে বর্গাচাষ বা ভাগচাষ নামে অভিহিত করা হয়। কালক্রমে আজো এ পদ্ধতি আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে। এর ফলে একদিকে ভূস্বামী নিজেদের শ্রমের অভাবে জমি পতিত না রেখেও আবাদের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে ভূমিহীনরা নিজেদের জমি না থাকা সত্ত্বেও শ্রম ও উপকরণাদি দিয়ে অন্যের জমি আবাদ করে সুষ্ঠুভাবে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম হচ্ছে। এতে জমির মালিক ও চাষি উভয়ের মাঝেই নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠছে এবং মুনাফা তথা উৎপন্ন ফসলেও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হচ্ছে। ইসলাম এ ব্যবস্থাপনাকে শুধু বৈধ ঘোষণাই করেনি; বরং জমি পতিত না রেখে আবাদ করার জোর তাগিদ দিয়েছে। সর্বোপরি এ ব্যবস্থা গ্রামীণ সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের এক কার্যকর পদ্ধতি; তেমনি সমাজে একে অন্যের কল্যাণে পরস্পর সহযোগিতা করার এক চমৎকার পন্থা। একে অন্যের কল্যাণ বিধানে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি কুরআনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

> সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যকে সহায়তা করো না।[৪৭]

এই মূলনীতির আলোকে সবাই এগিয়ে আসলে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে ওঠবে এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

---

৪৬. ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান, ইসলামের দৃষ্টিতে বর্গাচার্ষ : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, এপ্রিল-জুন, ২০০৮, বর্ষ-৪, সংখ্যা-১৪, পৃ. ৯৬; ইসলামে বর্গাচাষ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান, *ইসলামে ভূমি ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩ খ্রি.

৪৭. আল-কুরআন, ৫ : ২

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৪

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন : পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম

ড. অনুপমা আফরোজ*

[**সারসংক্ষেপ :** *ইসলাম সাম্য, স্বাধীনতা, মানবীয় মর্যাদার বিষয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেনি। পুরুষের মত নারীও পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। যার মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী অর্থনীতির সকল শাখায় প্রয়োজনানুযায়ী নারীর স্বতন্ত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত। তারপরও নারীবাদীদের প্রত্যাশা সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার। অথচ সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার যৌক্তিক নয়, সম্ভবও নয়। কারণ সম্পত্তিতে সমান অধিকারের সাথে সাথে দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রেও সমান হওয়া যুক্তিযুক্ত। অথচ ইসলামে নারীরা পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই নারীদের কর্তব্য পুরুষের সমান অধিকার আদায়ের দাবি তুলে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ স.-এর বিধানকে অবমাননা না করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম তাদেরকে যে সকল অধিকার বা ক্ষমতা দিয়েছে তা সঠিকভাবে অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করা। তাহলেই নারীরা ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে। ইসলাম অর্থনীতির যেসকল শাখায় নারীর অধিকার প্রদান করেছে তা যেন সকলের নিকট অনুধাবনযোগ্য, অনুসরণীয় ও বাস্তবায়িত হয় সেই প্রত্যাশায় আলোচ্য প্রবন্ধে ক্ষমতায়নের পরিচয়, প্রকারভেদ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, ইসলামে নারীর অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা, ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রমাণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।*]

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনের মাত্রাও বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করছে। মানব সমাজের বিভিন্নরূপী প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে অর্থনৈতিক চাহিদাও প্রয়োজনের তুলনায় পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই প্রয়োজন পূরণ করতে মানুষ নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিতে, ধর্মের বিধান লঙ্ঘন করতে সামান্যতম দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে না। ফলে সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন প্রকার অনাচার, ধর্ম হয়ে পড়ছে মানুষের পোশাক ও বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

www.pathagar.com

সমাজের এরূপ পরিবেশের কারণে ধর্মের বিধান লঙ্ঘনের প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড থেকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। ধর্মীয় বিধান অমান্য করার এমনই এক বিষয় হচ্ছে উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষের সম অধিকার, যা কুরআন ও হাদীসের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামে নারী পরিপূর্ণরূপে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। যার মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম নারীকে অর্থ উপার্জন, অর্থ নিজ মালিকানাধীন রাখা, নিজস্ব ও বিভিন্ন প্রয়োজনে অর্থ ব্যয়, মোহর লাভ এবং পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পদে অধিকারী হওয়ার অধিকার প্রদান করে ক্ষমতায়িত করেছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্ষমতায়নের পরিচয়

ক্ষমতায়ন শব্দটির মূল শব্দ হলো 'ক্ষমতা'। যার অর্থ শক্তি, সামর্থ্য, পটুতা, দক্ষতা, যোগ্যতা, প্রভাব ইত্যাদি। আর যে ক্ষমতার অধিকারী হয় তাকে বলা হয় ক্ষমতাবান, ক্ষমতাশালী, শক্তিশালী, পটু, নিপুণ, প্রভাবশালী।[১] ইংরেজী Empower শব্দের অর্থ কাউকে ক্ষমতা অর্পণ করা, ক্ষমতা প্রদান করা ইত্যাদি।[২] আর ইংরেজী Empowerment শব্দের অর্থ 'ক্ষমতায়ন'। কোন বিষয়ে শক্তি, সামর্থ্য, পটুতা, দক্ষতা অর্জন ও প্রভাব বিস্তার করাকেই ক্ষমতায়ন বলা হয়।

ক্ষমতায়নের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষমতায়নের প্রকারভেদ করা যায়। যা নিম্নরূপঃ

ক. বিষয়ভিত্তিকভাবে ক্ষমতায়ন ৬ প্রকার। যেমনঃ

১. ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন,
২. পারিবারিক ক্ষমতায়ন,
৩. সামাজিক ক্ষমতায়ন,
৪. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন,
৫. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও
৬. আন্তর্জাতিক ক্ষমতায়ন।

খ. সংখ্যাগত দিক থেকে ক্ষমতায়ন দুই প্রকার। যথাঃ

১. একক ক্ষমতায়ন ও
২. যৌথ ক্ষমতায়ন।

---

১. প্রধান সম্পাদক : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (স্বরবর্ণ অংশ), সম্পাদক : শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ ও পরিমার্জিত সংস্করণ), *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩০১

২. Editor : Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, July 2005, p. 244

www.pathagar.com

গ. শক্তির তারতম্যের দিক থেকে ক্ষমতায়ন দুই প্রকার। যথা:
১. অসীম ক্ষমতায়ন (যা একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সংরক্ষিত) ও
২. সসীম ক্ষমতায়ন।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে অর্থের মালিকানা লাভ বা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া বুঝায়। অর্থাৎ ব্যক্তি অর্থ উপার্জন, মালিকানাধীনে রাখা এবং ব্যয় করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হলো এমন অবস্থা যেখানে ব্যক্তির উপার্জিত, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদের একচ্ছত্র মালিকানা, ভোগ-দখল ও ব্যয় করার অধিকার। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হলো নিজস্ব অধিকারপ্রাপ্ত সম্পদের উপর মৌলিক চূড়ান্ত ও অপরিসীম ক্ষমতা।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে Empowerment বা 'ক্ষমতায়ন' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ১৮৬০ এর সমসাময়িক সময়ে। অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন বোঝাতে যে শব্দের প্রাথমিক ব্যবহার শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে বেসরকারী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। বেসরকারী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে নারীর সামগ্রিক ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন ও নিরাপত্তা লাভের লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীর সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃতভাবে মতামত ব্যক্ত করার, পরিকল্পনা করার ও তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা প্রদানকে বুঝায়। এ লক্ষ্যেই ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা CEDAW (সিডও)।[৩] সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই সাথে জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করে বৈষম্যমূলক আচরণ অবসানের জন্য সনদে আহ্বান জানানো হয়েছে।[৪] সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে,

> নারীর প্রতি বৈষম্য অধিকারের সমতা ও মানব মর্যাদার প্রতি সম্মানের নীতির লঙ্ঘন ঘটায়; নিজ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষের মত সমান শর্তে নারীর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; সমাজ ও পরিবারের সমৃদ্ধির বিকাশ ব্যাহত করে এবং নিজ দেশ ও মানবতার সেবায় নারীর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ আরও কঠিন করে তোলে।[৫]

---

৩. জাতিসংঘ: নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, ইউনিসেফ।

৪. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের নারী : বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০২, পৃ. ২৬৩।

৫. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

তাই সর্বক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত ও বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। নিম্নে প্রবন্ধের বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল সিডও সনদের নারীসংক্রান্ত অর্থনৈতিক ধারাগুলি উল্লেখ করা হলোঃ

অনুচ্ছেদ - ১ : এই কনভেনশনে "নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অভিব্যক্তির অর্থ হবে, যেকোন ধরনের পার্থক্য, বিয়োজন অথবা প্রতিবন্ধক, যা লিঙ্গের ভিত্তিতে করা হয় এবং যার ফলে বা কারণে বৈবাহিক মর্যাদা নিরপেক্ষভাবে এবং নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে প্রাপ্য নারীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পৌর অথবা অন্যকোন ক্ষেত্রের মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি, উপভোগ অথবা অনুশীলনকে খর্ব করে।

অনুচ্ছেদ - ৩ : পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারী সমাজের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা অনুশীলন ও উপভোগের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নারীদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে যথাযুথ পন্থা অবলম্বন করবে।

অনুচ্ছেদ - ৮ : অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকেই নারীদেরকে আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনে কাজ করার সুযোগ সুনিশ্চিত করতে সকল প্রকার যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে।

অনুচ্ছেদ - ১১ :

১. নারী-পুরুষের সমতার নীতির ভিত্তিতে তাদের অভিন্ন অধিকার সুনিশ্চিত করতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদনের জন্য সকল প্রকার যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে, বিশেষভাবে :

- মানব সমাজের প্রতিটি সদস্যের কাজ করার অবিচ্ছেদ্য অপ্রতিরোধ্য অধিকারের অংশ হিসেবে নারীদের কাজ করার অধিকার;
- অভিন্ন নির্বাচন নীতিমালাসহ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ;
- বৃত্তি ও কর্ম পছন্দের অবাধ অধিকার, পদোন্নতি, কর্মের নিরাপত্তা এবং চাকরির সুবিধা ও শর্তেও সমতার অধিকার এবং শিক্ষানবিসকালসহ পেশাগত প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর পেশাগত প্রশিক্ষণ ও পৌণঃপুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার;
- সমমানের কাজের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধাসহ সমান মজুরী এবং সমআচরণ সেই সঙ্গে কাজের মানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমান দৃষ্টি পোষণ করা;
- অবসর জীবন, বেকারত্ব, অসুস্থতা, অসমর্থতা ও বার্ধক্য এবং কাজ করার ব্যাপারে অন্যান্য অক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার সেই সঙ্গে সবেতন ছুটির অধিকার;

www.pathagar.com

- প্রজনন ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার নিশ্চয়তাসহ কাজের শর্ত ও পরিবেশ স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক ও নিরাপদ হওয়ার অধিকার;

২. বিবাহ বা মাতৃত্বের কারণে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করা এবং তাদের কর্মের অধিকার কার্যকরভাবে সুনিশ্চিত করার জন্য অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ উপায় অবলম্বন করবেঃ

- গর্ভধারণ বা মাতৃত্বজনিত কারণে কর্মচ্যুতি, বিশেষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার শিকার হওয়াকে এবং বৈবাহিক কারণে চাকরিচ্যুত হওয়ার মত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে প্রতিহত করা;
- সবেতন মাতৃত্ব ছুটির প্রবর্তন অথবা পূর্ববর্তী কর্ম, পদমর্যাদা জ্যেষ্ঠতা কিংবা সামাজিক ভাতা ইত্যাদির হানি না করে সমতুল্য সামাজিক সুবিধার ব্যবস্থা করা;
- পারিবারিক কর্তব্য সম্পাদন, কর্মস্থলে অর্পিত দায়িত্ব পালন, সেই সাথে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণে সহায়তা করার প্রয়োজনে সামাজিক স্তরে পরিপূরক সেবাধর্মী ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা, বিশেষ করে শিশুদের তত্ত্বাবধানের সুযোগ-সুবিধামূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন করা;
- নারীদের জন্য ক্ষতিকর বা হানিকর হতে পারে, গর্ভধারণকালীন সময়ে তাদেরকে এমন কাজ থেকে বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩. এই অনুচ্ছেদের আওতায় নারীদের সুরক্ষার ব্যবস্থা সম্বলিত বিধিবিধান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আলোকে সময়ে সময়ে পুনর্বিবেচনা করা হবে এবং প্রয়োজনবোধে সংস্কার, বাতিল বা সম্প্রসারণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ - ১৩ : অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ নারী-পুরুষের সমতার নীতির ভিত্তিতে অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদনের জন্য সকল যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে। বিশেষ করে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তাদের সমতুল্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেঃ

- পারিবারিক সুযোগ সুবিধার অধিকার;
- ব্যাংক ঋণ, বন্ধক এবং অন্যান্য ধরনের আর্থিক ঋণের অধিকার;
- বিনোদনমুলক কর্মকান্ড, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অধিকার।

অনুচ্ছেদ -১৪ :

১. অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ, গ্রামীণ নারীগণ যে সকল বিশেষ সমস্যা মোকাবেলা করে এবং অর্থের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এমন অর্থনৈতিক কাজসহ পরিবারের অর্থনৈতিক সংগ্রামে টিকে থাকার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার কথা বিবেচনায়

www.pathagar.com

আনবে এবং গ্রামীণ অঞ্চলের নারীদের ক্ষেত্রে এই কনভেনশনে বর্ণিত ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নের সকল যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে।

২. নারী-পুরুষের সমতার নীতির ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ গ্রামীণ অঞ্চলের নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদনের জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মে তাদের অংশগ্রহণ এবং তা থেকে সুফল ভোগের নিশ্চয়তা বিধানের সকল উপায় অবলম্বন করবে, বিশেষ করে নারীদের নিম্নবর্ণিত অধিকারসমুহের নিশ্চয়তা বিধান করবেঃ

- কর্মসংস্থান অথবা আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থার মাধ্যমে সমভাবে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে স্বাবলম্বী ও সমবায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা;
- কৃষিকার্য, অর্থসংস্থান ও ঋণ, বাজারজাতকরণ সুবিধা, যথাযথ প্রযুক্তি এবং ভূমি ও কৃষিজমি পুনর্বিন্যাস সেই সঙ্গে ভূমি সংস্কার কার্যক্রমে সমান সুবিধা লাভ;

অনুচ্ছেদ - ১৬ :

১. বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য অপনোদনের জন্য অংগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমুহ সকল যথাযথ উপায় অবলম্বন করবে। বিনামূল্যে অথবা উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা, বিষয় সম্পত্তি অর্জন, পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, ভোগদখল এবং বিলিবন্টনের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমঅধিকার।[৬]

বিশ্বের অন্য যে কোন আন্তর্জাতিক দলিলের তুলনায় সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রভাব গভীর এবং স্থায়ী। ১৯৪৮ সালে গৃহীত হওয়ার পর থেকে এ ঘোষণাটি সর্বাধিক পরিচিত ও প্রচারিত দলীল। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে সমস্ত বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[৭] বিভিন্ন দেশের সংবিধান ও দেশীয় আইনেও সর্বজনীন মানবাধিকারের প্রভাব সুগভীরভাবে বিস্তৃত। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত এবং অনুন্নত দেশের সংবিধানে নারীর পক্ষে ঘোষিত মানবাধিকারসমুহ মর্যাদা সহকারে স্থান পেয়েছে।

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

জাহেলী যুগে নারীদের কোন অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। পিতার সম্পদে উত্তরাধিকার, নিজের উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করা, অন্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ ও ব্যবহার ইত্যাদির কোন কিছুতেই নারীর অধিকার স্বীকৃত ছিল

---

৬. গাজী শামছুর রহমান, *নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনশন (ভাষ্য সহ)*, ঢাকা : বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, জুন ১৯৯৪, পৃ. ১২-১২৮; এই সনদের উল্লেখিত সকল ধারা উক্ত গ্রন্থ থেকে চয়নকৃত।

৭. গাজী শামছুর রহমান, *মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার*, ঢাকা : বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, পৃ. ৩৩

www.pathagar.com

না। নারী নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু উপার্জন করতে বা ইচ্ছামত কোন কিছু ব্যয় করতে পারত না। সর্বপ্রথম ইসলামই নারীদেরকে পিতার সম্পদে উত্তরাধিকার ও উপার্জিত সম্পদ ভোগ দখল ও ব্যয়ের অধিকার দান করে তাকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও ক্ষমতাশালী করেছে। জাহিলী যুগে নারীদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে উমর রা. বলেন,

وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ

আল্লাহর শপথ! জাহিলী যুগে নারীদেরকে আমরা কোন মর্যাদাই দিতাম না। তারপর আল্লাহ কুর'আন নাযিল করলেন। তাদের ব্যাপারে যা নির্দেশ দেয়ার তা দিলেন এবং তাদের জন্য যে অংশ নির্ধারণ করার ছিল তা করলেন।[৮]

অর্থ উপার্জনের অধিকার

অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে স্বতন্ত্র অধিকার প্রদান করেছে। পুরুষ যেমন স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন ও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে, তেমনি একজন নারীও স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় করতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামী বা পিতা-মাতার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। স্বামীর কর্মের জন্য স্ত্রী বা স্ত্রীর কর্মের জন্য স্বামী দায়ী নয়। বরং নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে নিজ কর্মের জন্য দায়ী থাকবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾

কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না।[৯]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমারা প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[১০]

সুতরাং অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের যেমন স্বতন্ত্র অধিকার রয়েছে তেমনি উপার্জন হালাল বা হারামের ব্যাপারেও স্বতন্ত্র দায়বদ্ধতা রয়েছে।

ইসলাম নারীকে অর্থ উপার্জনের যে অধিকার দিয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-তালাক, পরিচ্ছেদ : ফিল ঈলা ওয়া ই'তিযালিন নিসা ওয়া তাখয়ীরিহিন্ন..., বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., হাদীস নং ৩৭৬৫

৯. আল কুর'আন, ৩৫:১৮; ১৭:১৫; ৩৯:৭; ৫৩:৩৮

১০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জুমু'আহ, পরিচ্ছেদ : আল-জুমু'আহ ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৪৮৫৩

www.pathagar.com

﴿ وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾

যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা কর না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আল্লাহ নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়েই জানেন।[১১]

ইসলাম নারীকে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। বরং অর্থ উপার্জনের জন্য নারী শরীয়ত নির্দেশিত যে কোন পেশা গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়েও নারীরা স্বহস্তে কাজ করে অর্থ উপার্জন করত। এ সম্পর্কে আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ

....আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে দীর্ঘ হাতের অধিকারিণী (অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বেশি দানশীল) ছিলেন যয়নাব বিনতে জাহাশ। কারণ তিনি স্বহস্তে কাজ করে উপার্জন করতেন এবং দান করতেন।[১২]

উল্লেখ্য যে, যয়নব রা. হস্তশিল্পে খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি চামড়া পাকা করতেন এবং তা সেলাই করে অর্থ উপার্জন করে আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন।[১৩]

অর্থ উপার্জনের জন্য নারী স্বাধীনভাবে যে কোন বৈধ পেশা গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়েও নারীরা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে অর্থ উপার্জন করতো। নারীরা ইসলামের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পেশা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যার মধ্যে কৃষিকাজ, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুধপান করানো, পশুচারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কারিগরী, শিক্ষকতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর স্ত্রী শিল্প ও কারিগরী জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। এ দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তিনি নিজের স্বামীর এবং সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। একদিন তিনি নবী স. কে বললেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرُهَا وَقَدْ شَغَلُونِي عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

---

১১. আল কুর'আন, ৪:৩২

১২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : ফাযায়িলুস সাহাবাহ, পরিচ্ছেদ : ফাযায়িলু যায়নাব উম্মুল মুমিনীন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৪৭০

১৩. ইবন হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, খ. ৪, পৃ. ২৯-৩০

www.pathagar.com

হে আল্লাহর রসূল! আমি কারিগরী বিদ্যায় দক্ষ একজন নারী। আমি বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে বিক্রি করি। (এ ছাড়া) আমার, আমার স্বামীর ও সন্তানদের আয়ের অন্য কোনো উৎস নেই। তারা আমাকে কর্মে ব্যস্ত করে রেখেছে এবং (তাদের কপর্দকশূন্য অবস্থার কারণে) আমি আমার আয়-উপার্জন থেকে সাদাকাও করতে পারি না। অতএব, (আমার আয় থেকে) তাদের জন্য খরচ করা হলে আমি কী কোনো পুরস্কার পাবো? নবী স. তাকে বললেন, তুমি যা তাদের (স্বামী ও সন্তানদের) জন্য ব্যয় করবে, তাতে তুমি পুরস্কার পাবে। কাজেই তুমি তাদের জন্য ব্যয় করো।[১৪]

একটি ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. খাওলা বিনতে ছা'লাবা রা.[১৫] কে তার স্বামী থেকে আলাদা থাকতে বললেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ স. কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

---

১৪. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ২৫, পৃ. ৪৯৪, হাদীস নং-১৬০৮৬; হাদীসটির সনদ হাসান।

১৫. খাওলা বিনতে ছা'লাবা রা.: বনু আওস গোত্রে খাওলা বিনতে ছা'লাবার জন্ম, তিনি নবী করীম স. এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। খাওলা রা. এর স্বামী আওস বিন সামিত ছিলেন কঠোর মেজাজের অধিকারী এবং বার্ধক্যের কারণে তার মেজাজ আরও তিক্ত ও কর্কশ হয়ে গিয়েছিলো।

জাহেলী যুগে বৈবাহিক সম্পর্ক ছেদ করার জন্য স্বামী তার স্ত্রীকে বলত- "তোমার পৃষ্ঠদেশ আমার মায়ের মত।" খাওলা বিনতে ছা'লাবাকে তার স্বামী উক্ত কথা বললে ফয়সালার জন্য তিনি নবী স. এর দরবারে হাযির হলেন এবং রাসূলুল্লাহ স. কে বললেন, 'আমি শপথ করে বলছি আমার স্বামী আমাকে রাগ করে একথা বলেছেন। তিনি আমাকে তালাক দেননি'। রাসূল স. বললেন, আমার মনে হয় তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছ। রাসূলুল্লাহ স. এর কথা শুনে খাওলা রা. দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তিনি হাত উঠিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ আমার জীবনের কঠিন তাকলীফ ও বিরহ বিচ্ছেদের অভিযোগ করছি। হে আল্লাহ আমার জন্য যা কল্যাণকর হয় তাই তোমার নবীর মারফত আমাকে জানিয়ে দাও।" আয়িশা রা. খাওলা রা. এর ফরিয়াদ দেখে আল্লাহর দরবারে কাঁদলেন। অতঃপর খাওলা রা. এর পক্ষেই আল্লাহ তা'আলা ফয়সালা করে দিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ- الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ-

"আল্লাহ শুনতে পেয়েছেন সেই মেয়ে লোকটির কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করেছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করেছে। আল্লাহ তোমাদের দু'জনেরই কথা-বার্তা শুনতে পেয়েছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তোমাদের মধ্যে যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারা যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। এই লোকেরা একটা অতীব ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে। আর আসল কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল ও মার্জনা কারী।"-আল কুর'আন, ৫৮ : ১-২

www.pathagar.com

আমার স্বামীর ব্যয় নির্বাহের কোন ব্যবস্থা নেই। আমি তার ব্যয় নির্বাহ করে থাকি। সে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিভাবে জীবন যাপন করবে?[১৬]

পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরেও নারীরা ঘরের বাইরে বের হতে পারতেন। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, উমর রা. সাওদা রা. কে ঘরের বাইরে দেখতে পেয়ে তাঁর সমালোচনা করলেন। সাওদা রা. ঘরে ফিরে আসলেন এবং নবী স. এর কাছে এ কথা বললেন। এর পরই ওহী নাযিলের লক্ষণ দেখা দিল। এ অবস্থা দূরীভূত হলেই সাওদা রা. কে ডেকে বললেন,

إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ

প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[১৭]

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি ইদ্দতের মধ্যে গাছ থেকে খেঁজুর কাটতে চাইলেন। কিন্তু একটি লোক তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি রাসূল স.-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। রাসূল স. বললেন,

بَلَى فَجُدِّى نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِى أَوْ تَفْعَلِى مَعْرُوفًا

বের হয়ে বাগানে যাও, তোমার খেজুর গাছ কাট। এই টাকা দিয়ে তুমি হয়ত দান খয়রাত করতে পারবে অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করতে পারবে।[১৮]

রাসূল স. এর সময়ে নারীরা কৃষিকাজও করতেন। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে,

আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যুবাইরকে যে জমি দিয়েছিলেন, আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম। আর এ জমির দূরত্ব ছিল দুই তৃতীয়াংশ ফারসাখ অর্থাৎ প্রায় দুই মাইল। একদিন আমি আমার মাথায় করে খেজুরের আঁটি বহন করে নিয়ে আসার সময় রসূলুল্লাহ স.-এর দেখা পেলাম এবং তাঁর সাথে এক দল আনসারী সাহাবীও ছিলেন। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁর উটের পেছনে বসাবার জন্য উটকে আখ আখ বললেন, যেন সে বসে পড়ে এবং আমি

---

১৬. যেহেতু খাওলা রা. ও তার স্বামীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল এ সম্পর্কিত সমাধান হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ স. তাদেরকে আলাদা থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ কারণেই খাওলা বিনতে ছা'লাবা রা. রাসূলুল্লাহ স. কে প্রশ্ন করেছিলেন। -মুহাম্মদ ইবনে সা'আদ, *আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২৭৬

১৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-তাফসীর, পরিচ্ছেদ : সূরা আল-আহযাব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৫১৭

১৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-তালাক, পরিচ্ছেদ : জাওয়াযু খুরুজিল মুতাদ্দাতিল বায়িন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৭৯৪

www.pathagar.com

আরোহন করতে পারি। আমি পুরুষদের সাথে একত্রে যাওয়াকে লজ্জাবোধ করতে লাগলাম।.... রসূলুল্লাহ স. বুঝতে পারলেন যে, আমি লজ্জা বোধ করছি। সুতরাং তিনি এগিয়ে চললেন।[১৯]

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে নারীরা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে অর্থ উপার্জন করতো।

রাসূল স. এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও নারীরা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতো। উমর রা.-এর খিলাফতকালে আসমা বিনতে মাখরামাহ রা. কে তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইব্নে আবু রাবীয়াহ ইয়ামান থেকে আতর পাঠাতো আর তিনি ঐ আতরের কারবার করতেন।[২০]

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, কায়লা রা. নাম্নী এক মহিলা সাহাবী নবী স. কে বললেন, إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي "আমি একজন মহিলা। আমি নানা প্রকার জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি (অর্থাৎ আমি ব্যবসায়ী)।" এরপর সে ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নবী স.-এর কাছ থেকে জেনে নিল।[২১]

প্রসিদ্ধ ইমাম আশহাব রহ. একবার এক দাসীর নিকট থেকে সবজি ক্রয় করলেন। তৎকালীন রীতি ছিল, সবজির মূল্য নগদ অর্থে পরিশোধ করার পরিবর্তে সবজি বিক্রেতাকে রুটি বা খাদ্য দেয়া। আশহাবের রহ. কাছে সেই মুহূর্তে রুটি ছিল না। তিনি দাসীকে বললেন, সন্ধ্যা বেলায় রুটি বিক্রেতার নিকট থেকে রুটি আসলে তুমি এসে নিয়ে যাবে। দাসী বললো, জনাব এটা তো না জায়েয। খাদ্য দ্রব্যের বেচাকেনার ক্ষেত্রে শরীয়ত তো তাৎক্ষণিকভাবে মূল্য পরিশোধ করতে আদেশ করেছে।[২২]

সুতরাং উক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, ইসলামে নারীদের ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার আছে এবং রাসূল স. এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে অনেক নারীই ব্যবসা বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করতো।

রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে দাস প্রথার প্রচলন থাকায় নারীরা এই পেশা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার কারণে তাদেরকে পশুচারণ করতে হতো। মু'আবিয়া ইবনে হাকাম আস্ সুলামী রা. থেকে বর্ণিত, "আমার

---

১৯. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আল-গীরাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৯২৬

২০. ইবনু 'আবদিল বার্, আল-ইস্তি'আব, খ.২,পৃ.৯৩

২১. ইমাম ইবনু মাজাহ্, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আত-তিজারাত, পরিচ্ছেদ : আস-সূম, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., হাদীস নং-২২০৪; হাদীসটির সনদ যঈফ।

২২. ইবনুল হাজ্জ, *আল-মাদখাল*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি., খ. ১, পৃ. ২১৫

www.pathagar.com

একজন দাসী ছিল। সে মদীনার পার্শ্ববর্তী উহুদ ও জাওয়ানিয়া এলাকায় আমার বকরী চরাতো। একদিন সে আমাকে জানালো যে, হঠাৎ একটি বাঘ এসে তার বকরীর পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেছে। আমি এমন একজন লোক যে অন্যদের মত শুধু আফসোস করলাম, তবে আমি তার গালে সজোরে একটি চপেটাঘাত করেছিলাম। পরে আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে গেলাম। তিনি আমার এ কাজকে গুরুতর বলে মনে করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেবো? তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বললো, আসমানে। তিনি অবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে? সে বললো, আপনি আল্লাহর রসূল! এরপর তিনি বললেন, সে মুমিন, তাকে মুক্ত করে দাও।"[২৩]

সাদ ইবনে মু'আয রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কা'ব ইবনে মালিকের এক দাসী সাল'আ পর্বতের পাদদেশে বকরী চরাতো। একটি বকরী হঠাৎ করে আহত হলে সে সেটিকে ধরে পাথর দ্বারা যবেহ করলো। এ বিষয়ে নবী স. কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা খেতে পার।"[২৪]

সুতরাং নারীদের যে পশুচারণের অধিকার আছে এবং রাসূল স.-এর সময়ে নারীরা পশুচারণ করতেন তা উক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। তাই বলা যায়, ইসলাম নারীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার যে অধিকার দান করেছে, রাসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে তা যথাযথভাবে ব্যবহার করে উপার্জিত অর্থ দ্বারা নারীরা যেমন পরিবারের কল্যাণ সাধন করেছে তেমনি সমাজেরও প্রভূত কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

---

[২৩] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-মাসাজিদ, পরিচ্ছেদ : তাহরীমুল কালামি ফিস সালাতি ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৮৬

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ.... وَكَانَتْ لِى جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِى قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّى صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَىَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ « ائْتِنِى بِهَا ». فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا « أَيْنَ اللَّهُ ». قَالَتْ فِى السَّمَاءِ. قَالَ « مَنْ أَنَا ». قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ « أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ».

[২৪] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আয-যাবয়িহ ওয়াস সইদ, পরিচ্ছেদ : যাবীহাতুল মারআতি ওয়াল আমাতি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৮৬

عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه و سلم فقال (كلوها)

www.pathagar.com

সম্পদের মালিকানা লাভ

মাল বা সম্পদ বলতে এমন বস্তু বা বিষয়কে বুঝায় যার উপযোগিতা রয়েছে এবং যার উপর মানুষের অধিকার শরীয়ত ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। মাল বা সম্পদ দুই ধরনের হতে পারে। যেমন, বস্তুগত ও অবস্তুগত। বস্তুগত সম্পদ হচ্ছে ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা, ভূমি, দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি। আর অবস্তুগত সম্পদ হচ্ছে, সকল প্রকারের সৃজনশীলতা, শিল্পকর্ম ইত্যাদি। আর মালিকানা শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিকার সম্বন্ধীয় দাবি। মাল বা সম্পদের মালিকানা বলতে বুঝায় সম্পদের অধিকার। সংজ্ঞাগত দিক থেকে কোন মাল দখলে রাখার, ব্যবহার করার, ভোগ করার, দান করার, বিক্রয় করার অধিকারকেই মালিকানা বলে। আর সম্পদের অধিকারী হওয়াকেই সম্পদের মালিকানা বলে। তাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ জীবন-যাপন, পরিবারের ভরণ-পোষণ, সন্তানের শিক্ষা, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা, রোগ-শোকে চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য সম্পদের মালিক হতে চায়। তাই ইসলাম পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও সম্পদ উপার্জনের অধিকার প্রদানের সাথে সাথে সম্পদের মালিকানা লাভের অধিকার প্রদান করেছে। শরীয়ত সম্মত বৈধ পন্থায় যে কোন ব্যক্তি যে কোন মাল বা সম্পদের মালিকানা লাভ করতে পারে এবং বৈধ কারণ ছাড়া তাকে উক্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন বিধান ইসলামে নেই। সম্পদের মালিকানা লাভের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তোমরা তার লালসা কর না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আল্লাহ নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়েই জানেন।[২৫]

ইসলাম নারীদের সম্পদের মালিকানা লাভের পাশাপাশি ভোগ-ব্যবহারের অধিকার, অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার অধিকার, সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরের অধিকার, মালিকানা স্বত্ব রক্ষা করার অধিকার প্রদান করেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে শুনে পাপ পথে গ্রাস করার জন্য বিচারকের কাছে পেশ করো না, অথচ তোমরা জান যে এরকম করা বৈধ নয়।[২৬]

---

২৫. আল কুর'আন, ৪:৩২

২৬. আল কুর'আন, ২:১৮৮

www.pathagar.com

সুতরাং নারী যে সম্পদ উপার্জন করে বা উত্তরাধিকার সূত্রে পায় তা নিজ মালিকানায় রাখার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং উক্ত সম্পদ নারীর অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করা বা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া পিতা বা স্বামীর জন্য ইসলামসম্মত নয়। তবে নারী যদি স্ব-ইচ্ছায় পরিবারের জন্য ব্যয় করতে চাই তা স্বতন্ত্র বিষয়।

ভরণ-পোষণ প্রাপ্তি

নারী বিবাহের পূর্বে পিতা, বিবাহের পর স্বামী এবং বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান এই তিন শ্রেণীর অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে জীবন অতিবাহিত করে। তাই মাতা, স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণ[২৭] প্রদানের প্রতি ইসলাম অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সন্তান যতদিন নিজে উপার্জনক্ষম না হবে ততদিন পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণ দেয়ার দায়িত্ব পরিবারের।[২৮] শুধু ভরণ-পোষণ প্রদান নয় বরং সন্তানের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পিতা-মাতা উভয়ের। ইসলামের বিধান অনুযায়ী কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তান একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতার নিকট থাকবে। কিন্তু বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সন্তান তার ইচ্ছামত পিতা বা মাতা যে কোন একজনের সাথে বসবাস করতে পারবে। তবে সন্তান যেখানেই থাকুক তার ভরণ-পোষণ সহ যাবতীয় ব্যয়ভার পিতাকেই বহন করতে হবে।[২৯] একাধিক সন্তান থাকলে তাদের মধ্যে ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করতে হবে। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল স. বলেছেন,

مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

---

২৭. ভরণ-পোষণ শব্দের আরবী 'নাফাকা'। এর অর্থ- পরিবারের ব্যক্তিবর্গের জন্য যা ব্যয় করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায়, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন ও চাকর-বাকরের অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যয়ভার বহন করাকে 'নাফাকা' বা ভরণ-পোষণ বলে। -মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবিদীন, *হাশিয়াতু আলাদ দুররিল মুখতার শারহি তানবীরুল আবছার*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩২৮ হি., খ.১, পৃ. ৬২৮; সাইয়্যিদ আবু জাবির, *আল-কামুছ আল-ফিকহি*, করাচি : ইরাদাতুল কুর'আন ওয়া উলুমুল ইসলামিয়া, তা.বি., পৃ. ৩৫৭

২৮. বস্তুত সন্তানের পিতা-মাতার সঙ্গে জন্মের সম্পর্ককে বংশ পরিচয় বা ইসলামী বিধানে 'নসব' বলা হয়। এর ভিত্তি হল একজন পুরুষ ও একজন নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক। মূলত 'নসব' এর মাধ্যমে পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সন্তান বংশ পরিচয় ও সম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করে। এই সম্পর্কের কারণেই ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়। -নূরুল মু'মিন, *মুসলিম আইন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃ. ৪০৪

২৯. গাজী শামসুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, খ. ১, ধারা-৩৯৭, ৩৯৮, ৪০৬, ৪০৭

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন অথবা দু'টি কন্যা লালন-পালন করে এবং তাদের ভাল স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দেয়, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে, তাদের জন্য জান্নাত নির্দিষ্ট রয়েছে।[৩০]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو هكذا وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

যে ব্যক্তি তার দু'টি কন্যাকে বালেগা হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে এভাবে আগমন করবে। তখন তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো একত্রিত করে দেখালেন।[৩১]

সন্তানের ভরণ-পোষণ প্রদানের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করা বা অবহেলা করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারো উপর বর্তাবে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাহলে সে গোনাহগার হবে।[৩২]

অপর এক হাদীসে আছে,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

যাদের খাওয়া-পরার কর্তৃত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে এ কাজই তার বড় গুণাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[৩৩]

সুতরাং সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, নিজস্ব উপার্জন না করা বা মেয়েদের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণ দান করা পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ইসলামে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ প্রদানের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বামীর উপর অর্পিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾

সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে স্ত্রী পরিজনের জন্য ব্যয় করবে। আর যার আয় সীমিত সে আল্লাহর দেয়া সম্পদ অনুসারে খরচ করবে।[৩৪]

---

৩০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : ফী ফাযলি মান 'আলা ইয়াতামা, বৈরূত : দারুর কিতাবিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-৫১৪৯

৩১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, পরিচ্ছেদ : ফাযলুল ইহসান ইলাল বানাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৮৬৪

৩২. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : ফী সিলাতির রহিমি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬৯৪; হাদীসটির সনদ হাসান। আল-আলবানী, *সহীহ আবূ দাউদ*, হাদীস নং-১৪৪২

৩৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : ফাযলুন নাফাকাতি 'আলাল 'ইয়াল ওয়াল মামলুক ওয়া ইছমু মান যায়্যা'আহুম..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩৫৯

৩৪. আল কুর'আন, ৬৫:৭

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি দুধ পান করানোর পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর পিতার কর্তব্য হল তাদের যথাবিধি ভরণ-পোষণ দান করা। কাউকে তার সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বভার দেয়া হয় না। কোন মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং কোন পিতাকেও তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর উত্তরাধিকারীদের উপরও অনুরূপ কর্তব্য। আর মাতা-পিতা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে যদি দুধ পান বন্ধ রাখতে চায়, তবে তাতে তাদের কোন পাপ নেই। বিধিমত সাব্যস্তকৃত বিনিময় প্রদান করে কোন ধাত্রী দিয়ে যদি তোমরা নিজেদের সন্তানদের দুধপান করাতে চাও তাতেও কোন পাপ নেই। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।[৩৫]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ...وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহর উপর ভরসা করেই তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহর কালেমা দ্বারাই তোমরা তাদের থেকে দাম্পত্য অধিকার লাভ করেছ। তোমাদের উপর অধিকার হলো এই যে, তোমরা তাদের খোরাক ও পোশাকের সুবন্দোবস্ত করবে।[৩৬]

রাসূলুল্লাহ স. আরও বলেছেন,

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ....وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

---

৩৫. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩

৩৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হাজ্জ, পরিচ্ছেদ : হুজ্জাতুন নাবী স., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০০৯

www.pathagar.com

হে লোকসকল! তোমরা স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। কেননা, তারা তো তোমাদের নিকট বন্দীর মত।... তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো এই যে, তোমরা তাদের জন্য খোরাক ও পোশাকের উত্তম ব্যবস্থা করবে।[৩৭]

আর স্ত্রীদের যথাযথ বাসস্থানের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾

তোমরা সামর্থ্যানুযায়ী নিজেরা যেরূপ গৃহে বাস কর, স্ত্রীদের বসবাসের জন্যও তদ্রূপ গৃহের ব্যবস্থা করে দাও। তাদের কষ্ট দিয়ে জীবন সংকটাপন্ন কর না।[৩৮]

জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ স. কে একবার জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার কী? রাসূলুল্লাহ স. বললেন,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

তুমি যখন খাও, তখন তাকেও খেতে দিবে আর তুমি যখন কাপড় পরিধান কর, তখন তাকেও কাপড় পরিধান করতে দিবে।[৩৯]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মাওলানা খলীল আহমদ বলেন,

اى يجب عليك اطعام الزوجة وكسوها عند قدرتك عليها لنفسك-

স্ত্রীর খোরাক ও পোশাক যোগাড় করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য, যখন তিনি এগুলোর ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন।[৪০]

আর আল্লামা আল খাত্তাবী রহ. বলেন,

فى هذا ايجاب النفقة والكسوة لها – ليس فى ذلك حد معلوم وانما هو على العرف وعلى قدر وسع الزوج – واذا جعله النبى صلعم حقا لها فهو لازم حضر او غاب–وان لم يجده فى وقته كان دينا عليه الى ان يوديه اليها كسائر الحقوق الواجبة

এই হাদীস স্ত্রীর খোরাক-পোশাকের ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর উপর ওয়াজিব করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন সীমা নির্দিষ্ট করা নেই। প্রচলিত নিয়মানুসারে তা করতে হবে। আর করতে হবে স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী। রাসূলে করীম স. যখন

---

৩৭. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আর রাযা', পরিচ্ছেদ : হাক্কুল মারআতি 'আলা যাওযিহা, বৈরূত : দারু ইহ্ইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-১১৬৩। হাদীসটির সনদ হাসান।

৩৮. আল কুর'আন, ৬৫:৬

৩৯. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : হাক্কুল মারআতি 'আলা যাওজিহা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৪৪। হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ। আল-আলবানী, *সহীহ আবূ দাউদ*, হাদীস নং-১৮৭৫

৪০. আবূ ইবরাহীম খলিল আহমাদ, *বযলুল মজহুদ*, রিয়াদ : দারুল লিউয়া লিন নাশর ওয়াত তাওযী, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ৪৪

www.pathagar.com

একে অধিকার বলেছেন, তখন স্বামীর তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। সে উপস্থিত থাকুক আর অনুপস্থিত। সময়মত আদায় করতে না পারলে তা স্বামীর উপর অবশ্য আদায় যোগ্য একটা ঋণ হয়ে থাকবে। যেমন অন্যান্য হক বা অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে।[৪১]

পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয় এবং উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন তাদের মৌলিক অধিকার পুরণ করার দায়িত্ব সন্তানের। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾

আমি মানুষকে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেন এবং দুই বছর পর্যন্ত তাকে স্তন্য দান করে থাকেন। সুতরাং শোকর গুজারী কর আমার এবং তোমার মাতা-পিতার। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।[৪২]

কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বল। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।[৪৩]

সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার হক বা অধিকার সম্পর্কে এক হাদীসে উল্লেখ আছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

---

৪১. আল্লামা আল খাত্তাবী, *মা'লিমুস্ সুনান*, হালাব : মাতবাউল ইলমিয়্যাহ্, তা. বি., খ. ২, পৃ. ২২১

৪২. আল কুর'আন, ৩১:১৪

৪৩. আল কুর'আন, ১৭:২৩-২৪

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসুল! আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।[৪৪]

সুতরাং একথা বলা যায় যে, সন্তানের (ছেলে কিংবা মেয়ে) ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতা-মাতার আর স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রী যদি নিজে উপার্জন করে তারপরও সে স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারী। আর পিতা-মাতা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হলে তাদের ভরণ-পোষণ প্রদানের দায়িত্ব সন্তানের। অতএব, নারী হিসেবে মাতা, কন্যা, স্ত্রী, অবিবাহিত বোন সকলেরই ভরণ-পোষণ প্রদান করা পুরুষের দায়িত্ব।

পরিত্যক্ত সম্পদে নারীর অংশ

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী সকল ধর্মেই বঞ্চিত ছিল।[৪৫] একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীকে স্ব উপার্জিত বা অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার দান করেছে। প্রাক ইসলামী যুগে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের উপর নারীদের কোন অধিকার ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের মত নারীর অধিকারও নির্ধারিত করে দিয়েছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾

পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হউক বা বেশিই হউক, (উভয়ের জন্য এর) সুনির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।[৪৬]

---

৪৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-আদাব, পরিচ্ছেদ : মান আহাক্কুন নাসা বিহুসনিস সুহ্বাতি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৬২৬

৪৫. ইসলামের মীরাস আইন প্রবর্তনের পূর্বে আরব-অনারব জাতিসমূহের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে চলতো নানা ধরনের জুলুম ও অত্যাচার। মুশরিকদের নিয়মে পিতার বড় ছেলে সকল সম্পত্তির মালিক হতো। মেয়েরা ও ছোট ছেলেরা হতো সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। আবার কোন কোন জাতির নিয়মে এতিম বালক-বালিকা ও নারীগণ মীরাসের বিষয়ে কোন অংশই পেত না। -মুফতী মোহাম্মদ শফি, অনুবাদঃ মুহিউদ্দিন খান, *তাফসীরে মা'আরিফুল কুর'আন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০, খ. ২, পৃ. ৩৪৮

৪৬. আল-কুরআন, ৪:৭

www.pathagar.com

নিম্নে আল কুরআনের আলোকে পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীর অংশ তুলে ধরা হলো:

স্ত্রীর অংশ

স্বামীর মৃত্যু হলে তার পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে স্ত্রী উত্তরাধিকারী হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, তাহলে তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তোমাদের কোন সন্তান থাকে, তাহলে তারা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে।[৪৭]

কন্যার অংশ

পিতার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তিতে কন্যা উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করে । এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (অংশ পাওয়ার) ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান পাবে, আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই এর অধিক হয়, তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ অংশ পাবে, আর একটি মাত্র কন্যা থাকলে অর্ধেক অংশ পাবে।[৪৮]

বোনের অংশ

কোন ব্যক্তি পিতৃ-মাতৃহীন এবং পুত্র-কন্যাহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে 'কালালা'[৪৯] বলা হয়। এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির যদি মাত্র একজন বোন জীবিত থাকে, তাহলে সে পরিত্যক্ত মোট সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর দুই বা ততোধিক বোন থাকলে, তারা সকলে মিলে পাবে মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। আর যদি বোনের সাথে ভাই জীবিত থাকে তাহলে প্রত্যক বোন ভাইয়ের অর্ধাংশ পাবে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে বোনের অংশ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

---

৪৭. আল-কুরআন, ৪:১২

৪৮. আল-কুরআন, ৪:১১

৪৯. 'কালালা' শব্দের অর্থ পিতা-পুত্রহীন অর্থাৎ যার পিতা-মাতা ও পুত্র-কন্যা প্রভৃতি কেউই বিদ্যমান না থাকে, তাকেই 'কালালা' বলে। আবার যে সকল উত্তরাধিকারী পিতা-মাতা অথবা পুত্র-কন্যার বংশধর নয়, তারাও 'কালালা' নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

হে নবী! লোকে আপনার নিকট (উত্তরাধিকার) বিধান জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন বোন (সহোদর বা বৈমাত্রেয়) থাকে, তবে সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে এবং এ ব্যক্তি বোনের সম্পত্তিরও উত্তরাধিকার হবে। যদি মৃত বোনের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি বোন দুইজন হয় তবে তারা ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাই বোন উভয় থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দুইজন নারীর অংশের সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে এ আশংকায় আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।[৫০]

মা একজন কিন্তু পিতা দুইজন অর্থাৎ মায়ের অন্য স্বামীর ঔরসের কন্যা সন্তানকে বৈপিত্রেয় বোন বলা হয়। বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ন্যায় বোনও সম্পত্তিতে অংশীদার হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ ﴾

যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতা-মাতাহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেকে পাবে ৬ ভাগের এক ভাগ অংশ। তারা যদি তদপেক্ষা বেশী হয় তবে তারা সকলে একত্রে ৩ ভাগের ১ ভাগ অংশের অংশীদার হবে।[৫১]

মায়ের অংশ

মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মায়ের অংশ নির্ধারিত রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾

মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে পিতা-মাতা অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক অংশ। আর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে মাতার প্রাপ্য এক-তৃতীয়াংশ। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে, তাহলে মাতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ।[৫২]

---

৫০. আল কুর'আন, ৪:১৭৬

৫১. আল কুর'আন, ৪:১২

৫২. আল কুর'আন, ৪:১১

www.pathagar.com

মোহর

ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুসারে বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে যে সম্পদ নগদ প্রদান করে বা পরবর্তীতে প্রদানের অঙ্গীকার করে তাকে 'মোহর'[৫৩] বলে। 'মোহর' স্ত্রীর জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে নির্ধারিত একটি বিশেষ অধিকার। বিবাহের সময় নারীকে দেয়ার জন্য যে অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারণ করা হয় তাই মোহর। আল কুর'আনে মোহর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

বিয়ের মাধ্যমে যে নারীরা তোমাদের জন্য হালাল হবে তাদেরকে দিয়ে দাও নির্ধারিত মোহর। মোহর ধার্য করার পর তোমরা স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে যদি এর পরিমাণ কম-বেশী করে নাও, তাতে দোষের কিছু নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।[৫৪]

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মোহরের বিনিময়েই স্ত্রীর উপর স্বামী অধিকার লাভ করে থাকে এবং মোহর পরিশোধ করা স্বামীর জন্য ফরয।

স্বামীর জন্য স্ত্রী বৈধ হওয়ার অপরিহার্য বিনিময় মাধ্যম হলো মোহর এবং এটি পরিশোধ করা স্বামীর উপর ফরয। কিন্তু শরীয়তে এর কোন পরিমাণ বিতর্কহীনভাবে নির্ধারিত নেই। তবে উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে মোহরের পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যা পরিশোধ করা স্বামীর জন্য কষ্টকর না হয় আবার স্ত্রীর অধিকার অক্ষুণ্ন থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾

যদি তোমরা সহবাস বা মোহর ধার্য করার পূর্বে স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, তবে কোন পাপ হবে না। কিন্তু তাদেরকে যথাসাধ্য উপযুক্ত খরচপত্র দিবে; সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তি তার সাধ্যমত এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ্যানুযায়ী খরচপত্র দানের ব্যবস্থা করবে। এটি সত্যপরায়ণ লোকদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।[৫৫]

বিবাহের সময় মোহরের যে চুক্তি করা হয় তা পূর্ণ করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। এটা স্বামীর জন্য এমন এক দায়িত্ব যা থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই, তবে স্ত্রী যদি স্ব-ইচ্ছাই নির্ধারিত মোহর মাফ করে দেয় তাহলে স্বামী এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি

---

৫৩. যে টাকা বা বস্তু বিবাহিতা নারীকে স্বামীর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয় তাই মোহর। -মালিক রাম, *নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা*, অনুবাদঃ মাহমূদা বেগম নেকু, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ৯৪; প্রামাণ্য সংজ্ঞার জন্যে ফিকহের গ্রন্থাবলি দেখুন।

৫৪. আল কুর'আন, ৪:২৪।

৫৫. আল কুর'আন, ২:২৩৬

www.pathagar.com

পাবে। আর যদি স্ত্রী তা মাফ না করে এবং মোহর পরিশোধ করার পূর্বে স্বামীর মৃত্যু ঘটে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে। তাই মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বামীদের সতর্ক ভূমিকা পালন করা উচিত। প্রত্যেক স্বামী নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মোহর নির্ধারণ করবে। তবে বিত্তবান ব্যক্তি স্ত্রীর দাবি অনুসারে বেশী পরিমাণে মোহর দিতে পারে। এক্ষেত্রে প্রদত্ত মোহরের অংশবিশেষ সে ফেরত নিতে পারবে না। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾

আর তোমরা যদি এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করে থাক তবে তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়ে থাকলেও তার নিকট থেকে কিছুই ফেরত নিবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট জুলুম করে তা ফেরত নেবে?[৫৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾

তোমরা স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু ফেরত নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।[৫৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আবু হাইয়ান আল আন্দালুসী রহ. বলেন, স্ত্রীকে স্বামী যা কিছু দিয়েছে তা থেকে কিছু বা সম্পূর্ণ ফিরিয়ে নেয়া বৈধ নয়। তবে স্ত্রী যদি খুল'আর মাধ্যমে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ ঘটাতে চাই তবে স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু অংশ ফেরত নিতে পারবে।[৫৮] এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

অবশ্য এরূপ অবস্থা স্বতন্ত্র, যখন স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারবে না বলে আশংকাবোধ করবে। তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করে দেয়া যে, স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দান করে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নেবে, এটা কিছুমাত্র দূষণীয় নয়।[৫৯]

মোহরের পরিমাণ স্বামীর অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। এক নিঃসম্বল সাহাবী এক নারীকে বিবাহ করতে চাইলে রাসুল স. তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

---

৫৬. আল কুর'আন, ৪:২০

৫৭. আল কুর'আন, ২:২২৯

৫৮. আল্লামা মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আবু হাইয়্যান আল আন্দালুসী, *আল বাহরুল মুহীত ফিত্ তাফসীর*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৪৬৯

৫৯. আল কুর'আন, ২:২২৯

www.pathagar.com

﴿ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾

তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর দিল, না। নবী স. বললেন, যাও খুঁজে দেখ, কিছু যোগাড় করতে পার কিনা, তা লোহার একটি আংটি হলেও। লোকটি গেল, খোঁজ করল এবং ফিরে এসে বলল, আমি কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না। এমনকি একটি লোহার আংটিও নয়। নবী স. বললেন, তুমি কি কুর'আনের কিছু মুখস্থ জান? সে উত্তরে বলল, আমি অমুক অমুক সূরা মুখস্থ জানি। নবী স. বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কুর'আন মুখস্থ জান তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।[৬০]

অন্য এক হাদীসে আনাস রা. থেকে বর্ণিত।

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. এক মহিলাকে বিবাহ করলেন এবং তাকে খেজুরের আটির সমপরিমাণ স্বর্ণ মোহর দিলেন। অতঃপর, নবী স. তার চেহারায় প্রফুল্লতা দেখে তাকে (এর কারণ সম্পর্কে) জিজ্ঞাস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি এক মহিলাকে খেজুরের আটির সমপরিমাণ স্বর্ণ মোহর দিয়ে বিয়ে করেছি।[৬১]

সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এক ব্যক্তিকে বললেন,

تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

তুমি বিবাহ কর, মোহরানা হিসেবে একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হলেও।[৬২]

উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান আবশ্যকীয়। তা যত নিম্ন পরিমাণ হোক না কেন। আবার মোহরের কোন উর্ধ্বসীমাও নির্ধারিত নেই। স্বামীর সামর্থ্য ও স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এটি নির্ধারিত হবে। তবে স্বামীর পক্ষে যে পরিমাণ মোহর প্রদান করা সহজ হয় সেই পরিমাণ নির্ধারণ করাই উত্তম।

---

৬০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আত-তাজভীজু 'আলাল কুরআন ওয়া বি-গাইরি সাদাক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৪৯

৬১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তা'আলা : ওয়া আতুন-নিসাআ সদুকাতিহিন্না নিহলাহ, (সূরা নিসা, ০৪ : ৫০,) প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮৫৩

৬২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আল-মাহরু বিল উরূষ ওয়া খাতামিন মিন হাদীদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮৫৫

www.pathagar.com

স্ত্রীকে স্বামী মোহর প্রদান করবে এটাই ইসলামের বিধান এবং স্বামীর কাছ থেকে মোহর পাওয়া নারীর অধিকার। কেননা স্বামী হিসেবে স্ত্রীর উপর মোহরের বিনিময়েই অধিকার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিবাহের সময় মোহর প্রদানের যে চুক্তি হয় তা প্রদান করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। স্বামী যদি চুক্তি অনুযায়ী মোহর আদায় করতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রী তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার অধিকার রাখে।[৬৩] মোহর আদায় করা প্রসংগে উকবা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল স. বলেন,

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

সব শর্তের মধ্যে যে শর্ত পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য তা হল, যে শর্ত দ্বারা তোমরা নারীদের বিশেষ অঙ্গ উপভোগ করা বৈধ করে থাক।[৬৪]

নবী স. আরও বলেন,

من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي ألا يؤديه إليها فهو زان ، وَمَنْ أدان دينا وهو ينوي ألا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق.

যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মোহর ধার্য করে কোন মেয়েকে বিয়ে করে আর মনে মনে নিয়ত করে যে, এটা আদায় করবে না, সে একজন ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কারো নিকট থেকে কর্জ নেয় আর মনে মনে নিয়ত করে যে সে তা পরিশোধ করবে না, সে একজন চোর।[৬৫]

মোহর আদায়ের ক্ষেত্রে স্ত্রীর একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে। মোহরের মালিকানা যেহেতু স্ত্রীর, সেক্ষেত্রে আদায় করার ব্যাপারেও স্ত্রীর মতামত চূড়ান্ত। স্ত্রী ইচ্ছা করলে মোহর নগদ আদায় করতে পারে, আবার পরবর্তীতে পরিশোধ করার জন্য স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে, আবার সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ মাফ করে দিতে পারে। মোহর আদায় না করা পর্যন্ত স্বামীর সাথে সহবাস, তার আদেশ পালন ও তার সাথে এক গৃহে অবস্থান করতে অস্বীকার করার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। মোহর পরিশোধের পূর্বে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী মোহর আদায় না হওয়া পর্যন্ত মৃত স্বামীর সম্পত্তি দখল করে রাখতে পারে।[৬৬] তবে

---

৬৩. আবুল আ'লা, *স্বামী-স্ত্রীর অধিকার*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ৩০-৩১

৬৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আশ-শুরুতু ফিন-নিকাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮৫৬

৬৫. আব্দুল আযীম আল-মুনযিরী, *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব মিনাল হাদীস আশ-শারীফ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি., হাদীস নং-২৭৮০। হাদীসটির সনদ সহীহ লি-গায়রিহী; আল-আলবানী, *সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-১৮০৬

৬৬. তানযীলুর রহমান, *মাজমূআহ কাওয়ানীনে ইসলাম*, খ. ১, পৃ. ৪৮; Asif Fyzee, *Out lines of Muhammadan Law*, 2nd Edition, Oxford, 1995; Sir Ronald K. Wilsow, *Anglo Muhammadan Law*, 4th ed. London, 1912, p.167-168.

www.pathagar.com

মোহর যেহেতু স্ত্রীর অধিকার তাই স্বামীত্বের অধিকার লাভের সময়ই তা পরিশোধ করা উচিত। কিন্তু স্বামী যদি তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করতে অক্ষম হয় তবে সমঝোতার ভিত্তিতে স্ত্রী স্বামীকে অবকাশ দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে মোহরের সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ পরিমাণ মওকুফ করে দিতে পারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾

আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। পরে তারা খুশিমনে এর কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা সানন্দে ভোগ করতে পার।[৬৭]

মোহরের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাসূল স. বলেন,

احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج

বিবাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপালনযোগ্য শর্ত হলো এই যে, তোমরা মোহর আদায় করবে। কেননা এর দ্বারাই তোমরা দাম্পত্য সম্পর্ক লাভ করে থাক।[৬৮]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আলকামা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَنْ ابْنِ مَسْعُود أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُود لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ইবনু মাসউদ রা. কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। সেই লোকটি মোহর নির্ধারণ না করেই একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করার পূর্বেই লোকটি মারা যায়। ঘটনাটি শোনার পর ইবনে মাসউদ রা. বললেন, এ বিধবা মহিলা মোহরের মেছেল পাবে। অর্থাৎ তার পরিবারের অন্য মহিলাদের মোহরের সমপরিমাণ মোহর পাবে। কমও নয়, বেশীও নয়। আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। সে তার মৃত স্বামীর সম্পদে মীরাসও পাবে। ইবনে মাসউদ রা.-এর এই সিদ্ধান্ত শুনে মা'কিল ইবনে সিনান আল আশজ'য়ী উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমাদের গোত্রের বারওয়া' বিনতে ওয়াশিক নাম্নী এক মহিলার ব্যাপারেও রাসূলে

---

৬৭. আল কুর'আন, ৪:৪। তবে মোহর মাফ করিয়ে নেয়া বা কম করার জন্য বিবাহের রাত্রে নববধূর আবেগকে কাজে লাগিয়ে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। অথবা মোহর মাফ করে দেয়া বা কম করে দেয়ার জন্য জোর করা নিষিদ্ধ। কেননা মোহর নির্ধারণ ও প্রদান করা বিয়ে হালাল হওয়ার অন্যতম শর্ত।

৬৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : আশ-শুরুতু ফিন-নিকাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮৫৬

www.pathagar.com

করীম স. ঠিক আপনার সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্তই দিয়েছিলেন। এ কথা শুনে ইবনে মাসউদ রা. খুব সন্তুষ্ট হলেন।[৬৯]

সুতরাং একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, স্বামীর নিকট থেকে মোহর পাওয়া স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার। কারণ এর বিনিময়েই ইসলামী শরীয়ত স্ত্রীকে স্বামীর জন্য বৈধ করেছে।

রাষ্ট্রের নিকট থেকে অর্থ প্রাপ্তির অধিকার

ইসলাম নারীদেরকে রাষ্ট্রের নিকট থেকে ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির অধিকার দান করেছে। নারী যদি আর্থিক অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে তখন সে সরকারের নিকট অর্থ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে, যায়েদ ইবন আসলাম রা. হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর সাথে বাজারে গিয়েছিলাম। সেখানে এক যুবতী মহিলা তাঁর নিকট এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার স্বামী ছোট ছোট বাচ্চা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন, আল্লাহর শপথ! বাচ্চাদের খাওয়ার সংস্থান হতে পারে তিনি এমন কিছুই রেখে যাননি কিংবা কোন কৃষিভূমি বা দুধেল উট-বক্‌রী রেখে যাননি। আমার আশংকা বাচ্চাদেরকে হায়েনা ভক্ষণ করে ফেলবে। আমি খুফাফ ইব্‌ন ঈমা' গিফারির কন্যা। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে হুদায়বিয়ার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উমর রা. পথ চলা বন্ধ করে তার নিকট দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, তোমার জাতি-গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ! তারা তো আমার নিকটের লোক। অত:পর তিনি আস্তাবলে রক্ষিত উটের মধ্য হতে বোঝা বহনে সক্ষম একটি উট এনে দুইটি বস্তায় খাদ্য ভর্তি করলেন এবং তার মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও কাপড়-চোপড় দিয়ে মহিলার হাতে উটের লাগাম দিয়ে বললেন,

اقْتَادِيه فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمْ اللَّهُ بِخَيْرٍ

এর লাগাম ধরে নিয়ে যাও। এগুলি নি:শেষ হওয়ার আগেই আল্লাহ তা'আলা হয়ত এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাকে দান করবেন...।[৭০]

---

৬৯. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনান*, তাহকীক : আবুল ফাতাহ আবূ গুদ্দাহ, অধ্যায় : আত-তালাক, পরিচ্ছেদ : ইদ্দাতুল মুতাওয়াফ্ফা আনহা যাওজাহা কবলা আইয়াদখুলা বিহা, হালব : মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৬হি./১৯৮৬ খ্রি., হাদীস নং-৩৫২৪। হাদীসটির সনদ সহীহ।

৭০. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাগাযী, পরিচ্ছেদ : গাযওয়াতুল হুদায়বিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৯২৮

خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغار والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي مع النبي صلى الله عليه و سلم فوقف عمر و لم

www.pathagar.com

মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে রাসূল স. বলেন,

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

যার অভিভাবক নেই বাদশাহই তার অভিভাবক।[৭১]

উমর রা. তাঁর খিলাফতকালে নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রসংগে যে সকল প্রয়োজনগুলি পূরণের দায়িত্ব সরকারের উপর অর্পণ করেন তাহলো, ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন পোশাক, হজ্জ গমন এবং যুদ্ধে গমনের বাহন ইত্যাদি।[৭২]

রাষ্ট্রীয় সম্পদে জনগণের অধিকার সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রীয় সম্পদে জনগণের অধিকার প্রদানের আদেশ দিয়ে উমর ইবন আবদুল আযীয র. ইরাকের গভর্নর আবদুল হামীদ ইবন আবদুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন, "জনগণকে তাদের ভাতা দিয়ে দাও। এর জবাবে আবদুল হামীদ লিখেছিলেন, আমি জনগণকে নির্ধারিত ভাতা পরিশোধ করেছি এবং এর পরও বাইতুল মালে অর্থ উদ্বৃত্ত রয়েছে। এর জবাবে উমর ইবন আবদুল আজিজ র. লিখেছিলেন, এখন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে তালাশ কর। তারা কোন অপব্যয় কিংবা অসৎ কাজের জন্য ঐ ঋণ গ্রহণ না করে থাকলে বাইতুল মালের উদ্বৃত্ত তহবিল হতে তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা কর। এর জবাবে আবদুল হামীদ খলীফাকে আবার লিখে জানালেন, আমি এরূপ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণও পরিশোধ করে দিয়েছি। অথচ এখনও বাইতুল মালে যথেষ্ট অর্থ অবশিষ্ট রয়েছে। জবাবে উমর ইবন আবদুল আযীয র. লিখলেন, এখন এমন অবিবাহিত যুবকের তালাশ কর যারা নিঃসম্বল এবং তারা পছন্দ করে যে, তুমি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও, তা হলে তুমি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও এবং তাদের দায়িত্বে 'অবশ্য দেনমোহর' আদায় করে দাও। জবাবে আবদুল হামিদ লিখলেন, আমি তালাশ করে যত অবিবাহিত যুবক পেয়েছি তাদের বিবাহের বন্দোবস্ত করেছি। এর পরও বাইতুল মালে প্রচুর অর্থ মজুদ রয়েছে। জবাবে উমর ইবনে আবদুল আযীয র. লিখলেন, এখন এমন সকল লোক তালাশ কর যাদের উপর জিযইয়া (কর) ধার্য করা হয়েছে এবং তারা তাদের জমি চাষাবাদ করতে পারছে না। এই সকল যিম্মীকে এত পরিমাণ ঋণ দাও যাতে তারা তাদের জমি ভালভাবে চাষাবাদ করতে পারে। কেননা তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক এক-দুই

يعض ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين

ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير

৭১. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় ; আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : ফীল অলিয়্যি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০৮৫। হাদীসটির সনদ সহীহ; আল-আলবানী, *সহীহ আবূ দাউদ*, হাদীস নং-১৮৩৫

৭২. হামেদ আলী আনসারী, *ইসলাম কা নিযামে হুকুমাত*, দিল্লী, ১৯৫৬, পৃ. ৩৯৮

www.pathagar.com

বৎসরের নয়।"[৭৩] এখানে যেসকল লোকদের সাহায্য করার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং উক্ত বিষয়াবলী থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যে কোন প্রয়োজনে নারীর রাষ্ট্র বা সরকারের নিকট থেকেও অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ ও অধিকার রয়েছে।

যাকাত, দান-সাদকাহ গ্রহণ

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা বহু জায়গায় সম্পদ ব্যয়ের কথা বলেছেন। রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারে সেদিকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

এবং তাদের সম্পদে রয়েছে অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার।[৭৪]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

মুত্তাকী তারা, যারা গায়েবে ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[৭৫]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ ব্যয়ের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এটা মুমিনদের অন্যতম গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র কুর'আনের অনেক স্থানে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾

তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও।[৭৬]

---

৭৩. আল-কাসিম ইবন সাল্লাম, *কিতাবুল আমওয়াল*, খ. ১, পৃ. ৪১৪

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ، وهو بالعراق : أن « أخرج للناس أعطياتهم » فكتب إليه عبد الحميد : إني قد أخرجت للناس أعطياتهم ، وقد بقي في بيت المال مال ، فكتب إليه : أن « انظر كل من ادان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه » ، فكتب إليه ، إني قد قضيت عنهم ، وبقي في بيت مال المسلمين مال ، فكتب إليه : أن « انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه » ، فكتب إليه : إني قد زوجت كل من وجدت ، وقد بقي في بيت مال المسلمين مال ، فكتب إليه بعد مخرج هذا : أن « انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه ، فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين »

৭৪. আল-কুরআন, ৫১:১৯

৭৫. আল-কুরআন, ২:৩

৭৬. আল-কুরআন, ৭৩:২০

www.pathagar.com

এছাড়াও সম্পদ ব্যয় সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ - لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

আর যাদের (মুসলমানদের) সম্পদে নির্ধারিত 'হক' রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের।[৭৭]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ﴾

এবং নেকী হল আল্লাহর ভালবাসায় নিজের প্রিয় সম্পদ নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, অভাবী, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীদেরকে এবং দাসমুক্তির জন্য খরচ করা, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় করা।[৭৮]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

সালাত শেষে তোমরা আল্লাহর জমিনে রিযিকের সন্ধানে বের হয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে ও আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৭৯]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾

মানুষ তাই পায় যার জন্য সে শ্রম সাধনা করে।[৮০]

সুতরাং পবিত্র কুর'আনের উক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট যে, প্রতিটি মানুষেরই যাকাত, দান সাদকাহ এর মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের অধিকার রয়েছে, আর মানব জাতির অর্ধাংশ নারীরাও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামে নারীর অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা

পুরুষের মত নারীও মানুষ এবং পুরুষের মত নারীরও স্বাভাবিক প্রয়োজন রয়েছে। তাই অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে যেমন স্বতন্ত্র ক্ষমতা প্রদান করেছে তেমনি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র ক্ষমতা দান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর উপার্জিত সম্পদের মালিকানা সম্পূর্ণ নারীর নিয়ন্ত্রণাধীন। ইসলাম নারীকে তার নিজ উপার্জিত ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ নিজস্ব প্রয়োজন পূরণে এবং দান সাদাকাহর জন্য ব্যয় করতে সম্পূর্ণ অধিকার দান করেছে। শুধু নিজ উপার্জিত সম্পদ নয়, স্বামীর সম্পদ থেকেও ব্যয় করার অধিকার নারীর রয়েছে। বিস্তারিত নিম্নে তুলে ধরা হলো:

---

৭৭. আল-কুরআন, ৭০:২৪
৭৮. আল-কুরআন, ২:১৭৭
৭৯. আল-কুরআন, ৬২:১০
৮০. আল-কুরআন, ৫৩:৩৯

www.pathagar.com

নিজস্ব প্রয়োজন পূরণে ব্যয়

অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে যেমন স্বতন্ত্র অধিকার প্রদান করেছে তেমনি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র অধিকার দান করেছে। পুরুষের মত নারীও স্বাধীনভাবে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামী বা পিতা-মাতার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। কারণ কেউ কারো কর্মের জন্য দায়বদ্ধ নয়। বরং নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে নিজ কর্মের জন্য দায়ী থাকবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

> প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না।[৮১]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته

> তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।[৮২]

তাই নারী তার উপার্জিত অর্থ শরীয়ত পরিপন্থী পথে ব্যয় থেকে বিরত থেকে নিজস্ব প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করবে, দান সাদাকাহ করবে, আর এটাই শরীয়তের উত্তম নীতি।

দান সাদাকাহ

দান খয়রাত করা নারী-পুরুষ সকলেরই অধিকার। নিজের উপার্জিত অর্থ নারীরা দান সাদাকাহ করতে পারবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

> যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি না হয়, তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।[৮৩]

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালাকে তালাক দেয়া হলে তিনি ইদ্দতের মধ্যে গাছ থেকে খেঁজুর কাটতে চাইলেন। কিন্তু একটি লোক তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করলেন। তিনি রাসূল স.-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। রাসূল স. বললেন,

---

৮১. আল-কুরআন, ৬: ১৬৪

৮২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জুমু'আহ, পরিচ্ছেদ : আল-জুমু'আহ ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-৪৮৫৩

৮৩. আল-কুরআন, ২:২৬৫

www.pathagar.com

اخرجى فجدى نخلك ان تصدقى منه او تفعلى خيرا

বের হয়ে বাগানে যাও, তোমার খেজুর গাছ কাট। এই টাকা দিয়ে তুমি হয়ত দান খয়রাত করতে পারবে অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করতে পারবে।[৮৪]

আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ রা.-এর স্ত্রী যয়নব রা. স্বহস্তে কাজ করে নিজের স্বামী ও তার নিয়ন্ত্রণে লালিত-পালিত ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন। এ সম্পর্কে তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ স. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার স্বামী ও আমার তত্ত্বাবধানে পালিত ইয়াতীমের ভরণ-পোষণের জন্য যা দান করি তা কি সাদাকা হিসেবে আদায় হবে? উত্তরে রাসূল স. বললেন,

نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

হ্যাঁ, যয়নবের জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে, একটি হলো আত্মীয়তার হক আদায়ের সওয়াব এবং অপরটি হলো সাদাকার ছাওয়াব।[৮৫]

আসমা বিন্‌তে আবু বকর রা. তাঁর স্বামীর অজ্ঞাতসারে নিজের দাসীর বিক্রি করে দেন। আসমা রা. বলেন, আমি দাসীটি বিক্রয় করে ফেললাম। এমতাবস্থায় বিক্রয়মূল্য আমার কাছে থাকতেই যুবায়ের এসে বললেন, এগুলো আমাকে দান করে দাও। আমি তাকে বললাম, আমি তোমাকে এগুলো দান করে দিলাম।[৮৬]

ইব্‌ন আব্বাস রা. বলেছেন,

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

আমরা ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিন রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বের হলাম। তিনি নামায আদায় করলেন এবং বক্তৃতা দান করলেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট এসে তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দিলেন এবং তাদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ প্রদান করলেন।[৮৭]

---

৮৪. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আত-তালাক, পরিচ্ছেদ : জাওয়াযু খুরুজিল মুতাদ্দাতিল বায়িন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৭৯৪

৮৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আয-যাকাত আলায-যাওজ ওয়াল আইতাম ফিল হুজর, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৯৭

৮৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সালাম, পরিচ্ছেদ : যাওয়াযু ইরদাফিল মারআতিল আজনাবিয়্যা ইযা আ'ইয়াত ফিত তরীক, খ. ৭, পৃ. ১২, হাদীস নং-৫৮২২

....فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي. فَقَالَ هَبِيهَا لِي. قَالَتْ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا.

৮৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈদায়ন, পরিচ্ছেদ : খুরুজুস সিবইয়ান ইলাল মুসল্লা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৯৩২

www.pathagar.com

সুতরাং উক্ত হাদীসসমূহ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম পুরুষের মতই নারীকেও দান-সাদাকাহ্ করার অনুমতি ও তাগিদ দান করেছে।

স্বামীর সম্পদ থেকে ব্যয়

ইসলাম নারীকে ধন-সম্পদ আয় করা, ব্যয় করা, ব্যবহার করা এবং দান-খয়রাত করার অনুমতি দান করেছে। প্রয়োজনে স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তি থেকে অর্থ ব্যয় করার অধিকারও ইসলাম দিয়েছে। এক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে ইসলামে স্বামীর সম্পদ থেকে ব্যয় করার ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য অনুমতি গ্রহণ করে নেওয়া উত্তম পন্থা। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল স. বলেছেন,

إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ

স্ত্রী যদি তার স্বামীর ঘর থেকে ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত ব্যয় করে, তাহলে খরচ করার জন্য সে ছাওয়াব পাবে আর উপার্জন করার জন্য তার স্বামী ছাওয়াব পাবে।[৮৮]

আবু হুরায়রা রা. বলেছেন,

إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ

স্ত্রী যদি স্বামীর রোজগার করা সম্পদ থেকে তার আদেশ ছাড়াই কিছু ব্যয় করে, তবে স্বামী অর্ধেক সওয়াব পাবে।[৮৯]

অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ স. কে বললেন,

يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

হে আল্লাহর নবী! আমরা তো আমাদের পিতা, পুত্র ও স্বামীদের উপর বোঝা স্বরূপ। এ অবস্থায় তাদের ধন-সম্পদ হতে খরচ করার কোন অধিকার আমাদের আছে কি? এর জবাবে রাসূল স. বললেন, হ্যাঁ,

الرطب تاكلنه وتهدينه

তোমরা যাবতীয় তাজা খাদ্য খাবে এবং অপরকে হাদিয়া দিবে।"[৯০]

রাসূল স.-এর সময়ে নারীরা স্বামীর সম্পদ থেকে উপহার দান করতেন। উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান রা. যায়নাব বিনতু জাহাশের বিয়ের দিনে স্বনামে রাসুল স. কে উপহার দিয়েছেন, স্বামীর নামে নয়।

---

৮৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আজরুল খাদিমি ইযা তাসদ্দাকা বি-আমরি সাহিবিহী গাইরা মুফসিদিন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৭০

৮৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ : নাফাকাতুর মারআতি ইযা গাবা 'আনহা যাওজুহা ও নাফাকাতিল অলাদি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫০৪৫

৯০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ ; আল-মারআতু তাতাসদ্দাকা মিন বায়তি যাওজিহা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬৮৮। হাদীসটির সনদ যঈফ; আল-আলবানী, *যঈফ আবূ দাউদ*, হাদীস নং-৩০১

www.pathagar.com

উম্মু সুলাইম বলেন,

يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْ بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّى وَهِىَ تُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ

হে আনাস! এগুলো রাসূলুল্লাহ স.-এর খিদমতে নিয়ে যাও এবং তাঁকে বল, আমার মা এগুলো আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তুমি আরো বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমাদের পক্ষ হতে আপনার জন্য নগণ্য উপহার।[৯১]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। হিন্দা বিনতে উৎবাহ রা. বলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

হে আল্লাহর রসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমার এবং সন্তান সন্ততির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ সে আমাকে দেয় না বলে আমি তার অগোচরে যা প্রয়োজন ততটুকু নেই। তারপর রাসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমার ও সন্তানদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিতে পার।[৯২]

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পিতা, পুত্র এবং স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে তাদের অনুমতি ছাড়াই পানাহার করা এবং অপরকে হাদিয়া দেওয়া, দান-খয়রাত করার জন্য অর্থ ব্যয় করার পরিপূর্ণ অধিকার নারীর রয়েছে। তবে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনে ব্যয় করাকে ইসলাম কখনই সমর্থন করে না, আর স্বামীর সম্পদ থেকে ব্যয় করার ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণ করা উত্তম।

স্বামীর ধন-সম্পদ হতে স্ত্রী কর্তৃক দান-সাদকা জায়েয কিনা এবং স্ত্রীর নিজস্ব ধন-সম্পদ স্বাধীনভাবে বা স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যয় বা ব্যবহার করতে পারবে কিনা - এ নিয়ে বিভিন্ন মনীষীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।[৯৩]

---

৯১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, পরিচ্ছেদ : যাওয়াজু যায়নাব বিনতি জাহশ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৫৮০

৯২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ : ইযা লাম ইউনফিকুর রজুলু.., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫০৪৯।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِى سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِى مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِى وَيَكْفِى بَنِىَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَىَّ فِى ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خُذِى مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِى بَنِيكِ ».

৯৩. কোন কোন মনীষীর মতে, স্বামীর ধন-সম্পদে যখন স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত, তখন তা থেকে দান-সাদকা করাও স্ত্রীর জন্য জায়েয । তাদের মতের স্বপক্ষে দলিল হলো- আবু হুরাররা রা.

www.pathagar.com

তবে অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ ও মনীষীর মত এই যে, স্ত্রী যদি বুদ্ধিহীনা ও বোকা না হয়, তাহলে স্বামীর কোন প্রকার অনুমতি ছাড়া সে তার নিজস্ব সম্পদ থেকে ব্যয় করতে পারবে। আর যদি সে বুদ্ধিহীন হয় সেক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন। তাদের যুক্তি হল, রাসূল স.-এর আহ্বানক্রমে মহিলা সাহাবীগণ নিজ নিজ অলংকার জিহাদের জন্য দান করেছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। এ থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, যেখানে স্বামীর অনুমতি এমনকি তার উপস্থিতি ছাড়াই স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে দান-সাদাকা করা স্ত্রীর পক্ষে জায়েয, সেক্ষেত্রে স্ত্রীর নিজস্ব ধন-সম্পদ ব্যয় করতে স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই।[১৪]

এ ছাড়া ঈদের ময়দানে রাসূল স.-এর আহ্বানে উপস্থিত নারীরা নিজেদের অলংকারাদি যাকাত বা জিহাদের জন্য দান করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

বলেছেন, "স্ত্রী যদি স্বামীর রোজগার করা সম্পদ থেকে তার আদেশ ছাড়াই কিছু ব্যয় করে, তবে স্বামী অর্ধেক সওয়াব পাবে।"- ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৬০
আবার অনেকের মতে, স্ত্রীর জন্য স্বামীর ধন-সম্পদ বিনা অনুমতিতে দান করার ক্ষেত্রে দানের পরিমাণ সামান্য হলে কোন দোষ নেই। আবার কেউ কেউ বলেন, স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন, তবে সে অনুমতি সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট হলেও ক্ষতি নেই। তবে কোন অন্যায় কাজে অথবা স্বামীর ধন বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করা সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। আবার কতিপয় মনীষীর মতে, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রীর জন্য তার নিজস্ব সম্পত্তি ব্যয় বা ব্যবহার বৈধ নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুমতি ছাড়া দান-সাদাকা করা বা উপহার উপঢৌকন দেয়া জায়েয নয়। ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*।
একই মত পোষণ করে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "স্ত্রীর দাম্পত্য সত্তার মালিক যখন স্বামী, তখন তার অনুমতি ছাড়া নিজের ধন সম্পদ ব্যয় বন্টন করা স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়।"-ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ*, মিসর : মুয়াসসাহ কুরতবা, তা.বি. খ. ২, পৃ. ২২১
উক্ত হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীর ধন-সম্পদ তো নয়ই বরং স্ত্রীর নিজের ধন-সম্পদ হতেও দান সাদকাহ, উপহার উপঢৌকন দেয়া বৈধ নয়। কিন্তু ফকীহগণ এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঊস ও ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, "স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী তার ধন-সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে দান-সাদকাহ করতে পারে তার বেশী নয়।" আর ইমাম আবু লাইস সমরকান্দী (রহ.) বলেন, "স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর কোন ধন-সম্পদই দান-সাদকা করা বৈধ নয়, তা এক তৃতীয়াংশ হোক বা তার কম বা বেশী হোক। তবে খুব সামান্য হলে তা ধর্তব্য নয়।" তবে অধিকাংশ ফিকাহবিদ ও মনীষীর মত এই যে, স্ত্রী (বুদ্ধিহীনা ও বোকা ব্যতীত) স্বামীর কোন প্রকার অনুমতি ছাড়া তার নিজস্ব সম্পদ ও স্বামীর সম্পদ থেকে ব্যয় করতে পারবে। তাদের যুক্তি হল, রাসুল স. এর আহ্বানক্রমে মহিলা সাহাবীগণ নিজ নিজ অলংকার জিহাদের জন্য দান করেছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। - মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ্-শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, কায়রো : দারুল ফিকর খ. ৬, পৃ. ১২৫

১৪. মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

www.pathagar.com

فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِثَوْبِهِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ.

নবী স. নারীদের কে তাদের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দিলেন, তাদের উপদেশ দিলেন এবং সাদাকা দিতে আদেশ করলেন। এ সময় বিলাল রা. কাপড় ধরলেন আর মহিলারা তার আংটি, কানের বালা ইত্যাদি ফেলতে লাগলেন।[১৫]

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারীরা তাদের নিজেদের ধন-সম্পদ স্বামীর অনুমতি ছাড়াই দান-সাদাকা করতে পারে।[১৬]

সুতরাং উক্ত হাদীস ও ফিকাহবিদদের মতামত থেকেও প্রমাণিত যে, নারীরা তাদের নিজস্ব ধন-সম্পদ এবং স্বামীর ধন-সম্পদ স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে দান-সাদকাহ ও নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে।

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রমাণ

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম পর্যালোচনা করলে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্ম ও সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী সবচেয়ে বেশী অধিকার বঞ্চিত হয়েছে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকারের এক করুণ অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে প্রধানত দুইটি পদ্ধতি চালু রয়েছে। যথা:

১. দায়ভাগ পদ্ধতি[১৭]
২. মিতাক্ষরা পদ্ধতি।[১৮]

১. দায়ভাগ পদ্ধতি : দায়ভাগ আইন অনুযায়ী তিন শ্রেণীর লোক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। যথা: সপিন্ড, সাকুল্য, সমানোদক।

---

১৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : সলাতুল ঈদায়ন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০৮২

১৬. ইমাম নববী, *শারহু মুসলিম*, দেওবন্দ : শিরকাত মুখতার, তা. বি., খ. ৬, পৃ. ১৭৩

১৭. এ আইন জীমুতবাহন কর্তৃক রচিত। এটি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের একটি আইন। বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও মনিপুর প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু সমাজের মধ্যে দায়ভাগ আইন প্রচলিত। এ আইনে উত্তরাধিকার হবার জন্য পিন্ডদান শর্ত। হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধান মতে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এই শর্তে উত্তরাধিকার লাভ করবে যে, সে মৃতের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে তার আত্মিক কল্যাণ কামনা করবে এবং মৃত ব্যক্তির শাস্ত্রে যারা শাস্ত্র মতে পিন্ড দানের অধিকারী তারাই কেবল ঐ ব্যক্তির সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।

১৮. মিতাক্ষরা পদ্ধতি হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের প্রধান দুইটি আইনের একটি। মিতাক্ষরা পদ্ধতি স্মৃতিকার ঋষি, যাজ্ঞবল্কের স্মৃতি শাস্ত্রের প্রচলিত নিবন্ধ। এ পদ্ধতি একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিজ্ঞানেশ্বর কর্তৃক রচিত। এ আইন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

www.pathagar.com

সপিন্ডগণের তালিকা: ক) পুত্র এবং তার অধ:স্তন তিন পুরুষ। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র। কন্যার তরফ থেকে অধ:স্তন তিন পুরুষ। কন্যার পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র। খ) পিতার তরফ থেকে উর্ধ্বতন তিন পুরুষ। যথা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতার তরফের তিন পুরষ। যথা: মাতার পিতা, মাতার পিতার পিতা, মাতার পিতার পিতার পিতা। গ) ভ্রাতা এবং ভ্রাতার অধঃস্তন পুরুষ এবং খুড়া ও তার অধঃস্তন পুরুষ। ঘ) মহিলা। যথা: বিধবা স্ত্রী, কন্যা, মাতা, পিতার মাতা এবং পিতার পিতার মাতা।[৯৯]

২. **মিতাক্ষরা পদ্ধতি :** মিতাক্ষরা পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী রক্তের নিকটতম সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়। এ আইনে তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী রয়েছে। যথা: (ক) গোত্রজ সপিন্ড, (খ) সমানোদক ও (গ) বন্ধু।

গোত্রজ সপিন্ডের উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যা মোট ৫৭। গোত্রজ সপিন্ডের কেউ জীবিত থাকলে সমানোদক ও বন্ধুগণ উত্তরাধিকারী হবে না। গোত্রজ সপিন্ডের তালিকা নিম্নরূপ:

ক) পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি অধস্তন পুরুষ - ০৬ জন।
খ) পুরুষের দিক থেকে মৃত ব্যক্তির ছয়টি উর্ধ্বতন পুরুষ - ০৬ জন।
গ) উপরোক্ত ৬টি উর্ধ্বতন পুরুষের পত্নীগণ - ০৬ জন।
ঘ) উপরোক্ত ৬টি উর্ধ্বতন পুরুষের প্রত্যেকের পুরুষ
বংশ ধারায় ৬টি অধস্তন পুরুষ - ৩৬ জন।
ঙ) বিধবা, কন্যা ও কন্যার পুত্র - ০৩ জন।

মোট: ৫৭ জন।[১০০]

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কন্যা সন্তান সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী হতে পারে না, মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ উভয় আইনেই মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা স্ত্রী এবং পৌত্রের বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। উপরোক্ত ৬ জনের কেউ জীবিত না থাকলে কন্যা উত্তরাধিকারী হবে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কন্যা যে অংশ পায় তা কেবল জীবন স্বত্বে লাভ করে। অর্থাৎ কন্যা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন কেবল মাত্র ভোগ দখল করবে। উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্য অংশ কন্যা নিজের ইচ্ছামত ভোগ, ব্যবহার, দান, বিক্রয়, উইল কিংবা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং নিকটাত্মীয়দের নিকট ফিরিয়ে দিতে

৯৯. মাওলানা ফজলুর রাহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয,* ঢাকা : আর. আই এস, পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ১৯৯৫, খ্রি:, পৃ. ১১৫-১১৬

১০০. মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

www.pathagar.com

হবে। কন্যা বা স্ত্রী যদি অসতী হয় তাহলে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। কন্যা অন্ধ, বোবা, বধির, কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হলে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। হিন্দু আইনে সকল কন্যার সমান অধিকার নেই। বন্ধ্যা কিংবা যে কন্যা কেবল মাত্র কন্যা সন্তানের মা হয়েছে সে মৃত পিতার সম্পত্তিতে কোন অংশ পাবে না। হিন্দু আইনে কুমারী কন্যার দাবী অগ্রগণ্য। অতঃপর পুত্রবতী বা পুত্রসম্ভবা কন্যার দাবি। হিন্দু আইনে কন্যা জীবিত থাকলে মাতা উত্তরাধিকারী হয় না।[১০১] এবং বিধবা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি হতে যে অংশ পায় তা কেবলমাত্র জীবনস্বত্বে লাভ করে থাকে।[১০২]

ইহুদী ধর্ম ও সমাজে নারীরা শুধু ব্রত পালন করার অধিকার থেকেই বঞ্চিত ছিল না, তাদের অর্থনৈতিক কোন মর্যাদাই ছিল না। তারা পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিরূপেই পরিগণিত হত। ইহুদী আইন অনুসারে, পুরুষ উত্তরাধিকারী বা ভাই বর্তমান থাকলে নারী পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। তবে পুত্র সন্তান না থাকলে কন্যা সম্পত্তির মালিক হতে পারত। আর জীবদ্দশায় পিতা কতৃক কোন সম্পত্তি প্রদত্ত হয়ে থাকলে তা নিয়েই কন্যাকে সন্তুষ্ট থাকতে হত। তবে পুত্র সন্তান একেবারেই না থাকলে কন্যা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত, কিন্তু তখন তার উপর এই বিধিনিষেধ আরোপিত হত যে, সে নিজ গোত্র ছাড়া অন্য কোন গোত্রে বিয়ে করতে বা উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবেনা।[১০৩] আর স্ত্রী কোন অবস্থাতেই সম্পদের মালিক হতে পারত না। কারণ বিবাহিতা স্ত্রীর সম্পত্তির মালিক হত তার স্বামী।[১০৪]

---

১০১. ১৯৩৭ সালে বিধবা স্ত্রীর অধীকার সংক্রান্ত আইন পাস হবার পর (১৮ নং আইন) বর্তমানে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র, পৌত্র প্র পৌত্রের সাথে বিধবা স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হতে পারে। এর আগে বিধবা স্ত্রীর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। এ আইনটি ১৪/০৪/১৯৩৭ ইং থেকে বলবৎ হয়েছে। কিন্তু কৃষিজমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে সে পুর্বের মৃত স্বামীর সম্পত্তি হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে। এবং ধরে নেয়া হবে যে, সেই হিন্দু মহিলা তার মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রী হিসেবে আর বেঁচে নেই বরং তার মৃত্যু হয়েছে।

১০২. ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েয*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

১০৩. ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮, পৃ. ১৪; আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৪, পৃ. ৭; সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, মার্চ ২০০১ খ্রীঃ, পৃ. ৩১

১০৪. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

www.pathagar.com

খৃষ্টধর্ম[১০৫] নারীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথাযথ অধিকার প্রদান করেনি। প্রাচীন খৃষ্টধর্মে নারীকে অর্থনৈতিক অধিকার দেয়া তো দূরের কথা, সামাজিক কল্যাণকর জীব হিসেবে স্বীকৃতি দিত না। নারীর বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না, তারা ছিল চরমভাবে নিপীড়িত, নিগৃহীত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত।

প্রাচীন খৃষ্টীয় সমাজে নারীকে শিশু, নির্বোধ ও বৃদ্ধ পাগল হিসেবে গণ্য করা হত। যে অক্ষম নিজের দায়িত্ব নিতে পারে না, যার নেই কোন বিবেচনা শক্তি। বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর সম্পদের সম্পূর্ণ মালিকানা লাভ করে। স্বামীর এই অধিকার শুধু বিবাহিত কালের নয়, বিবাহ বিচ্ছেদের পরও স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার থাকত।[১০৬] পরবর্তীতে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং বর্তমান সমাজে নারীরা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে, স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় করতে পারে। কিন্তু ইসলাম নারীকে যেরূপ অর্থনৈতিক অধিকার ও নিরাপত্তা দান করেছে তা এখনও খৃষ্টান সমাজে অনুপস্থিত।

রাসূল স.-এর আবির্ভাবের পূর্বে জাহিলী[১০৭] যুগে আরব সমাজের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ . يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ﴾

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার চেহারা হয়ে যায় কাল ও মলিন। মনোকষ্টে তার হৃদয় হয়ে উঠে ভারাক্রান্ত। এই দুঃসংবাদের কারণে সে নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখে। আর মনে মনে ভাবতে থাকে অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করে তাকে (কন্যা সন্তান) জীবিত থাকতে দিবে, না মাটির নীচে পুতে ফেলবে? আহা! কত জঘন্য ও নিষ্ঠুর তাদের বিচার-বিবেচনা।[১০৮]

তৎকালীন সময়ে নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার মত অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নারীদের কোন অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না বরং

---

[১০৫]. খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে সর্বসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য মত হল, আল্লাহ তায়ালা ইসরাইল জাতির হেদায়েতেরে জন্য এবং তাদের অবস্থার সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য ঈসা (আঃ) কে নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তার প্রতি আসমানী কিতাব 'ইঞ্জিল' অবতীর্ণ করেন।

[১০৬]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

[১০৭]. জাহেলিয়া শব্দের অর্থ অজ্ঞতা।

[১০৮]. আল কুর'আন, ১৬:৫৮-৫৯

www.pathagar.com

ক্ষেত্রবিশেষে নারী অর্থ উপার্জনের মাধ্যম ছিল। স্বামীরা কখনো কখনো জোরপূর্বক স্ত্রীদেরকে অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করত এবং এর মাধ্যমে স্বামীরা প্রচুর সম্পদ উপার্জন করত।[১০৯] বিধবার সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্য তাকে পুনরায় বিবাহ করা থেকে বিরত রাখা হত। নারীরা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী এবং অন্যান্য আত্মীয়ের সম্পদের উত্তরাধিকার হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। নারীরা যদি কখনো কোন সম্পদ উপার্জন করত তাহলে তার মালিক হতো তার পিতা, ভাই বা স্বামী। পরবর্তীতে ইসলাম উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর অংশ নির্দিষ্ট করে দিলে আরবরা অত্যন্ত বিস্মিত হলো। তারা নবী স. এর কাছে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! নারী কি অর্ধেকের হকদার? অথচ সে না জানে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ, আর না পারে আত্মরক্ষা করতে।[১১০]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, পারিবারিক জীবনের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দুটি কাজের একটি হলো পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ, আর অপরটি হলো মানব বংশধারার সঠিক পরিচর্যা বা দেখাশুনা করা। ইসলাম প্রথম কাজটি পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আর দ্বিতীয় কাজটি নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছে। ইসলামে পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পিত বলেই সম্পদে নারীর চেয়ে পুরুষের অধিকার বেশী। অপরদিকে সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নারীর অবদান বেশী বলেই কুর'আন-হাদীসে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধিক সন্তানের খেদমত পাওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-বিধান। যেখানে যার যতটুকু অধিকার ও ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন ইসলাম তাকে ততটুকুই দান করেছে।

কিন্তু বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কুর'আন ও হাদীসের বাণীগুলো যে প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে তা সঠিকভাবে অনুধাবন না করে নিজেদের স্বতন্ত্র অধিকার, মর্যাদা সংরক্ষণ এবং সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রত্যাশা নারী ও পুরুষকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সেজন্যেই জীবিকা অন্বেষণের

---

১০৯. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ*, প্রাগুক্ত, ১৯৯৫, পৃ. ১১

১১০. হাফিয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, পেশওয়ার : মাকতাবাতু আলামিল ইসলামিয়া, খ. ১, পৃ. ৪৫৮

www.pathagar.com

কঠিন দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পিত হয়েছে এবং নারীর কোমল স্বভাবের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নারীকে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ইসলাম নারীকে সম্পদ উপার্জন, পরিত্যক্ত সম্পদে অধিকার ও সম্পদ ব্যয় করার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অধিকার দিয়েছে এবং পারিবারিক অর্থনৈতিক ব্যয়ভার বহনের গুরু দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে। এ দ্বারা সার্বজনীনভাবে অনুধাবনীয় যে বিষয়টি তা হলো, একজনকে (পুরুষকে) সম্পদে দ্বিগুণ অংশ দান করে পরিবারের ভরণ-পোষণ প্রদানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে, আর একজনকে (নারীকে) অর্ধেক অংশ দিয়ে তার উপর ভরণ-পোষণের কোন দায়িত্বই অর্পণ করা হচ্ছে না। এর ফলে প্রকৃতপক্ষে নারীই আর্থিকভাবে অধিক ক্ষমতাশালী হচ্ছে বা লাভবান হচ্ছে।

ইসলাম সাম্য, স্বাধীনতা, মানবীয় মর্যাদার বিষয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেনি। মানবীয় দৃষ্টিতে যতটুকু পার্থক্য বা ভেদাভেদ বোধগম্য হয় তাও নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই বৃহৎ কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। নারীকে একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে স্বীকার করা ছাড়াও তাকে মানব জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকার জন্য সমানভাবে অপরিহার্য বলে মনে করে ইসলাম নারীকে স্বাধীনভাবে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়, মোহর, পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, অভিভাবকের নিকট থেকে ভরণপোষণ প্রাপ্তি এবং রাষ্ট্রের নিকট থেকে ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির অধিকার প্রদান করেছে। অধিকার প্রদানের পাশাপাশি পারিবারিক কর্মকাণ্ডে নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের সকল দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে। তবে নারী যদি স্বেচ্ছায় তার উপার্জিত অর্থ পরিবারের কল্যাণে ব্যয় করতে চাই সেক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু পারিবারিক কর্মকাণ্ডে অর্থ ব্যয় করতে কেউ তাকে বাধ্য করবে এটা ইসলামসম্মত নয়। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ইসলাম নারীকে অর্থনীতির সকল শাখায় বিচরণের অধিকার প্রদান করে অর্থনৈতিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নকে যেমন সুনিশ্চিত করেছে তেমনি নারীর সম্মান ও মর্যাদাকে সংরক্ষিত করেছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের পারিবারিক আইন** (১ম খণ্ড) ৬০০/-
-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ **ইসলামের পারিবারিক আইন** (২য় খণ্ড) ৬৫০/-
-সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনুবাদক মণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত

দি ইমারজেন্স অব ইসলাম (বাংলা অনুবাদ) ৩৫০/-
-ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ

ইসলামী আইনের উৎস ৩০০/-
-মুহাম্মদ রুহুল আমিন

ইসলামী দণ্ডবিধি (১ম খণ্ড) ৩০০/-
-ড. আবদুল আযীয আমের

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস ৩০০/-
-মোহাম্মদ আলী মনসূর

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ও পুনরুত্থান ৩০০/-
-নোয়াহ ফেল্ডম্যান

CRIME PREVENTION IN ISLAM ৪০০/-
-(Proceedings of the Symposium held in Riyadh, Saudi Arabia)

ইসলামী ফিকহের ঐতিহাসিক পটভূমি ৩৫০/-
-মাওলানা তাকী আমিনী

মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি ১২০/-
-ড. মুহাম্মদ আত-তাহের আর রিযকী

ইসলামী শরীয়ত ও বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ৫০/-
-ড. আলী আত্ তানতাভী ও ড. জামাল উদ্দীন আতিয়া

ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার ৫০/-
-মুহাম্মদ শরীফ চৌধুরী

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর পর্যালোচনা ও সংশোধনী প্রস্তাব ৪০/-
-ড. মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ও অন্যান্য

পঞ্চম সপ্তম ও ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল এবং প্রাসঙ্গিক জটিলতা ২৫০/-
-মোবায়েদুর রহমান

ফতোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজন ১০০/-
-সংকলন ও সম্পাদনা : আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৪

ইসলামী বীমা : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম*

[সারসংক্ষেপ : মানবজাতির সামষ্টিক কল্যাণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করেছে। মানবজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে অর্থনীতি। অর্থ-সম্পদের আয়-ব্যয়, উৎপাদন, বন্টন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য দিক নির্দেশনা। মানুষ এ দুনিয়ায় সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করুক, আল্লাহ তা'আলা তা চান, এতে একবিন্দু সন্দেহ নেই। আর এ কারণেই তিনি মানুষের রিযকের ব্যবস্থা করেছেন এবং মানুষ যে তা অবশ্যই পাবে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য রিযকের প্রয়োজন। শুধু রিযক পেয়েই মানুষ বাঁচতে পারে না; মানুষের জন্য প্রয়োজন তা পাওয়ার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার। অন্যথায় মানুষের পক্ষে নিরুদ্বিগ্ন, শান্তি ও স্বস্তিপূর্ণ জীবন যাপন সম্ভব হবে না। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা যে, মানুষ এ দুনিয়ায় নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করুক। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বীমা একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সকলের নিকট স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমান সময়ে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত নাজুক। ধন-সম্পদ তো দূরের কথা মানুষের জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তাও নেই। হত্যা, সন্ত্রাস, খুন, ছিনতাই, দুর্ঘটনা ইত্যাদি সমাজের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাদের হাতে সীমিত পুঁজি আছে তারা বিনিয়োগ করতে সাহস পাচ্ছে না। যখন তখন ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা হতে বের হতে পারছে না। এসব কিছুই সামাজিক জীবন যাত্রায় মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। সামাজিক এই প্রেক্ষাপটে যদি ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তাটুকু পাওয়া যায়, তাহলে বিনিয়োগকারীরা যেমন পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহী হবে, তেমনি পুঁজির অভাবে যে সকল শিল্প, কল-কারখানা বন্ধ হবার পথে, সেগুলো কোমর সোজা করে দাঁড়াবার সাহস পাবে। সামাজিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী বীমার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। তবে মনে রাখতে হবে, বীমার যেমন ভাল দিক রয়েছে তেমনি তার ক্ষতিকর দিকও কম নয়। কোন অবস্থাতেই ইসলামী আইনকে সুবিধামত যে কোন অনৈসলামী আইনে রূপান্তরিত করে পরিবর্তিত আইনকে ইসলামী আইন বলে দাবী করার অধিকার কারো নেই। নিম্নে ইসলামী বীমা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হলো।]

---

* খণ্ডকালীন প্রভাষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, ঢাকা ক্যাম্পাস।

www.pathagar.com

বীমার সংজ্ঞা

'বীমা' -এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Insurance, আর আরবীতে বীমাকে বলা হয় التأمين।[১]
বীমা ইনস্যুর (Insure) শব্দের বাংলা রূপ। যার আভিধানিক অর্থ- নিশ্চয়তা বিধান করা। বীমা কোম্পানী যেহেতু বীমাকারীর নিশ্চয়তা বিধান করে, এ জন্য ইনস্যুরেন্স কোম্পানী নামে তাকে অভিহিত করা হয়।[২]
বীমা হলো দুই পক্ষের মধ্যে এমন একটি চুক্তি, যা দ্বারা এক পক্ষ (Insurer তথা বীমা সংস্থা) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রহণ করার পরিবর্তে কোন ঘটনা ঘটা সাপেক্ষে (মৃত্যু, দুর্ঘটনা, সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়া) নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে অন্য পক্ষকে (Insured তথা বীমা গ্রাহক) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে।

Commercial Law গ্রন্থে Arun Kumar Sen এবং Jitendra Kumar Mitra বীমার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন,

> Insurance is a method of elimination or reducing risk. By Insurance a person can protect himself from loss arising from future uncertain events like fire, accident or early death.[৩]
> বীমা হলো ঝুঁকি কমানোর একটি পদ্ধতি। বীমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ঘটনা যেমন অগ্নি, দুর্ঘটনা, আকস্মিক মৃত্যু ইত্যাদির ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

বিশিষ্ট বীমা বিশেষজ্ঞ ড. মুহাম্মাদ মুসলেহ উদ্দীন তার Insurance and Islamic Law গ্রন্থে বীমা'র পরিচয়ে লিখেছেন,

> The term insurance in its real sense, is community poolig, to alleviate the burden of the individual, lest it should be ruinous to him.
> প্রকৃত অর্থে ইন্স্যুরেন্স হলো, কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট ফান্ডে টাকা জমা রাখা ব্যক্তির উপর চাপ লাঘবের জন্য। যাতে করে এই চাপ ব্যক্তির জন্য ধ্বংসাত্মক না হয়।[৪]

---

১. আবু তাহের মেসবাহ, *আল-মানার*, ঢাকা : মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯০, পৃ. ১০১৯

২. মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. ও মুফতী ওলী হাসান রহ., অনুঃ মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, *শরীয়তের দৃষ্টিতে বীমা শিল্প*, ঢাকা : ইসলামী বীমা তাকাফুল প্রকল্প, ২০০১, পৃ. ২৫

৩. Arun Kumar Sen and Jitendra Kumar Mitra, *Commercial Law*, Calcutta : The World Press pvt.Ltd., 1973, p. 275

৪. Dr Mohammad Musleh Uddin, *Insurance and Islamic Law*, Delhi : Markazi Maktaba Islami, 1995, Edition: 2, p. 3

www.pathagar.com

Encyclopedia of Britannica তে বীমার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

> The simplest and most general conception of insurance is a provision made by a group of persons, each singly in danger of some loss, the incidence of which cannot be foreseen, that when such loss shall occur to any of them it shall be distributed over the whole group.
>
> বীমার সবচেয়ে সহজ এবং সাধারণ ধারণা হলো, এটি একদল লোকের দ্বারা গঠিত এমন একটি ব্যবস্থা, যাতে ঐ দলের কেউ যদি বিপদে পতিত হয়, অথবা এমন কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় যা পূর্বে আন্দাজ করা যায় না, তখন এই বিপদ বা দুর্ঘটনা ঐ দলের সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়।[৫]

সুতরাং বীমাকে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক একটা সংস্থা বলেও অভিহিত করা চলে। এতে যার নামে বীমা করা হয় (Insured) এবং যে এ বীমা গ্রহণ করে (Insurer) উভয়ই নির্দিষ্ট মাত্রায় উপকৃত হতে পারে। মূলত বীমা কোন পুঁজিবাদী ব্যবসা সংস্থা নয়। তা থেকে কারো ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা লাভের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

প্রচলিত বীমা ও ইসলাম

জীবন মানেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা। বস্তুত এসব আমাদের নিত্যদিনের সাথী। ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন ঝুঁকি রয়েছে, তেমনি রয়েছে মানুষের মৃত্যু ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঝুঁকি। এগুলো কিভাবে মোকাবিলা করা যায় সেই চিন্তা থেকেই আধুনিক বীমার উৎপত্তি। আপাতদৃষ্টিতে আধুনিক বীমা ভবিষ্যত প্রয়োজন মেটাবার ক্ষেত্রে একটি স্বেচ্ছাধীন সঞ্চয়ী ব্যবস্থা মনে হলেও এতে এমন পাঁচটি মৌলিক উপাদান রয়েছে যা স্পষ্ট শরীয়াহ বিরোধী।

ক. রিবা বা সুদ

বীমার অর্থ কোনভাবেই 'রিবা' বা সুদের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যাবে না। কারণ ইসলামে সুদ সম্পূর্ণভাবে হারাম।[৬]

---

৫. *Encyclopedia of Britannica*, eleventh edition, Vol: 14, p. 656

৬. এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, বিচারপতি মুহাম্মদ তকী উসমানী, *সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১২;

www.pathagar.com

আল্লাহ'র বাণী:

﴿ وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ﴾

আল্লাহ ক্রয়- বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।[৭]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।[৮]

জাবির রা. বলেন,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

রাসূলুল্লাহ স. সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, এর হিসাবরক্ষক এবং এর সাক্ষীদ্বয় সবাইকে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, এরা সবাই সমান অপরাধী।[৯]

প্রচলিত বীমা কোম্পানীগুলোর কার্যক্রমে সুদের লেনদেন, সুদভিত্তিক বিনিয়োগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আদান-প্রদান অব্যাহত থাকে। অতএব, ইসলামে তা অনুমোদিত নয়।

খ. মাইসির বা জুয়া

ইসলামে সকল প্রকার জুয়া অবৈধ, প্রচলিত বীমায় বিশেষ করে জীবন বীমায় জুয়ার অস্তিত্ব বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ যখন জীবন বীমার কোন বীমা গ্রহীতা তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন, তখন বীমা কোম্পানী তার মনোনীত ব্যক্তিকে চুক্তিবদ্ধ অর্থের পুরোটাই দিয়ে দেয়। শরীয়াহর দৃষ্টিতে এটি লটারী বা জুয়া। আর জুয়ার ব্যাপারে কুরআনের বিধান হচ্ছে,

﴿ يا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَالاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾

হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[১০]

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلى اُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْقِنِّيْنَ وَالْكُوْبَةَ

---

৭. আল কুরআন, ২ : ২৭৫

৮. আল কুরআন, ২ : ২৭৮

৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল মুসাকাত, পরিচ্ছেদ : ...., কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৪, খ. ৬, পৃ. ৩০, হাদীস নং- ১৫৯৮/১০৬

১০. আল কুরআন, ৫ : ৯০

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য মদ, জুয়া, গম ও যব থেকে তৈরী নেশা উদ্রেককারী পানীয় ও নেশাকর উদ্ভিদ হারাম করেছেন।[১১]

গ. গারার বা ধোঁকা (অনিশ্চয়তা)

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন চুক্তিতে কোন প্রকার অনিশ্চয়তা থাকা চলবে না। অথচ প্রচলিত বীমায় তা পূর্ণভাবেই বিদ্যমান। পলিসি গ্রহীতা বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে, না পরে করবে তা যেমন অনিশ্চিত; তেমনিভাবে তার বীমার পূর্ণ টাকা ঠিকমত পাবে কিনা সেটাও অনিশ্চিত। তাছাড়া মেয়াদান্তে যে লভ্যাংশ দেয়া হচ্ছে তা কোথা থেকে কিভাবে এলো তাও একেবারেই অজানা থাকে। শরীয়াহর ভাষায় একে আল-গারার বলে। যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে তারিক আদ দিওয়ানী বলেন- বিভিন্ন কারণে গারার উদ্ভূত হয়, যেমন বীমাকৃত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময়, কোম্পানী কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরণ, এর পরিমাণ এবং প্রিমিয়াম পরিশোধের মেয়াদ ইত্যাদি।[১২]

হাদীসে এসেছে,

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

রাসূলুল্লাহ স. নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করতে এবং প্রতারণাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[১৩]

ঘ. স্বেচ্ছাধীন নমিনী

প্রচলিত বীমাতে একজন বীমা গ্রহীতা তার ইচ্ছামত যে কাউকে নমিনী করতে পারে। আর নমিনী হচ্ছে পলিসির সম্পূর্ণ সুবিধাভোগী ব্যক্তি।[১৪]

পাশ্চাত্য জগতে কুকুর-বিড়ালকে পর্যন্ত নমিনী করতে দেখা যায়। এটা আদল ও ইহসান উভয়ের পরিপন্থী। ইসলাম মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছে। সুতরাং নিজের ইচ্ছামত নমিনী নির্ধারণ অবৈধ। কেননা ইসলাম উত্তরাধিকার সংক্রান্ত

---

১১. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৫, খ.৬, পৃ. ১৩৬, হাদীস নং- ৬৫৬৪; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف)

১২. Tarek EL Diwany, *Islamic Banking and Finance : What it is and what it could Be,* United Kingdom : 1st Ethical Chartiable Trust, 2010, p. 332

১৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৪, খ. ৫, পৃ. ৪১৫, হাদীস নং- ১৫১৩/৪,

১৪. The nominee is an absolute beneficiary in a policy; Tarek EL Diwany, ibid, p. 343

www.pathagar.com

বিধান নির্ধারণের পর বলেছে যে, এটা আল্লাহর সীমারেখা। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

﴿ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ﴾

আর কেউ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে স্থায়ী হবে।[১৫]

ঙ. বিদ্যমান বীমা আইন

বিদ্যমান বীমা আইনে অনেক শর্ত রয়েছে, যা ইসলামে বৈধ নয়।[১৬] উদাহরণস্বরূপ প্রচলিত বীমার ক্ষেত্রে বীমা পলিসি কার্যকর হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। যেমন (১০ বছর মেয়াদী বীমার ক্ষেত্রে ২ বছর) এই সময়ের মধ্যে বীমা গ্রহীতা যদি কোন একটি কিস্তি দিতে অপারগ হন, তাহলে তার পুরো পলিসিই অকার্যকর হয়ে যায়, টাকাগুলোও সব নষ্ট হয়। এটাও আদল ও ইহসানের বিরোধী। কাজেই ইসলাম তা সমর্থন করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

انَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاحْسَانِ

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।[১৭]

ইসলামী বীমার স্বরূপ

প্রচলিত বীমার উপরিউক্ত সমস্যাগুলোকে সামনে রেখে এবং একই সাথে মুসলিম উম্মাহর প্রয়োজন পূরণ ও ইসলামে গ্রহণযোগ্য একটি বিকল্প বীমা ব্যবস্থার সন্ধানে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও বীমা বিশেষজ্ঞগণ দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ইসলামী পদ্ধতির বীমা ব্যবস্থা উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছেন। মুসলিম ফিকহবিদগণ ইসলামী শরীয়াহর বিধান ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে ইসলামী আকীদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিকল্প বীমা ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন। আর তার নাম দিয়েছেন 'তাকাফুল' (تكافل)।

তাকাফুল শব্দটি আরবী। আরবী শব্দ তাকাফুলের অন্য অর্থ হল যৌথ দায়বদ্ধতা (joint liability or responsibility) ও সংহতি (solidarity)। আরবী তাকাফুল শব্দের অর্থ ইংরেজি ইন্স্যুরেন্স শব্দের কাছাকাছি। তাকাফুল শব্দের মূলধাতু হল কাফলুন (كفل)। যার অর্থ দায়ভার গ্রহণ করা, যিম্মাদার হওয়া, নিরাপদ করা ইত্যাদি।[১৮]

---

১৫. আল কুরআন, ৪ : ১৪

১৬. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন; মোহাম্মাদ নাছের উদ্দিন, বাংলাদেশে ইসলামী বীমার সমস্যা ও সম্ভাবনা : প্রেক্ষিত বীমা আইন, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বর্ষ - ৯, সংখ্যা - ৩৫, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১৩৩-১৪৮

১৭. আল কুরআন, ১৬ : ৯০

১৮. ড. রূহী আল-বা'লাবাক্কী, *আল-মাওরিদ*, বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল-মালায়ীন, ১৯৮৮, পৃ. ৩৫৮- ৮৯৭

www.pathagar.com

আল-কুরআনুল কারীমের একাধিক স্থানে এ শব্দটি আল্লাহ্ ব্যবহার করেছেন। যেমন-আল্লাহর বাণী,

﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ﴾

আমি কি তোমাকে বলে দিবো, কে এই শিশুর ভার নিবে ?[১৯]

অন্যত্র রয়েছে : ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾

তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন।[২০]

পরিভাষায় যে পথ বা পদ্ধতিতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ উদ্যোগে সর্বোপরি ইসলামের আলোকে ঝুঁকি মোকাবেলা করা হয়, তাকেই তাকাফুল বলা হয়।

তারিক আদ-দিওয়ানী বলেন-

> Takaful means "joint-guarantee", and is derived from the same linguistic root as the word kafalah meaning "guarantee" or "looking after". In practice it involves the creation of a fund through which participants help one another in times of need.
>
> তাকাফুল শব্দের অর্থ যৌথ নিশ্চয়তা, এটি আরবি কাফালাহ্ শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার অর্থ নিশ্চয়তা, দেখাশোনা করা। বাস্তবে এটি হলো কিছু ব্যক্তির দ্বারা একটি ফান্ড গঠন, যাতে করে প্রয়োজনের মুহূর্তে একজন অপরজনকে সহযোগিতা করা যায়।[২১]

এ. বি. এম. নুরুল হক তাকাফুল-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন,

> Takaful is sharing the sufferings of anyone of a group by the other members of the group on voluntary basis.
>
> তাকাফুল হলো একটি সঙ্ঘবদ্ধ জনগোষ্ঠীর কোন সদস্যের কষ্ট লাঘবে অন্য সদস্যদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ।[২২]

Introduction to Islamic Insuranc গ্রন্থে কাজী মো. মোরতুজা আলী তাকাফুল-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

> Takaful is a social scheme based on the principles of brotherhood, solidarity and mutual assistance.

---

১৯. আল কুরআন, ২০ : ৪০

২০. আল কুরআন, ৩ : ৩৭

২১. Tarek EL Diwany, *Islamic Banking and Finance : What it is and what it could Be,* ibid, P. 335

২২. A.B.M Nurul Haq, *Thoughts on Insurance Bangladesh perspective,* Dhaka : Adorn publication, 2009, p.162

www.pathagar.com

> তাকাফুল হলো ভ্রাতৃত্ব, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক প্রকল্প।[২৩]

কোম্পানীর কোন ব্যক্তির বিপর্যয় ঘটলে অন্য সবাই মিলে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তার ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রয়াসই এর মূল দর্শন। তাই ইসলামী তাকাফুল একই সঙ্গে একটি সহায়তামূলক ও কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং এক ভাইয়ের আপদ কালে তাৎক্ষণিক তার সাহায্যে এগিয়ে আসার গোষ্ঠীবদ্ধ উপায়ও বটে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

> সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।[২৪]

কিছু ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য একটি সংস্থা গঠন করবেন। যার একটি ফান্ড থাকবে, প্রত্যেক ব্যবসায়ী নিজের মূলধন হিসেবে মাসিক ফি উক্ত ফান্ডে জমা করবেন এবং মূলত তা তার দান হিসেবে গণ্য হবে। অতঃপর এই সংস্থার কোন সদস্যের আমদানীর উপর (Source of income) যদি আকস্মিক বিপদ পতিত হয়, তবে পুনরায় ব্যবসা শুরু করার জন্য এই ফান্ড থেকে নির্দিষ্ট নিয়মে এককালীন দান হিসেবে মূলধন দেয়া হবে। এই ফান্ডের অর্থ কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়ও বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এতে বিপদগ্রস্ত লোকদের অধিকতর কল্যাণ সাধিত হবে।

ইসলামী বীমার উৎপত্তি

কখন থেকে ইসলামী বীমার অনুশীলন শুরু হয়েছে, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু জানা না গেলেও বর্তমানে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এটুকু বলা যায়, নবী মুহাম্মাদ স. এর সময়কালের আগে থেকেই কোন না কোন ধরনের বীমা জাতীয় লেনদেন চালু ছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ধীরে ধীরে এর পদ্ধতি ও প্রয়োগের ব্যবস্থা বিকশিত হয়। ইসলামী বীমার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. আল-আকিলা মতবাদের অনুশীলন

বীমা ব্যবস্থার অনুশীলনের সূত্রপাত হয়েছে প্রাচীন আরবের সামাজিক ও গোত্রীয় ঐতিহ্য থেকে। আরব গোত্রগুলোর মধ্যে প্রথা ছিল যে, কোন গোত্রের কোন সদস্য, ভিন্ন কোন গোত্রের কোন সদস্যের হাতে ভুলক্রমে নিহত হলে, হত্যাকারীর ঘনিষ্ঠ

---

২৩. Kazi Md. Mortuza Ali, *Introduction to islamic insurance*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 2006, p. 75

২৪. আল কুরআন, ৫ : ২

www.pathagar.com

আত্মীয় স্বজনরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিহতের উত্তরাধিকারীকে রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হতো। আরবী পরিভাষায় হত্যাকারীর যে সব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে হত্যাকারীর পক্ষ থেকে রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হতো, তাদের আকিলা বলা হতো।[২৫]

ইসলামী বীমার উৎস ও সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম স্বীয় "ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা" গ্রন্থে লিখেছেন,

> ইসলামের সূচনায় ইসলামী সমাজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নবী স. 'আকিলার' বিধান কার্যকরভাবে চালু করে আধুনিক বীমা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। অন্য কথায় রাসূলে করীম স. এর রোপিত বীজের সেই অংকুরই আজকের দিনের বীমা রূপে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হল বলে মনে করা যায় না।[২৬]

২. নবী স. এর অনুসৃত নীতি

মহানবী স. এর আমলে বীমা ব্যবস্থার বিষয়ে দু'টি নজির পাওয়া যায়।

(ক) প্রাচীন আরবের আকিলা প্রথাকে গ্রহণ। মহানবী স. নিজে এ প্রথা গ্রহণ করেছিলেন।

(খ) ৬২২ সালে মদীনার প্রথম সংবিধানে প্রাসঙ্গিক আইন প্রণীত হয়। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পরপর মহানবী স. মদীনার জনগণের মাঝে বিভিন্ন ধারায় এক ধরনের সামাজিক বীমার প্রবর্তন করেছিলেন, যার মধ্যে একটি হলো নিম্নরূপ:

নবী স. বন্দিদের মুক্ত করার জন্য প্রথম সংবিধানে একটি বিধান প্রণয়ন করেন, এতে বলা হয়- যুদ্ধের সময় শত্রুর হাতে কেউ বন্দি হলে, বন্দির আকিলা তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণের চাঁদা দিবে, এ ধরনের চাঁদাকে এক ধরনের সামাজিক বীমা হিসেবে অভিহিত করা যায়।[২৭]

৩. সাহাবায়ে কিরামের কর্মপন্থা

দ্বিতীয় খলীফা উমর রা. এর আমলে বীমাভিত্তিক লেনদেনের আরো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে আকিলা ব্যবস্থা অনুসরণে উমর রা. বিভিন্ন এলাকায় মুজাহিদদের দিওয়ান প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দিওয়ানে যাদের নাম রেকর্ড থাকতো তারা তাদের নিজ গোত্রের হত্যাকারীর রক্তমূল্য পরিশোধের জন্য একে অন্যকে সাহায্যের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করতো। এ প্রসঙ্গে কাজী মো: মোরতুজা আলী বলেন- "এটা ধরে নেওয়া হয় যে, আকিলার মতবাদ-এর প্রয়োগ পুনরায় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর রা. এর আমলে বিকশিত হয়েছিলো।"[২৮]

---

২৫. ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, *ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল*, ঢাকা : আর-রাবেতা পাবলিকেশন্স, ২০০৬, পৃ. ৪১

২৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৩, পৃ. ৯৯

২৭. ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

২৮. Kazi Md. Mortuza Ali, *Introduction to islamic insurance*, p. 101

www.pathagar.com

৪. বিংশ শতাব্দীতে অগ্রগতি

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাধারণ মুসলিম এবং মুসলিম পণ্ডিতদের মাঝে এক ধরনের সচেতনতা দেখা দেয়, যাতে করে ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালার আলোকে তাদের অর্থব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান শুরু হয়।[২৯]

বিংশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত মুফতি মুহাম্মাদ আবদুহু দু'টি ফাতওয়া জারী করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন, বীমা লেনদেন 'আল-মুদারাবাহ' আর্থিক পদ্ধতির লেনদেনের অনুরূপ। অন্যদিকে বৃত্তিদান বা জীবন বীমার মত লেনদেনও বৈধ। বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম ও অমুসলিম দেশগুলোতে শরীয়াহ ভিত্তিক বীমা ব্যবস্থার ক্রমাগত বিকাশ ও অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক।[৩০] তবে আমরা ইসলামী বীমার বর্তমান যে অবয়ব দেখতে পাচ্ছি তা সর্বপ্রথম শুরু হয় সুদানে ১৯৭৯ সালে। সে বছর জানুয়ারিতে খার্তুমে প্রথম ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্যে ইসলামী বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩১]

অতঃপর ধীরে ধীরে তা মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। সাধারণ বীমার পাশাপাশি এ সমস্ত দেশে ইসলামী বীমা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সম্প্রতি তা বাংলাদেশেও বিস্তার লাভ করে।

ইসলামী বীমার উদ্দেশ্য

ইসলামী বীমার তিনটি মৌলিক উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা:-

১. সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তাকাফুলের আওতায় নিয়ে আসা ও যে কোন ধরনের ঝুঁকির পরিবর্তে আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করা।
২. সুদসহ বিভিন্ন শর্তযুক্ত বৈদেশিক সাহায্যের হাত থেকে রক্ষার জন্য জনগণের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মূলধন গড়ে তোলা।
৩. মুদারাবা সহ বিভিন্ন ইসলামী বিনিয়োগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে ইসলামী অর্থনীতির নীতিমালা বাস্তবায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করা।[৩২]

---

২৯. A.B.M Nurul Haq, *Thoughts on Insurance : Bangladesh perspective,* ibid, p. 161

৩০. ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, *ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৩১. K.M Mortuza Ali, *Insurance in Islam, Some Aspects of Islamic Insurance,* Dhaka : Islamic Takaful Company Ltd. (proposed), 1991, p. 45

৩২. মুদারাবা বলতে এমন এক ব্যবসায়িক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকে বোঝায়, যাতে এক পক্ষ মূলধন যোগান দেবে আর অন্য পক্ষ তার দক্ষতা, শ্রম ও প্রচেষ্টা কাজে লাগিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করবে। মূলধন সরবরাহকারীকে 'সাহিব-আল-মাল' ও ব্যবহারকারীকে 'মুদারিব' বলা হয়।) সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত, প্রস্তাবিত ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন (খসড়া), *ইসলামী ব্যাংকস্ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল*, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০০৪, পৃ. ১৩৩

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, ইসলামী বীমা প্রকৃতপক্ষে 'জীবনের' বীমা করে না, বরং এটি একটি আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। করুণা বা দয়ার উপর নির্ভর করে না, বরং সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে একে অপরের কল্যাণ সাধনই ইসলামী বীমার মূল উদ্দেশ্য। আর মুমিনদের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য অট্টালিকা স্বরূপ। এর এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।[৩৩]

যেভাবে তাকাফুল পরিচালনা করা হয়

বাংলাদেশে ইসলামী তাকাফুল প্রকল্প নিম্নরূপে পরিচালিত হয়। যেমন- এক ব্যক্তি ১০ বছর মেয়াদি ১২ হাজার টাকার একটি পলিসি কিনল, যার বাৎসারিক কিস্তির পরিমাণ ১২০০/- টাকা এবং মাসিক কিস্তির পরিমান ১০০/- টাকা। 'তাকাফুল পরিচালক এ তহবিলকে ভাগ করে দুইটি পৃথক একাউন্টে জমা করে থাকে। একাউন্ট দুইটি হলো (ক) পারটিসিপেন্টস একাউন্ট (পিএ) এবং (খ) পারটিসিপেন্টস স্পেশাল একাউন্ট (পিএসএ)। আনুপাতিক হারে কিস্তির একটি অংশ পিএ তে জমা হয় শুধুমাত্র সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-এর উদ্দেশ্যে। বাকী অংশ পিএসএ তে জমা করা হয় তাবাররু[৩৪] হিসাবে, যাতে তাকাফুল পরিচালক ফ্যামিলি তাকাফুল পরিকল্পনার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই মৃত্যুবরণকারী কোন অংশগ্রহণকারীর উত্তরাধিকারীদেরকে তাকাফুল ফায়দা বা লাভ প্রদান করতে পারেন।[৩৫]

- জমাকৃত অর্থের ৯০% মুদারাবাহ ফান্ডে চলে যায়। এই হিসাবের অর্থ অর্জিত লাভসহ বীমাকারী পায়।
- বাকী ১০% চলে যায় তাবাররু ফান্ডে। এই ফান্ডের অর্থ থেকেই মৃত্যুজনিত বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে বীমার দাবী মেটানো হয়। সকল দাবী মেটানোর পর এই ফান্ডে কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে গ্রাহকদের মধ্যে তা ভাগ করে দেয়া হয়।

---

৩৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল বিরর ওয়াস সিলাত ওয়াল আদাব, কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৪, খ. ৮, পৃ. ৩৮৩, হাদীস নং- ২৫৮৫/৬৫

৩৪. Tabarru means donation, other scholars prefer to use the word musahamah which means contribution. we have already seen that by donating a sum of money to a common pool for mutual help there is no legal connection between the donor and the money donated. Diwany, Tarek EL, *Islamic Banking and Finance : What it is and what it could Be,* ibid, P. 335

৩৫. মুহাম্মদ ফজলি ইউসুফ, *তাকাফুল : বীমার ক্ষেত্রে ইসলামী বিকল্প, Some Aspects of Islamic Insurance,* ibid, p. 124

www.pathagar.com

- উল্লেখ্য যে, উভয় ফান্ডের বিনিয়োগ ও মুনাফা আলাদাভাবে করা হয়। কিছু কোম্পানী উভয় ফান্ডের কার্যক্রম একসাথে পরিচালনা করে।
- কোম্পানী জমাকৃত সাকুল্য অর্থ (১২০০/- টাকা প্রথম বছরে) বিনিয়োগ করে। অর্জিত মুনাফা (যেমন ২০% = ২৪০/- টাকা) থেকে খরচাদি (যথা মুনাফার ২০% = ৪৮/-টাকা) বাদ দেয়া হয়। এরপর নীট লাভ (২৪০-৪৮ = ১৯২ টাকা) দুটো ফান্ডের জমাকৃত অর্থের অনুপাত অনুযায়ী (৯০ : ১০) ভাগ করে দেয়া হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী মুদারাবাহ ফান্ডে প্রথম বছর জমা হবে (৯০ × ১২ = ১০৮০ টাকা এবং ১৯২ টাকার ৯০%) = ১২৫২.৮০ টাকা এবং তাবাররু ফান্ডে জমা হবে (১০ × ১২ = ১২০ ও ১৯২ টাকার ১০%) = ১৩৯.২০/- টাকা। উভয় ফান্ডের যোগফল দাড়ালো (১২৫২.৮০ + ১৩৯.২০) = ১৩৯২/- টাকা যার মূলধন ১২০০/- টাকা এবং মুনাফা ১৯২/- টাকা। এভাবে পুরো ১০ বছর নিয়মানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ করলে মুদারাবাহ ফান্ডে তার জমা হবে (১২৫২.৮০ × ১০) = ১২৫২৮/- টাকা। এই সমুদয় অর্থ সে ফেরত পাবে। (প্রকৃত হিসেবে লাভের অংশ আরো বেশি হতে পারে।)
- তাবাবরু ফান্ডকে শুধু অনুদান ফান্ড হিসেবেই সাব্যস্ত করা হয়। এই ফান্ডের উপর কারো কোন দাবী থাকে না। কোম্পানীর কোন সদস্য বিপদগ্রস্ত হলে নিয়ম অনুযায়ী এই ফান্ড থেকে সহযোগিতামূলক অনুদান দেয়া হয়।
- তাকাফুলের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারের তহবিলের একাউন্ট সংশ্লিষ্ট তাকাফুল তহবিল থেকে পৃথক রাখা হয়। তাকাফুল কোম্পানীর আয়ের উৎস শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগ হতে লাভ এবং তাকাফুল তহবিলের লভ্যাংশ থেকে পরিচালনা ব্যয় যেমন- স্টাফ খরচ, প্রাতিষ্ঠানিক খরচ এবং প্রশাসনিক খরচ ইত্যাদি শেয়ারহোল্ডারদের তহবিল থেকে মেটানো হয়।[৩৬]
- বীমাকারী ৫ (পাঁচ) বছর কিস্তি চালানোর পর মৃত্যুবরণ করলে মুদারাবাহ হিসাবে মৃত্যু দিন পর্যন্ত অর্জিত মুনাফাসহ তার উত্তরাধিকারী সমুদয় অর্থ ফেরত পাবে। সেই সাথে বাকী ৫ (পাঁচ) বছরের যেই কিস্তিগুলো সে পরিশোধ করেনি, অনুদান হিসেবে তাবাবরু ফান্ড থেকে তার উত্তরাধিকারী তাও পাবে।

উদাহরণত ৫ (পাঁচ) বছরে পরিশোধিত মূলধন ৫৪০০/- টাকা এর অর্জিত মুনাফা ৩৫% = ১৮৯০/- টাকা। মোট (৫৪০০ + ১৮৯০) = ৭২৯০/- টাকা। এর সাথে যোগ হবে যেই কিস্তিগুলো সে দিতে পারেনি। অর্থ্যাৎ {৭২৯০ + (১২০০ × ৫)} = ১৩২৯০/- টাকা।

---

৩৬. ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

www.pathagar.com

- প্রচলিত জীবনবীমার ক্ষেত্রে চুক্তির একবছরের মধ্যে পলিসি হোল্ডার আত্মহত্যা করলে তার উত্তরাধিকারীকে তার প্রদত্ত অর্থ ফেরৎ দেয়া হয় না- বাজেয়াপ্ত করা হয়। কিন্তু তাকাফুল স্কীমের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী আত্মহত্যা করলেও তার উত্তরাধিকারীগণ তাকাফুল প্রদেয় সুবিধাসমূহ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ফেরত পাওয়ার অধিকারী হয়।
- তাকাফুল স্কীমের আওতায় অংশগ্রহণকারী পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার নীতির বরখেলাপ করলেও তার পলিসি বাজেয়াপ্ত হয় না। বরং তার পিএ তহবিলের জমাকৃত অর্থ সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত বিনিয়োগের মুনাফাসহ ফেরত পায়। তবে কোম্পানী স্কীম থেকে প্রত্যাহারের জন্য সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারে।[৩৭]

উপরিউক্ত পন্থায় আন্তরিকতার সাথে যদি ইসলামী বীমা ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায়, তাহলে সেটি শুধু বৈধই হবে না বরং তা এক কল্যাণকর কাজ বলে বিবেচিত হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধতার ভিত্তিতে পরিচালিত যে কোন প্রকল্প যা নিষেধাজ্ঞার সাথে জড়িত নয়, তা অনুমোদিত। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে এ ধরনের প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠানগুলো 'মারূফ' এর প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুদ এবং নিষেধাজ্ঞা মুক্ত বীমাকে মারূফ -এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে।[৩৮]

ইসলামে বীমা বৈধ কিনা ?

ইসলাম পারস্পরিক সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মতৎপরতাকে অবৈধ করেনি। সুদের অপবিত্রতা মুক্ত হয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান বৈধ ও সুষ্ঠু পদ্ধতিতে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করে ইসলাম তাকে উৎসাহিত করে থাকে।[৩৯]

বীমা দুই ধরনের। যথা-
১। প্রচলিত সাধারণ বীমা।
২। ইসলামী বীমা।

প্রচলিত সাধারণ বীমার হুকুম

প্রচলিত সাধারণ বীমায় রিবা, মাইসির ও গারার সহ অনেক নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে। এ কারণে বিশ্বের সকল ইসলামী আইনবিদ এই ব্যাপারে একমত যে, প্রচলিত সাধারণ বীমা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম।

---

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. A.R. Bhuiyan, *Islamic Insurance, Some Aspects of Islamic Insurance,* ibid, p. 80

৩৯. মাওলানা হিফজুর রহমান, অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আউয়াল, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃ. ২৫৯

www.pathagar.com

ইসলামী বীমার হুকুম

বীমা ব্যবস্থার বৈধতা নিরূপণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা দুইভাবে ভাগ করতে পারি।

১। আক্বীদাগত বৈধতা।

২। কর্মপদ্ধতিগত বৈধতা।

আক্বীদাগত বৈধতা

এ পর্যায়ে তিনটি সংশয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা না হলে মূল বক্তব্যই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ তিনটি বিষয় বীমার ব্যাপারে বহু ঈমানদার মানুষকে দ্বিধান্বিত করে রেখেছে।

১. তাওয়াক্কুল ও বীমা

বীমা করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার পরিপন্থী কিনা, এটা একটা কঠিন প্রশ্ন। সন্দেহ নেই, আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করা তাওহীদী ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু সে তাওয়াক্কুল করার অর্থ কি নিষ্ক্রিয়তা বা কর্মবিমুখতা? রাসূল স.এর বক্তব্যে এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ওপর ভরসা করো, তাহলে তিনি তোমাদের সেভাবে রিয্‌ক দিবেন যেভাবে পাখিদের রিযক দেন। তারা খালিপেটে সকাল বেলা বের হয় আর ভরাপেটে সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরে আসে।[৪০]

তার কথার মর্মার্থ হল, আল্লাহ্‌র উপর তোমাদের তাওয়াক্কুল অবশ্যই রাখতে হবে। কেননা আসল দাতা তো তিনিই। তিনি দিলেই বান্দা পেতে পারে। কিন্তু সে তাওয়াক্কুল হতে হবে পক্ষীকুলের মত। ওরা আল্লাহর উপরই পরিপূর্ণ ভরসা রাখে। কিন্তু ভরসা রেখে ওরা কুলে বসে থাকে না। বরং খাদ্যের সন্ধানে ওরা ভোরেই নীড় ছেড়ে বের হয়ে পড়ে এবং সারাদিন খাদ্য সংগ্রহ ও আহরণে ব্যতিব্যস্ত থাকে। ফলে সন্ধ্যা বেলা পেট ভরা খাদ্য নিয়ে ফিরে আসে। তোমাদেরও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। তাওয়াক্কুলের সঠিক অর্থ তা নয়। বরং তাওয়াক্কুল সহকারে তোমাদেরকে রুযি-রোজগারের সন্ধানে বের হয়ে আসতে হবে, সেজন্য তোমাদের মন, মগজ ও দেহের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। আর তখনও

---

৪০. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : আয-যুহ্‌দ, পরিচ্ছেদ : আত-তাওয়াককুল আলাল্লাহ, বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৫৭৩, হাদীস নং-২৩৪৪; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح)

www.pathagar.com

মনে দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে রিযিক দিবেন। তাওয়াক্কুলের যথার্থ তাৎপর্য এই।[৪১]

এ তাৎপর্যের যথার্থতা আরও একটি বর্ণনা দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ স. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যে উটটিতে সওয়ার হয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, সেটাকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব, না রশি দিয়ে বেঁধে রেখে তারপর তাওয়াক্কুল করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, না, আগে উটটি রশি দিয়ে বাঁধ, তারপর তাওয়াক্কুল কর।[৪২]

রাসূলুল্লাহ স.ও সাহাবায়ে কিরাম তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে পূর্ণ বাস্তব চরিত্রের নমুনা ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে যেতেন তখন বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত হয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ স. মক্কা বিজয়কালে নগরে প্রবেশ করার সময় মাথার উপর লৌহ শিরস্ত্রাণ ধারণ করেছিলেন। তাঁর এ কাজ তাওয়াক্কুল পরিপন্থী ছিল না। বীমা হলো এমন একটি কৌশল, যার লক্ষ্য সৃষ্টির ভাল ভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা বিধান করা। সুতরাং বীমা কখনো তাকদীরের চেতনা থেকে বিচ্যুত হতে পারে না।[৪৩]

২. জুয়া ও বীমা

ঈমানদার লোকদের মনে দ্বিতীয় যে সংশয় তা হচ্ছে বীমা এক ধরনের জুয়া কিনা? কেননা জুয়াতে যেমন সামান্য টাকা দিয়ে অনেক লাভ করা যায়, বীমাতেও তাই। জুয়া বা আল-মাইসির ইসলামী শরীয়াতে স্পষ্ট হারাম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জুয়া ও বীমার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি না? জুয়া খেলায় বাজি ধরতে হয়, এখানে বাজি ধরার কোন ব্যাপার নেই, একথা সর্বজনবিদিত।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম বলেন, জুয়া খেলায় জড়িত হলেই তাকে হারতে হবে, নয় জিততে হবে। কিন্তু বীমা করলেই তার উপর বিপদ বা অর্থনৈতিক ঝুঁকি আসবে এবং সে বিপুল পরিমাণ টাকা পেয়ে যাবে এমনতো কথা নেই। বীমা না করলেও বিপদ আসতে পারে, তেমনি বীমা করার পরও যে ধরনের বিপদের জন্য সে বীমা করছে, তা নাও আসতে পারে। তবে যেহেতু মানুষ জীবন সংগ্রামের যে কোন কাজে জড়িত হলে ব্যবসা, শিল্প-কারখানা, বৈদেশিক বা নদী- সামুদ্রিক পথে জাহাজ

---

৪১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭

৪২. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : সিফাতিল কিয়ামা, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৬৬৮, হাদীস নং- ২৫১৭

حدثنا المغيرة بن ابى قرة السدوسى قال سمعت انس بن مالك يقول قال رجل يارسول الله أعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل قال اعقلها وتوكل

৪৩. A.R. Bhuiyan, *ibid*, p. 76

www.pathagar.com

চালানো বা আমদানি- রপ্তানি বাণিজ্যে যে কোন বিপদ ঘটতে পারে বলে সাধারণভাবেই ধরে নিতে হয়, এ কারণেই উক্ত রূপ বীমার প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে।[৪৪]

জীবনে মৃত্যু একটা সন্দেহাতীত ঘটনা। কিন্তু কোন যুবক যদি তার নাবালক সন্তান ও অক্ষম পিতা-মাতা রেখে মারা যায় এবং তাদের ভরণ-পোষণের যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এ লোকগুলোর অবস্থা কী দাঁড়াবে? এমতাবস্থায় সে যদি গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে কোন বীমার ব্যবস্থা করে যায়, যা তার মৃত্যুর পর তার উপর নির্ভরশীল অসহায় লোকদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে, তাহলে নিশ্চয়ই সে জুয়া খেলার মত কোন কাজ করেনি। বরং রাসূলের হাদীস অনুযায়ী কাজ করেছে। এটা সত্য যে, বীমা কোম্পানী বীমা গ্রহীতাকে তার আদায়কৃত প্রিমিয়ামের চাইতে অনেক বেশী পরিশোধ করে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, এটা জুয়া চুক্তি। বীমার মূল উদ্দেশ্য হলো ঝুঁকি কমানো, যেখানে জুয়া নতুন নতুন ঝুঁকি তৈরী করে।[৪৫]

৩. সুদ ও বীমা

বীমাকারীরা যে প্রিমিয়াম জমা দেয় তাতে বীমা কোম্পানীগুলোর নিকট বিপুল পরিমাণ টাকা জমা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোম্পানীগুলো এতগুলো টাকা কোন কাজে লাগায় এবং কীভাবে ব্যবহার করে। নিশ্চয়ই টাকাগুলো তারা ফেলে রাখে না, নিশ্চয়ই এমন কাজে তা বিনিয়োগ করে যেখানে মূলধন সংরক্ষিত থাকে এবং প্রবৃদ্ধিও হয়। এ কাজটি কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। বর্তমানে দেশে প্রচলিত ইসলামী বীমা বা তাকাফুল কোম্পানীগুলোর এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম বলেন: বৃদ্ধিমাত্রই সুদ নয়, ব্যবসায় নিয়োজিত মূলধনও তো তার আসল পরিমাণের চাইতে অনেক বেশি নিয়ে আসে মুনাফা স্বরূপ, তাই বলে তাকেও কি সুদ বলতে হবে?[৪৬]

বিপদে পড়লে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে টাকা দেয়া হয়, তা জমাকৃত টাকার চেয়ে বেশি হলেও সুদ নয়। তাই বীমা কোম্পানিগুলো যদি প্রিমিয়াম বাবদ প্রাপ্ত টাকা সুদী কারবারে বিনিয়োগ না করে হালালভাবে বিনিয়োগ করে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, তবে বীমা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বৈধ বলে গণ্য হবে। তাই বলা যায়, বীমা ব্যবস্থা যেমন বৈধ, তেমনি এর মাঝে হারাম বিষয় ঢুকে পড়ার সম্ভাবনাও প্রকট। এজন্য বীমা কোম্পানিগুলোকে হারাম উপাদান বর্জনে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে।

---

৪৪. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

৪৫. K.M Mortuza Ali, *Insurance in Islam, Some Aspects of Islamic Insurance*, ibid, P. 42

৪৬. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

www.pathagar.com

কর্মপদ্ধতিগত বৈধতা

নিম্নোক্ত নিয়মনীতি যদি ইসলামী বীমায় অনুসরণ করা হয়, তবে ইসলামী বীমা সম্পূর্ণ বৈধ বলে গণ্য হবে।

১. দেশের ইসলামী শরীয়াহ্ আইনে অভিজ্ঞ এবং ইসলামী অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী শরীয়াহ কাউন্সিল গঠন করা। যারা সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে এবং সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে ইসলামী শরীয়াহ্ আইনের আলোকে বিশ্লেষণ করে ফয়সালা প্রদান করবেন।

২. বীমার কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদেরকে হালাল-হারাম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করা।

৩. বীমা ব্যবস্থাকে রিবা ও গাররমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা। কোম্পানী তার মূলধনকে এমন খাতে বিনিয়োগ করবে যা ইসলামে নিষিদ্ধ নয় এবং যা নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর সুদী কারবার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।[৪৭]

৪. বীমা ব্যবস্থাকে শরীয়া বিরোধী প্রতিষ্ঠান ও শরীয়া বিরোধী বিনিয়োগ থেকে দুরে রাখা।

৫. অর্জিত মুনাফার হার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া। বীমা গ্রহীতার উদ্বৃত্ত মুনাফার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অধিকার থাকতে হবে।[৪৮]

৬. এটা মুদারাবা ভিত্তিক ব্যবসা বিধায় মূলধন বিনিয়োগ হওয়ার আগেই তার থেকে কর্মচারী সার্ভিস চার্জ কর্তন না করা।

৭. অর্জিত মুনাফা হতে কোম্পানীর কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জ প্রদান করা এবং শেয়ারদের অংশ সুনির্দিষ্ট করা।

৮. মুদারাবা ফান্ড এবং তাবাররু ফান্ড সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করা এবং তার বিনিয়োগ মুনাফা ও সার্ভিস চার্জ আলাদা করা।

৯. মূলধন থেকে নয়, বরং অর্জিত মুনাফার একটি অংশ তাবাররু ফান্ডে জমা করা।

১০. তাবাররু ফান্ডের অর্থ দিয়ে বিপদ মোকাবিলার পর মেয়াদান্তে যা অবশিষ্ট থেকে যাবে তা সুনির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী শেয়ার হোল্ডারদেরকে ফিরিয়ে দেয়া কিংবা তাদের সম্মতিতে শরীয়া বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কোন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা।

১১. বীমা ব্যবস্থাকে ইসলামী জীবন বীমা ও ইসলামী সাধারণ বীমা এই দুইভাবে ভাগ না করা বরং একটিই কেবল ব্যবস্থা করা আর তা হলো ইসলামী বীমা। এর উদ্দেশ্য থাকবে বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করা।

---

৪৭. K.M Mortuza Ali, *Insurance in Islam, Some Aspects of Islamic Insurance,* ibid, p. 52

৪৮. *Ibid*, p. 51

www.pathagar.com

১২. শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে এই মনোভাব গড়ে তোলা যে, **এই প্রকল্প** শুধু আকস্মিক বিপদ ও বিপর্যয় মোকাবিলার জন্যই, কোন খারাপ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নয়; কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যেও নয়।

উক্ত নীতিমালার আলোকে যদি ইসলামী বীমা পরিচালনা করা যায়, তাহলে বৈধ উপায়ে বীমা সেক্টরে বিপ্লব সাধন করা সম্ভব।.[৪৯]

ইসলামী বীমার ক্রটিসমূহ

বাংলাদেশে ইসলামী বীমা কোম্পানিগুলোর শরীয়াহ বোর্ড থাকার পরও পরিপূর্ণভাবে ক্রটিমুক্ত হতে পারছে না। শরীয়াহ বোর্ড তো বিধিমালা প্রণয়ন ও পরামর্শ প্রদান করে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে তা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন না হলে তো আর ক্রটিমুক্ত হচ্ছে না। নিম্নে ইসলামী বীমার ক্রটিগুলো আলোচনা করা হলো।

১. উপযুক্ত জনশক্তির অভাব

ইসলামী আইন ও ইসলামী বীমার রূপরেখা সম্পর্কে অভিজ্ঞ জনবল না থাকার কারণে ইসলামী তাকাফুল চালানো হচ্ছে এমন সব ব্যক্তিবর্গ দিয়ে যারা ইসলামী অর্থনীতি ও তাকাফুল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। তাঁরা প্রায় সকলেই প্রচলিত সুদী বীমা থেকে এসেছেন। ফলে দীর্ঘ দিনের চর্চা ও অভ্যাসে গড়ে ওঠা মন-মানসিকতা ও কর্মপদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়ায় নতুনকে সহজে গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁরা বরং বোর্ড অব ডিরেকটরস ও শরীয়াহ কাউন্সিলকে তাঁদের সুবিধামত ব্যাখ্যা ও কর্মকৌশলই কায়দা করে উপস্থাপন করে সেটাই অনুমোদন করিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে থাকেন। দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রেও এই তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। অপর পক্ষে কারো আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলেও ইসলামী তাকাফুলের ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার কারণে বহুক্ষেত্রে তার বাস্তব প্রতিফলন না হয়ে ঘটে বিপরীত। ফলে ইসলামী বীমাকে ক্রটি মুক্ত রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

২. কমিটমেন্টের অভাব

ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নের যথার্থ কমিটমেন্ট না থাকলে কোন সৎকাজও শেষ অবধি সফলতার মুখ দেখে না। অথচ ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে তাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই জনশ্রুতিতে রটেছে, ইসলামী বীমা কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের অনেকেই ইসলামের প্রতি আনুগত্য নেই, তাঁরা বেতনভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠানের ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে কতখানি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দেবেন, তা প্রশ্ন সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

---

৪৯. Tarek EL Diwany, *ibid*, p. 327

www.pathagar.com

৩. তথ্য বিকৃতি ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ব্যাপকতা

ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে আরেকটি ত্রুটি যা বড় আকার ধারণ করেছে তা হলো বীমাপত্র বিক্রির জন্য মাঠকর্মীদের দ্বারা সৃষ্ট তথ্য বিকৃতি, অর্ধসত্য বক্তব্য ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। গ্রাহক বীমা পলিসি কিনলে তবেই মাঠকর্মী কমিশন পাবে, সুতরাং নানাভাবে 'ছয়কে নয়' এবং 'নয়কে ছয়' করে পলিসি বিক্রির প্রবণতা বেড়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে যা ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের বাণী:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾

তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যে সব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে, তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম।[৫০]

৪. মুদারাবা ও তাবাররু ফান্ডকে একীভূত করণ

ইসলামী বীমায় মুদারাবার হিসাব থাকবে আলাদা এবং তাবাররুর হিসাব থাকবে আলাদা। কিন্তু প্রায় কোম্পানিই নিজেদের সুবিধার্থে উভয় ফান্ডকে একীভূত করে পরিচালনা করে, যা ইসলাম সমর্থিত নয়।

- প্রিমিয়াম হতেই তাবাররু গ্রহণ না করে তার পরিবর্তে অর্জিত মুনাফার একটা নির্দিষ্ট অংশ তাবাররু হিসেবে জমা রাখলে অধিকতর ত্রুটিমুক্ত হত। অথচ কোন কোম্পানিই তা করছে না। তারা নির্ধারিত কিস্তি হতে একটি অংশ তাবাররু ফান্ডে জমা রাখছে; এ যেন জোর করে দান আদায় করার মত হয়ে গেল। বাণিজ্যিকভাবে এ ধরনের কাজকে ইসলাম সমর্থন করে না। বীমা করলেই তাবাররু ফান্ডে একটি অংশ রাখতে হবে। এ ধরনের শর্তও ইসলাম সমর্থিত নয়।
- শরীয়াহ্ বোর্ড থাকার পরও শরীয়াতের সকল বিধি-বিধান বাস্তবায়ন না করে আংশিক বাস্তবায়ন করা এবং তাতেই সন্তুষ্টি লাভ করা। এতে হালালের সাথে হারাম মিলে মিশে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ এই ব্যাপারে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো খুব আন্তরিক নয়। অথচ শরীয়াহ্ কাউন্সিল হবে বীমা প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শরীয়াহ্ কাউন্সিল প্রতিদিনের কাজ তদারকির জন্য দায়ী থাকবে।[৫১]
- কিছু বীমা কোম্পানি তাদের অর্থ সুদী ব্যাংকে লেনদেন করে থাকে। এমনকি কিছু সুদী ব্যাংকও নিজেরা ইসলামী বীমা প্রকল্প খুলে বসেছে এবং তার অর্থ নিজেদের

---

৫০. আল-কুরআন, ১৬ : ১১৬

৫১. M. Zohurul Islam, FCA, *Financial and Accounting operations of an Islamic takaful company : A proposed scheme, Some Aspects of Islamic Insurance*, ibid, p. 7

www.pathagar.com

সুদী ব্যাংকের সাথে একীভূত করে লেনদেন করছে। সুদের নিষিদ্ধতা ইসলামী অর্থনীতি ও আর্থিক ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ। এই নিষেধাজ্ঞাকে নির্বাসিত করা অথবা ইসলামী বিশ্বাসের প্রতিকূলে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। সুদের নিষেধাজ্ঞা মানবতার জন্য অন্যান্য আশীষগুলোর মধ্যে অন্যতম। মানবিক দ্বন্দ্বের মূলোৎপাটনে সুদের এই নিষেধাজ্ঞা অন্যতম প্রতিষেধক'।[৫২]

- ইসলামী বীমা কোম্পানিগুলো প্রিমিয়ামের টাকা কোথায় রাখছে, কোথায় বিনিয়োগ করছে, কীভাবে কত লাভ আসছে, কোন খাত থেকে আসছে এবং কত টাকা ব্যয় হচ্ছে এসব কিছুর সুস্পষ্ট ধারণা তারা গ্রাহককে দিচ্ছে না। এ যেন এক অস্পষ্ট ব্যবসা। হারাম খাইয়ে হালাল বলে দিলেও এতে করার কিছু নেই। 'ইসলামে শুধু বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে নয় বরং সব বাণিজ্যিক লেনদেনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল তথ্য প্রকাশ করা অপরিহার্য। প্রথাগত বীমা চুক্তিতে সর্বোচ্চ সরল বিশ্বাসে সব ধরনের চুক্তি সম্পাদন করা হয়। কোনো চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বস্তুগত তথ্যের ঘোষণা দেয়া আবশ্যক'।[৫৩]
- বাংলাদেশে চারটি ইসলামী বীমা কোম্পানি ও একাধিক প্রচলিত জীবন বীমায় ইসলামী তাকাফুল প্রকল্প চালু রয়েছে। কিন্তু এদের ব্যাপারে বিশেষ বিধি-বিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এখনও দেশে প্রচলিত সুদী বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১৯৩৮ সালের বীমা আইন প্রচলিত রয়েছে। যার ফলে ইসলামী তাকাফুল কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ইসলামী তাকাফুল ব্যবস্থা চালু করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এছাড়াও আরো ছোট খাটো কিছু ত্রুটি রয়েছে, যেগুলো সংশোধন করা একান্ত অপরিহার্য।

উপসংহার

ইসলামের সকল বিধান মানবতার কল্যাণের জন্য। আর সকলে আমরা সকলের তরে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে- এটাই হচ্ছে ইসলামের মূল শিক্ষা। সুতরাং বীমা ব্যবস্থাকে যদি রিবা, মাইসির ও গারার মুক্ত করে সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখে ইসলামী বিধান মোতাবেক পরিচালনা করা যায়, তবে তা অবশ্যই বৈধ বলে গণ্য হবে এবং এর দ্বারা মানবতার কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হবে। এ জন্য প্রয়োজন শরী'আহ আইন অনুসরণে জনসাধারণের নিকট বীমা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সকল শ্রেণীর ও পেশার মানুষের সহযোগিতা। একই সাথে প্রয়োজন দেশের অভিজ্ঞ ইসলামী আইনবিদ ও অর্থনীতিবিদগণের সমন্বয়ে একটি কার্যকর শরী'আহ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা। তবেই বীমা ব্যবস্থাকে সকল প্রকার ত্রুটি মুক্ত করে পরিচালনা সম্ভব।

---

৫২. কে.এম. মোরতুজা আলী, বীমার ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক বিধান ও অর্থায়ন নীতিমালার প্রয়োগ, *ইসলামি ব্যাংকস্ সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল*, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০০৪, পৃ. ৬৪

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা

(জানুয়ারী-মার্চ ২০০৫- অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪)

(১ম থেকে ৪০তম সংখ্যা)

১ম সংখ্যা : জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামী শরীয়তের তাৎপর্য ও উৎস	**ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম** চেয়্যারম্যান, কুরআন বিভাগ খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০২	ইসলামী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানবিক কল্যাণ ও প্রয়োজনের গুরুত্ব	**আল্লামা ইবনে কাইয়েম** তিনি সপ্তম হিজরীর শেষার্ধে দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৫১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। অষ্টম হিজরী শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিনি পরিচিত। অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ
০৩	ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	**আলহাজ্জ বদিউল আলম** সাবেক সভাপতি চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবি সমিতি
০৪	ইসলামী দণ্ডবিধি	**ড. আবদুল আযীয আমের** অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম
০৫	বাংলাদেশ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা ও মানবাধিকার	**শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া** প্রাবন্ধিক ও আইনবিদ
০৬	আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রে অনৈসলামী আইন : সমস্যা ও সমাধান	**এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম** জেনারেল সেক্রেটারি, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ ও সিনিয়র এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ

www.pathagar.com

০৭	আইনের দৃষ্টিতে বীমা	**ড. হোসাইন হামেদ হাস্সান** কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, মুহাম্মদ বিন সনোসী বিশ্ববিদ্যালয় লিবিয়া, বাদশা আবদুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয় সৌদি আরব, কায়েদে আযম ও আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামাবাদ-এর সাবেক অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ। অনুবাদ : আবু জামিল
০৮	ইসলামী ব্যাংকিং এ মুরাবাহা পদ্ধতি : সমস্যা ও প্রতিকার	**আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ** রিসার্চ অফিসার, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
০৯	ইসলাম ও সন্ত্রাস	**ড. আবদুল মুগনী** অনুবাদ : নূরুল ইসলাম সরকার
১০	যৌতুক সামাজিক অশান্তি ছড়িয়ে দেয়	**অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান** প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক ও সংগঠক
১১	ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কুরআনের আইন	**মু. শওকত আলী** বোর্ড সেক্রেটারী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

২য় সংখ্যা : এপ্রিল- জুন ২০০৫

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামী শরীয়তের সাধারণ বৈশিষ্ট্য	**ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম** চেয়্যারম্যান, কুরআন বিভাগ খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০২	ইসলামে সুন্নাহর গুরুত্ব	**আল্লামা ইবনে কাইয়েম** অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ
০৩	ইসলামী আইনে সুদ	**মাওলানা মুখলেছুর রহমান** গবেষক, মুদাররিস, মাদরাসাতুল মদীনা, ঢাকা
০৪	বাংলাদেশে ইসলামী জীবন বীমা : সমস্যা ও সম্ভাবনা	**কাজী মোঃ মোরতুজা আলী** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
০৫	ইসলামী দণ্ডবিধি	**ড. আবদুল আযীয আমের** অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

www.pathagar.com

০৬	মেয়েদের বিশের আগে বিয়ে নয় : আমরা কোন দিকে এগোচ্ছি	**হাফেজা আসমা খাতুন** প্রাবন্ধিক, ইসলামী চিন্তাবিদ সদস্য, জাতীয় পরিষদ
০৭	প্রচলিত বাইয়ে মুআজ্জালের রূপরেখা ও ইসলামী আইন	**মুফতী সাইয়েদ সাইয়াহ উদ্দীন** পাকিস্তানের বিশিষ্ট গবেষক, আলেম ও গ্রন্থকার অনুবাদ : মুখলেসুর রহমান
০৮	ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য	**ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ** বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, গবেষণা কর্মকর্তা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
০৯	নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিধান	**শফীকুল ইসলাম গওহরী** গবেষক, মুদাররিস, দারুল উলুম রামপুরা, ঢাকা
১০	ইসলামে মেহনতি পশুর অধিকার	**অধ্যাপক হারুনুর রশীদ খান** প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক ও সংগঠক
১১	মুসলিম পার্সোনাল ল' এর শরীয়ত বিরোধী ধারাগুলো সংশোধন	**মুফতী ও বিশেষজ্ঞ আলেমগণের অভিমত**
১২	লেনদেন সংক্রান্ত কুরআনের আইন	**মু. শওকত আলী** বোর্ড সেক্রেটারি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:

৩য় সংখ্যা : জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০০৫

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ফতোয়া দানে সতর্কতা ও ইজতিহাদের বৈশিষ্ট্য	**আল্লামা ইবনে কাইয়েম** অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০২	ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব কেন?	**মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী** আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও একজন বরেণ্য ভারতীয় আলেম অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০৩	বাইয়ে সালাম : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	**মাওলামা মুখলেসুর রহমান হাবীব** মুদাররিস, গবেষক ও প্রবন্ধকার
০৪	ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহের যুক্তির ভিত্তি	**ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম** চেয়্যারম্যান, কুরআন বিভাগ খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

০৫	ইসলামে পারিবারিক জীবন	**অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ** সম্পাদক, মাসিক তরজমানুল কুরআন (উর্দু)। পাকিস্তানের একজন নন্দিত ইসলামী চিন্তাবিদ, কলামিস্ট ও গ্রন্থকার। অনুবাদ : মীযানুল করীম
০৬	ইসলামী দণ্ডবিধি	**ড. আবদুল আযীয আমের** অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম
০৭	শরীয়াহ আইন সংকলন প্রক্রিয়া : ঐতিহাসিক আলোচনা	**ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান** সহযোগী অধ্যাপক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৮	আইন বিজ্ঞানের ইতিহাস	**ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ** জন্ম হায়দারাবাদ, ভারত। বিশ্ববরেণ্য মুসলিম মনীষী ও গবেষক এবং কয়েকটি কালজয়ী গ্রন্থের লেখক। অনুবাদ : নূরুল ইসলাম সরকার
০৯	তালাক একটি প্রয়োজনীয় বিধান	**সাইয়েদ জালাল উদ্দীন উমরী** একজন ভারতীয় আলেম ও আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা। অনুবাদ : মাওলানা আবদুস সাত্তার
১০	আল-কুরআনে দণ্ডবিধি	**মু. শওকত আলী** বোর্ড সেক্রেটারি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:

৪র্থ সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	সুদ ও ঋণ : ইসলামী শরীয়াহ'র বিশ্লেষণ	**ইমাম আবু বকর আল-জাস্সাস** জন্ম ৩০৫ হিঃ - মৃত্যু ৩৭০ হিঃ অনুবাদ : এম রহমান হাবীব
০২	ইসলামে পানি আইন ও বিধিমালা	**মুহাম্মদ নূরুল আমীন** গবেষক ও প্রাবন্ধিক
০৩	বীমা ব্যবসায় সুদের অস্তিত্ব প্রমাণ ও আরোপিত অভিযোগের জবাব	**ড. হোসাইন হামেদ হাস্সান** অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ

www.pathagar.com

০৩	বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ স. এর বহুবিবাহ : একটি পর্যালোচনা	**আবু জাফর মুহাম্মদ ইউসুফ** এম. ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৪	ইসলামী দণ্ডবিধি	**ড. আবদুল আযীয আমের** অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম
০৫	ইসলামে পানিনীতি ও বিধিমালা	**মুহাম্মদ নূরুল আমিন** গবেষক ও প্রাবন্ধিক
০৬	ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ : আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ	**ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর** সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
০৭	আল-কুরআনের বিধান	**মু. শওকত আলী** বোর্ড সেক্রেটারি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
০৮	সেমিনার : ইসলাম ও সন্ত্রাস : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	**শহীদুল ইসলাম**

৬ষ্ঠ সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০০৬

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	রসূল স. এর বিচার	**ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ আল আন্দালুসী** অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ
০২	ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে ঘুষ	**ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী** সহকারী অধ্যাপক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৩	ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য ও কল্যাণসমূহ	**ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম** চেয়্যারম্যান, কুরআন বিভাগ খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০৪	ইসলামী দণ্ডবিধি	**ড. আবদুল আযীয আমের** অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম
০৫	ইসলামে পানি আইন ও বিধিমালা	**মুহাম্মদ নূরুল আমিন** সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক
০৬	আধুনিক ব্যাংকিং ও ইসলামী অর্থব্যবস্থা	**মুখলেসুর রহমান হাবীব** মাদরাসার শিক্ষক, গবেষক, প্রবন্ধকার

www.pathagar.com

০৭	অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ইসলাম	**কে. এম. মোরতুজা আলী** ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
০৮	কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে মুসলিম পারিবারিক আইনের সপ্তম ধারা	**মুফতী মুহাম্মদ ইয়াহইয়া** মুফতী ও অধ্যাপক ইসলামিক দাওয়া সেন্টার, ঢাকা
০৯	'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) বিল, ২০০৬' : প্রাসঙ্গিক কথা	**শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া** আইনবিদ, গবেষক ও প্রাবন্ধিক
১০	যৌন অপরাধ : আল-কুরআনের বিধান	**মু. শওকত আলী** বোর্ড সেক্রেটারি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

৭ম সংখ্যা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৬

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামী আইনে নারী ও পুরুষের অধিকার	**প্রফেসর ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম** ডিন, আইন অনুষদ বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০২	আল-কুরআনের আলোকে কৃপণতা : একটি আর্থ-সামাজিক অপরাধ	**জাফর আহমদ** প্রিন্সিপাল অফিসার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ উত্তরা শাখা, ঢাকা
০৩	রসূল স. নিযুক্ত বিচারকমণ্ডলী ও রসূল স. নির্দেশিত বিচারকের শিষ্টাচার	**ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ আল আন্দালুসী** জন্ম ৫৪০ হিঃ- মৃত্যু ৫৯২ হিঃ অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ
০৪	রিবা (সুদ) অর্থনীতির একটি ধ্বংসাত্মক উপাদান	**মুহাম্মদ মূসা** সহকারী সম্পাদক ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার ও সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থার কর্মকর্তা।
০৫	ইসলামী শরীয়তের লক্ষ ও কল্যাণসমূহ	**ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম** চেয়্যারম্যান, কুরআন বিভাগ খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০৬	ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান	**মুহাম্মদ নূরুল আমিন** সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং গবেষক

www.pathagar.com

০৭	ইসলামে বিয়ে ও বিয়ের আইন কানুন	**মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী** আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও একজন বরেণ্য ভারতীয় আলেম। অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০৮	ইনসাফের ঝলক	**আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ** রিসার্চ অফিসার, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
০৯	ইসলামী দণ্ডবিধি	**ড. আবদুল আযীয আমের** অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম
১০	আল কুরআনে অসৎ ব্যবহার, মানহানিকর আচরণ এবং গোপনে দোষ খোঁজার বিধান	**মু. শওকত আলী** বোর্ড সেক্রেটারি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

৮ম সংখ্যা : অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০০৬

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামের ইতিহাসে উগ্রপন্থী দল এবং তাদের সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিভংগি	**ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর** সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
০২	ইসলামী দণ্ডবিধি	**ড. আব্দুল আযীয আমের** অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম
০৩	ইসলামে পানি আইন ও বিধিবিধান	**মুহাম্মদ নূরুল আমিন** সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং গবেষক
০৪	আইন প্রণয়ন ও বিচার ব্যবস্থা	**ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ** জন্ম হায়দারাবাদ, ভারত। বিশ্ববরেণ্য মুসলিম মনীষী ও গবেষক এবং কয়েকটি কালজয়ী গ্রন্থের লেখক অনুবাদ : রবাব রসাঁ
০৫	মীরাসী আইন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	**জাফর আহমাদ** প্রিন্সিপাল অফিসার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
০৬	আকযিয়াতুল রসূল স.	**ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ আল আন্দালুসী** অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ
০৭	মৌল কর্তব্য : আল-কুরআনের বিধান	**মু. শওকত আলী** বোর্ড সেক্রেটারি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

www.pathagar.com

৯ম সংখ্যা : জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামী শরীআহ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	**ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০২	জমি ক্রয়-বিক্রয়ে শফী তথা অংশীদার ও প্রতিবেশীর অধিকার এবং প্রচলিত প্রি-এমশন আইন	**জাফর আহমাদ** প্রিন্সিপাল অফিসার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
০৩	রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় নারী নেতৃত্ব	**মুহাম্মদ মূসা** একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কর্মকর্তা।
০৪	ইসলামী দণ্ডবিধি	**ড. আব্দুল আযীয আমের** অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম
০৫	ইসলামী আইনের বিকৃতি ও হিলার অপব্যবহার	**ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ** সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৬	নারীর পারিবারিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিধান ও প্রচলিত আইন	**নাহিদ ফেরদৌসী** সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল' বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৭	আকযিয়াতুল রসূল স.	**ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ আল আন্দালুসী** অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ
০৮	আল কুরআনে মধ্যস্থতার বিধান (Arbitration)	**মু. শওকত আলী** বোর্ড সেক্রেটারি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

১০ম সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০০৭

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	**জাফর আহমাদ** প্রিন্সিপাল অফিসার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
০২	পানাহারে হালাল ও হারাম	**ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

www.pathagar.com

০৪	ইসলামী শরীয়তের বিধানের দুটি যৌক্তিক ভিত্তি : ইজমা ও কিয়াস	**ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম** চেয়্যারম্যান, কুরআন বিভাগ খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০৫	ইসলামী দণ্ডবিধি	**ড. আবদুল আযীয আমের** অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম
০৬	ইসলামী মূল্যবোধের নিরিখে ভেজাল মজুদদারী ও মূল্যবৃদ্ধি	**মুখলেসুর রহমান হাবীব** শিক্ষক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক
০৭	'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১' এ পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীর উত্তরাধিকার : ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক একটি পর্যালোচনা	**ড. মোহাম্মদ মানজুরে-ইলাহী** সহকারী অধ্যাপক ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর
০৮	ইসলামী বিচার ব্যবস্থা : বিচারকের শিষ্টাচার প্রসঙ্গে	**মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান** গবেষক ও প্রাবন্ধিক সভাপতি, ইসলাম প্রচার সমিতি বাংলাদেশ
০৯	রফতানি বাণিজ্যেও শরয়ী বিধান	**বিচারপতি আল্লামা তকী উসমানী** পাকিস্তানের শরীয়া কোর্টের সাবেক বিচারপতি। আন্তর্জাতিক ইসলামী স্কলার। অনুবাদ : মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম গওহরী
১০	জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ : আল-কুরআনের বিধান	**মু. শওকত আলী** বোর্ড সেক্রেটারি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, জয়েন্ট সেক্রেটারি, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

৫ম সংখ্যা : জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য ও কল্যাণসমূহ	**ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম** চেয়্যারম্যান, কুরআন বিভাগ খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০২	বহু বিবাহ ও বর্তমান সমাজ	**ড. হাসান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন** প্রধান, দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

www.pathagar.com

০৩	ইসলামে সর্বজনীন মানবাধিকার : প্রেক্ষিত অমুসলিম অধিকার	**ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান** সহকারী অধ্যাপক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৪	ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য : শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় লাভের উপায়	**ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম** অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০৫	ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান	**মুহাম্মদ নূরুল আমিন** সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং গবেষক
০৬	গার্মেন্টস শিল্পে দুর্ঘটনা, প্রচলিত আইন ও বাস্তবতা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	**নাহিদ ফেরদৌসী** সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৭	ইসলামী দণ্ডবিধি	**ড. আব্দুল আযীয আমের** অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম
০৮	কুরআনের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান-দর্শন	**মেহদী গুলশানী** অনুবাদ : ডা. মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান
০৯	ন্যায়বিচারের গুরুত্ব	**মু. শওকত আলী** বোর্ড সেক্রেটারি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

১১তম সংখ্যা : জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০০৭

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	সম্পদে নারীর অধিকার : একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা	**মুহাম্মদ ছাইদুল হক** সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব সোশাল সায়েন্স হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০২	ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সমস্যাবলী : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	**মোহাম্মদ আনিসুর রহমান** একটি সরকারি কলেজের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের প্রভাষক
০৩	ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য : শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় লাভের উপায়	**ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম** অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০৪	ইসলামে পানি আইন ও বিধিবিধান	**মুহাম্মদ নূরুল আমিন** সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং গবেষক
০৫	ইসলামী দণ্ডবিধি	**ড. আবদুল আযীয আমের** অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

www.pathagar.com

০৬	ইয়াতিমের অধিকার ও ইসলাম	**জাফর আহমাদ** প্রিন্সিপাল অফিসার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
০৭	আকযিয়াতুল রসূল স.	**ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ আল-আন্দালুসী** অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ
০৮	যৌন জীবন সম্পর্কে আল-কুরআনের বিধান	**মু. শওকত আলী**

১২তম সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষ্য : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	**ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক** সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব সোশাল সায়েন্স হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০২	হাদীসের ইতিহাস	**ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ** অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ রাশেদ
০৩	ভূমির মালিকানা : প্রেক্ষিত ইসলাম	**ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান** প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা আলাতুন্নেছা কলেজ, বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা
০৪	ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান	**মুহাম্মদ নূরুল আমিন** সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং গবেষক
০৫	ইসলামে পোশাক আইন : একটি পর্যালোচনা	**মুহাম্মদ নাজমুল হুদা সোহেল** এম এ অধ্যয়নরত, আই আই ইউ সি
০৬	ইসলামী দণ্ডবিধি	**ড. আবদুল আযীয আমের** অনুদাব : শহীদুল ইসলাম
০৭	যৌন জীবন সম্পর্কে আল-কুরআনের বিধান	**মু. শওকত আলী** বোর্ড সেক্রেটারি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

১৩তম সংখ্যা : জানুয়ারী-মার্চ ২০০৮

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামী আইনে নরহত্যা ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধি : একটি তুলনামূলক আলোচনা	**মুহাম্মদ মূসা** ইসলামী আইনের গবেষক, গ্রন্থকার এবং একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা

www.pathagar.com

০২	দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত ও ওশর এর ভূমিকা	**মোহাম্মদ আনিসুর রহমান** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঘিওর সরকারী কলেজ, ঘিওর, মানিকগঞ্জ।
০৩	নারী অধিকার রক্ষায় ইসলামের উত্তরাধিকার আইন	**জাফর আহমাদ** গবেষক, প্রাবন্ধিক, প্রিন্সিপাল অফিসার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
০৪	দীন শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য	**ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম** অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০৫	বছরের মাঝে বর্ধিত মালের যাকাত	**মুহাম্মদ আবদুল মান্নান** প্রাবন্ধিক ও গবেষক, মুফতী, দারুল ইফতা বাংলাদেশ
০৬	যৌতুক প্রথা ও ইসলাম	**নাহিদ ফেরদৌসী** সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল' বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৭	ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান	**মো. নূরুল আমিন** সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং গবেষক
০৮	ইসলামী দণ্ডবিধি	**ড. আবদুল আযীয আমের** অনুদাব : শহীদুল ইসলাম

১৪তম সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০০৮

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুন্নাতে রসূল স. এর গুরুত্ব	**ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম** ডীন, আইন অনুষদ বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০২	ইসলামী আইনে নরহত্যা ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধি : একটি তুলনামূলক আলোচনা	**মুহাম্মদ মূসা** ইসলামী আইনের গবেষক, গ্রন্থকার এবং একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা।
০৩	ঘরে প্রবেশ করার ইসলামী বিধান	**প্রফেসর আ.ন.ম. রফীকুল রহমান** চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৪	মদ ও নেশাদ্রব্য প্রসঙ্গে ইসলামে বিধান	**মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম গওহরী** মুহাদ্দিস, জামেয়া মদীনাতুল উলুম বড়গুনী, বাগেরহাট

www.pathagar.com

০৫	ইসলামী বিচার ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা	**ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক** সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব সোশাল সায়েন্স হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৬	ইসলামে দৃষ্টিতে বর্গাচাষ : একটি পর্যালোচনা	**ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বাড্ডা আলাতুন্নেসা কলেজ, গুলশান, ঢাকা
০৭	ইসলামী আইনে বিবাহ ও তালাক প্রসঙ্গ তালাকের অপব্যবহার ও কথিত হিল্লা বিবাহ	**আবু শিকা মুহাম্মদ শহীদ** রিসার্চ অফিসার ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
০৮	গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকের মজুরীর অধিকার ও ইসলামের বিধান	**নাহিদ ফেরদৌসী** সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল' বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

১৫তম সংখ্যা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৮

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	আইনের মূলনীতি শাস্ত্র ও ইজতিহাদ	**ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ** অনুবাদ : মুহাম্মদ রাশেদ
০২	বাংলাদেশে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা : সমস্যা ও উত্তরণ চিন্তা	**ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক** সহকারী অধ্যাপক স্কুল অব সোশাল সায়েন্স হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৩	ইসলামের দৃষ্টিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা	**অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী** প্রফেসর দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
০৪	ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল : কর্মক্ষেত্র ও কিছু প্রস্তাবনা	**মুহাম্মদ মুজাহিদ মূসা** ঢাকার একটি কলেজিয়েট স্কুলের প্রভাষক
০৫	ন্যায়বিচার সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য	**মুহাম্মদ মূসা** একটি সরকারী সংস্থার কর্মকর্তা

www.pathagar.com

০৬	শিশু আইন ১৯৭৪ : একটি আইনানুগ পর্যালোচনা	**নাহিদ ফেরদৌসী** সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল' বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৭	ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান	**মুহাম্মদ নূরুল আমিন** সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক
০৮	এদেশে এমন কোন আইন ও নীতি ফলপ্রসূ হবে না যা কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী	আইন ও বিচার প্রতিবেদন

১৬তম সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস	**ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান** সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০২	ইসলামী আইনে নরহত্যা ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধি : একটিতুলনামূলক আলোচনা	**মুহাম্মদ মূসা** গবেষক, গ্রন্থকার একটি সরকারী সংস্থার কর্মকর্তা
০৩	তাকলীদ : কেন কার জন্যে	**মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন** গবেষক, খতীব, মুহাদ্দিস আল-জামেয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া, ঢাকা
০৪	এতিম শিশুর উত্তরাধিকার সমস্যা : ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে একটি সমাধান প্রচেষ্টা	**ড. মো. শাহজাহান মণ্ডল** সহযোগী অধ্যাপক আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া **ড. রেবা মণ্ডল** সহযোগী অধ্যাপক আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
০৫	দীনের কল্যাণের হেফাযত কিভাবে সম্ভব	**ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম** অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০৬	ইসলামী ফিক্হ এর গুরুত্ব : একটি আলোচনা	**মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম** সরকারী কর্মকর্তা, পিএইচ.ডি গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

১৭তম সংখ্যা : জানুয়ারী-মার্চ ২০০৯

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামের আলোকে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য	**এহ্সান যুবাইর** সহকারী অধ্যাপক আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০২	যেনা-ব্যভিচার সম্পর্কে ইয়াহুদী-খৃস্ট ধর্মের বিধান : একটি পর্যালোচনা	**মুহাম্মদ মূসা** গবেষক, গ্রন্থকার একটি সরকারী সংস্থার কর্মকর্তা
০৩	ইমাম গাজালীর অর্থনৈতিক দর্শন	**ড. শওকী আহমদ দুনুয়া** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ঢাকা ক্যাম্পাস
০৪	ফিকহের মূলনীতি ও ব্যাপক নিয়ম	**মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী** ভারতের খ্যাতিমান গবেষক, আলেম
০৫	ওয়াক্ফ বিধান	**মাওলানা ফারুক আহমদ** শিক্ষক, আনোয়ারুল উলূম মাদরাসা পূর্ব রামপুরা, ঢাকা
০৬	ওয়াকফ, জনকল্যাণ এবং কিছু প্রস্তাব	**মুহাম্মদ মুজাহিদ মূসা** স্কুল শিক্ষক ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক
০৭	ইসলামে পানি আইন ও বিধি বিধান	**মুহাম্মদ নূরুল আমিন** সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক
০৮	মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনে আল্লাহর বিধান প্রয়োগ	**ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান** সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৯	মাদকাসক্তি : প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইন	**তারেক মুহাম্মদ জায়েদ** প্রভাষক বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১৮তম সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০০৯

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে কুরআনের মূলনীতি	**মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী** ভারতের খ্যাতিমান গবেষক, আলেম অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

০২	রসূলুল্লাহ স. এর যুগে ভূমি ব্যবস্থা	**ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বাড্ডা আলাতুন্নেসা কলেজ, গুলশান, ঢাকা
০৩	ইসলামী ফিক্হের আলোকে কালক্ষেপণ	**মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম** প্রাবন্ধিক, পিএইচ.ডি গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৪	যেনা-ব্যভিচার সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের বিধান ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধি	**মুহাম্মদ মূসা** গবেষক, গ্রন্থকার একটি সরকারী সংস্থার কর্মকর্তা
০৫	জন্ম নিবন্ধনের আইনগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপট : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	**নাহিদ ফেরদৌসী** সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৬	ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনে আল্লাহর বিধান প্রয়োগ	**ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান** সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৭	মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মতামত	**আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ**

১৯তম সংখ্যা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ফিকহের স্বরূপ ও তার অর্থের ক্রম সংকোচন	**মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী** ভারতের খ্যাতিমান গবেষক, আলেম অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০২	চুরির অপরাধ : ইসলামী শরীয়তের বিধান ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধি	**মুহাম্মদ মূসা** গবেষক, গ্রন্থকার একটি সরকারী সংস্থার কর্মকর্তা
০৩	ইসলামী আইনে জনসমাজের নিরাপত্তা : বিধান ও প্রণোদনা	**ড. মো: আনসার আলী খান** সাবেক বিভাগীয় প্রধান, ল' বিভাগ আই আই ইউ সি, ঢাকা ক্যাম্পাস
০৪	ইসলামে পানি আইন	**মুহাম্মদ নূরুল আমিন** সম্পাদক থট্স অন ইকোনমিক্স আইইআরবি এবং সহকারী সম্পাদক দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

০৫	ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনে আল্লাহর বিধান প্রয়োগ	**ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান** সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৬	আধুনিক তুরস্কে ইসলামের পুনরুত্থান	**মোহাম্মদ আনিসুর রহমান** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঘিওর সরকারী কলেজ, মানিকগঞ্জ

২০তম সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৯

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার : বাংলাদেশের দণ্ডবিধি ও ইসলামী শরীয়তের বিধান	**মুহাম্মদ মূসা** গবেষক, গ্রন্থকার একটি সরকারী সংস্থার কর্মকর্তা
০২	ইসলামী ফিক্‌হের বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতি	**মওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী** ভারতের খ্যাতিমান গবেষক, আলেম
০৩	আল-মাওসূয়াতুল ফিকহিয়্যা (ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ)-এর ভূমিকা	**মুহাম্মদ নাজমুল হুদা সোহেল** গবেষণা কর্মকর্তা বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা
০৪	মুনাফাখোরী, মজুদদারী, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও ভেজাল প্রতিরোধে করণীয় : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	**প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটোয়ারী** প্রফেসর দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
০৫	ইসলামী প্রেক্ষিতে ব্যাংক কার্ড : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ	**মুহাম্মদ রুহুল আমিন** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা
০৬	সুপ্রীম কোর্টকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কল্পে নিজের ক্ষমতা নিজেই প্রয়োগ করতে হবে	**এড. এ. কে. এম. বদরুদ্দোজা** গবেষক ও শিশু সংগঠক, আইনজীবি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
০৭	ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস-৫ নবী-রসূলদের যুগ ও মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ	**ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান** সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৮	দেশে দেশে ইসলামী আইন	**মুহাম্মদ নূরুজ্জামান** কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা

www.pathagar.com

২১তম সংখ্যা : জানুয়ারি-মার্চ ২০১০

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামী আইনে সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা	**ড. মুহাম্মদ আবূ ইউছুফ** আলেম, ফকীহ, উপাধ্যক্ষ তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা
০২	ফিক্‌হের উৎস	**মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী** ভারতের খ্যাতিমান গবেষক, আলেম অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০৩	মুনাফাখোরী, মজুদদারী, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও ভেজাল প্রতিরোধ করণীয় : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	**প্রফেসর ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী** প্রফেসর দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
০৪	আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ (ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ) এর ভূমিকা	**মুহাম্মদ নাজমুল হুদা সোহেল** গবেষণা কর্মকর্তা বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা
০৫	খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ভূমি ব্যবস্থা	**ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বাড্ডা আলাতুন্নেসা কলেজ, গুলশান, ঢাকা
০৬	ইসলামের পানি আইন ও বিধি বিধান	**মুহাম্মদ নূরুল আমিন** সম্পাদক থট্‌স অন ইকোনমিক্স আইইআরবি এবং সহকারী সম্পাদকদৈনিক সংগ্রাম
০৭	মানিলন্ডারিং অপরাধ ও বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন : একটি ইসলামী বিশ্লেষণ	**মুহাম্মদ রুহুল আমিন** প্রভাষক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ক্যাম্ব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা
০৮	সত্য ন্যায়বিচার ও সমতা ইসলামী আইনের ভিত্তি	**এ. কে. এম. বদরুদ্দোজা** গবেষক ও শিশু সংগঠক এডকোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট
০৯	নাইজেরিয়ায় ইসলামী বিচার ব্যবস্থা	**তারেক মুহাম্মদ জায়েদ**

www.pathagar.com

২২তম সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০১০

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	সুন্নাহ : ফিকহের দ্বিতীয় উৎস	**মওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী** ভারতের খ্যাতিমান গবেষক, আলেম অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব
০২	কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের বিবিধ অনুষঙ্গ ও তার ইসলামী বিধান	**মুহাম্মদ রুহুল আমিন** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা
০৩	বাংলাদেশে বিদ্যমান যেসব বিধান কুরআন-হাদীস বিরোধী	**মুহাম্মদ মূসা** গবেষক, গ্রন্থকার একটি সরকারী সংস্থার কর্মকর্তা
০৪	ভূমিকর : একটি পর্যালোচনা	**ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বাড্ডা আলাতুন্নেসা কলেজ, গুলশান, ঢাকা
০৫	আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা (ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ)-এর ভূমিকা	**মুহাম্মদ নাজমুল হুদা সোহেল** গবেষণা কর্মকর্তা বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা
০৬	ইসলামের পানি আইন ও বিধি বিধান	**মুহাম্মদ নূরুল আমিন** সম্পাদক থট্স অন ইকোনমিক্স, আইইআরবি এবং সহকারী সম্পাদক দৈনিক সংগ্রাম
০৭	বাংলাদেশে শিশু শ্রম নিরসনে আইনগত পদক্ষেপ : একটি পর্যালোচনা	**নাহিদ ফেরদৌসী** সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল' বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

২৩তম সংখ্যা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামে ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা	**ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ** অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০২	ইসলামী আইন ও বিচারে মানবিকতা ও অন্যান্য প্রসংগ	**ড. মোঃ শামছুল আলম** সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

০৩	মহানবী স. প্রবর্তিত অর্থপ্রশাসন ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান	**ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক** সহকারী অধ্যাপক, এসএসএইচএল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
০৪	ইসলামের উত্তরাধিকার আইন : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	**ড. মুহাম্মদ ইউসুফ** সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৫	শরীআহ আইনের উৎস ও বৈশিষ্ট্য : একটি পর্যালোচনা	**মো: মাসুদ আলম** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **মোহাম্মদ মিজানুর রহমান** এম. ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৬	শিশু ও কিশোর বিচারব্যবস্থার সংশোধন : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট	**নাহিদ ফেরদৌসী** সহকারী অধ্যাপক স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৭	সুলতানী আমলে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা (১২৯৬-১৫৪৫) : ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	**ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বাড্ডা আলাতুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজ বাড্ডা, ঢাকা
০৮	প্রচলিত ও ইসলামী আইনে মানহানি : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ	**তারেক মোহাম্মদ জায়েদ** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা **শহীদুল ইসলাম** সহকারী সম্পাদক ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

www.pathagar.com

২৪তম সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামী বিধানে রিবা : আধুনিক প্রেক্ষাপটে সংশয় নিরসন	**প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সোলায়মান** চেয়ারম্যান, দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া **মুহাম্মদ রুহুল আমিন** বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা
০২	দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় : কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি	**ড. মোঃ শামছুল আলম** সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৩	দারিদ্র্য নিরসন ও যাকাত	**ড. মুহাম্মদ ইউসুফ** সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৪	মুদারাবা কারবারের শরয়ী বিধান : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের এর প্রয়োগ	**ড. মুহাম্মদ কামরুজ্জামান** সহযোগী অধ্যাপক দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
০৫	বাংলাদেশে ইসলামী আইন : সমস্যা ও সম্ভাবনা	**ড. মোঃ মাসুদ আলম** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **মোহাম্মদ মিজানুর রহমান** এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৬	ইভটিজিং প্রতিরোধ : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট	**নাহিদ ফেরদৌসী** সহকারী অধ্যাপক (আইন) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
০৭	ইসলামে বাল্যবিয়ে : ইসলাম ও বর্তমান সমাজ	**মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম **মোহাম্মদ মুরশেদুল হক** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

২৫তম সংখ্যা : জানুয়ারী-মার্চ ২০১১

www.pathagar.com

২৬তম সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০১১

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	অসহায় শিশুর নিরাপত্তা আইন : একটি পর্যালোচনা	**ডক্টর মুহাম্মদ আবদুর রাহীম** সহযোগী অধ্যাপক, ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর **মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা
০২	ইসলামে ন্যায়বিচারে গুরুত্ব ও পদ্ধতি	**ড. মো: শামছুল আলম** সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৩	ইসলামী ব্যাংকে অনুসৃত বায়' মুরাবাহা বিনিয়োগ পদ্ধতি : একটি সমীক্ষা	**ড. মো: আখতারুজ্জামান** সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৪	কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শ্রম ও শ্রমনীতি	**মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ** প্রভাষক, আরবী বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
০৫	নবাবী আমলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা	**ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বাড্ডা আলাতুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজ, বাড্ডা
০৬	ইসলামে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বিধান	**মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম **মোহাম্মদ মুরশেদুল হক** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
০৭	বিচারবহির্ভূত হত্যা : প্রচলিত আইন ও ইসলামের ফৌজদারি নীতিমালার তুলনা	**মো : শাহাদাত হোসেন** প্রভাষক, আইন বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

www.pathagar.com

২৭তম সংখ্যা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	শিশু : আইনী ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ	**ড. মুহাম্মদ আবদুর রাহীম** সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর–১৭০৫
০২	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর পদ্ধতিভিত্তিক বিনিয়োগ ধারা : একটি পর্যালোচনা	**ড. মোঃ আখতারুজ্জামান** সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৩	ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদ	**ড. মুহাম্মদ ইউসুফ** সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৪	শিশু অপরাধ : বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশন আইনের উপযোগিতা	**ড. নাহিদ ফেরদৌসী** সহকারী অধ্যাপক (আইন) এস এস এইচ এল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৫	নারী উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	**মুহাম্মদ মাকছুদুর রহমান** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৬	সাম্প্রতিক বিষয় : ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের গবেষণা পদ্ধতি	**মুহাম্মদ রুহুল আমিন** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ ক্যামব্রিয়ান কলেজ, ঢাকা
০৭	ইসলামী আইনে সন্তানের ভরণপোষণ : একটি পর্যালোচনা	**মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা
০৮	মানবাধিকার ও ইসলাম	**মোহাম্মদ মুরশেদুল হক** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

২৮তম সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামে কন্যাশিশুর আর্থ-সামাজিক অধিকার	**ড. মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম** সহযোগী অধ্যাপক, ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০২	ইসলামের দৃষ্টিতে দরিদ্র ও দারিদ্র্য	**সারওয়ার মোঃ সাইফুল্লাহ্ খালেদ** সাবেক স্টাফ ইকনোমিস্ট (১৯৬৮-১৯৭০) পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকনোমিক্স, করাচি সাবেক প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ ও উপাধ্যক্ষ কুমিল্লা উইমেন্স কলেজ, কুমিল্লা, বাংলাদেশ
০৩	ওয়াকফ : একটি পর্যালোচনা	**ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাড্ডা আলাতুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজ, বাড্ডা, ঢাকা
০৪	প্রচলিত ও ইসলামী আইনে মানহানি প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা	**মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা
০৫	ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার	**আবুল মোকাররাম মোঃ বোরহান উদ্দিন** সহকারি অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঘিওর সরকারি কলেজ, মানিকগঞ্জ **মোঃ একরামুল হক** সহকারি অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ সরকারি শহীদ আসাদ কলেজ, নরসিংদী
০৬	ইসলামী আইনে তাকলীদ	**ড. মোঃ মাওদুদুর রহমান আতিকী** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা

www.pathagar.com

২৯তম সংখ্যা জানুয়ারী-মার্চ ২০১২

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা	**ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান** প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
০২	ইসলামে সাক্ষ্য আইন : একটি পর্যালোচনা	**মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৩	ইসলামী আইনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান ও সংযোজন : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	**মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক** এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৪	আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচারকের ভূমিকা	**এ এইচ এম শওকত আলী** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা
০৫	ইসলামী ব্যাংকিং ও করযে হাসানা : একটি প্রস্তাবনা	**জাফর আহমাদ** প্রিন্সিপাল অফিসার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
০৬	গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : প্রেক্ষিত ইসলাম	**ড. মোঃ শামছুল আলম** সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা **রাফিয়া সুলতানা** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৭	ব্যবসা-বাণিজ্যে দালালি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	**আকলিমা** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ সরকারি বাংলা কলেজ, ঢাকা **আবু নাঈম মোঃ শহীদুল ইসলাম** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

www.pathagar.com

৩০তম সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০১২

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে ইসতিহসান : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ	**মুহাম্মদ রুহুল আমিন** পিএইচ.ডি গবেষক, ফিকহ ও উসূলে ফিক্হ বিভাগ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া **মারুফ বিল্লাহ নূর মুহাম্মদ** এল.এল.বি. (অনার্স), আইন অনুষদ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া
০২	ইসলামী জীবন দর্শনে বিচার পদ্ধতি	**এ. এইচ. এম শওকত আলী** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা
০৩	প্রচলিত ও ইসলামী আইনে উপার্জন প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা	**মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
০৪	ব্যবসায়-বাণিজ্যে ক্রেতার স্বাধীনতা : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	**ড. মো. মাসুদ আলম** সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৫	ভোক্তা অধিকার : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত	**এহতেশামুল হক** প্রভাষক, আইন বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৬	ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম	**ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক** সহকারী অধ্যাপক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৭	প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক বাংলায় ভূমির মালিকানা : একটি পর্যালোচনা	**ড. মুহাম্মদ আতীকুর রহমান** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ আলাতুননেসা স্কুল এন্ড কলেজ বাড্ডা, ঢাকা
০৮	বুক রিভিউ : Sales and contracts in early Islamic commercial law	**মুহাম্মদ রাশেদ** সিনিয়র রিসার্চ অফিসার 'সার্চ' SURCH (এ হাউজ অব সার্ভে রিসার্চ)

www.pathagar.com

৩১তম সংখ্যা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	মদীনা সনদ : বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান	**ড. আ ক ম আবদুল কাদের** প্রফেসর, আরবী বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
০২	ইসলামী আইনে তাযীর : ধরন ও প্রকৃতি	**মো : আমিরুল ইসলাম** গবেষক ও প্রাবন্ধিক
০৩	ব্যভিচার প্রতিরোধে প্রচলিত ও ইসলামী আইন : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা	**ড. মো. শফিকুল ইসলাম** সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
০৪	অংশীদারি ব্যবসায় অর্থায়ন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	**ড. মো. মাসুদ আলম** সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৫	নারী-পুরুষের বিবাহে ধর্ম প্রসঙ্গ : একটি আইনী ও নৈতিক পর্যালোচনা	**মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
০৬	মালিকানা বিহীন ভূমি উন্নয়ন ও বণ্টননীতি	**ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ আলাতুনন্নিসা স্কুল এন্ড কলেজ, বাড্ডা, ঢাকা
০৭	ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ : একটি পর্যালোচনা	**মোহাম্মদ আবু সাঈদ** পিএইচ.ডি. গবেষক আল-হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
০৮	ব্যবসায়-বাণিজ্যে মজুদদারি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	**কামরুজ্জামান শামীম** পিএইচ. ডি. গবেষক, আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

৩২তম সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১২

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা	**ড. নাহিদ ফেরদৌসী** সহকারী অধ্যাপক, সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০২	সম্পদে নারীর অধিকার : বাংলাদেশের সংবিধান ও ইসলামী আইনের আলোকে একটি পর্যালোচনা	**ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক** সহযোগী অধ্যাপক, সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০৩	দুর্নীতি দমন : ইসলামী আইনের ভূমিকা	**মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
০৪	বাংলাদেশের পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ও ইসলামী নৈতিকতা : একটি পর্যালোচনা	**মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা **ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৫	সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা	**শাহাদাৎ হুসাইন খান** শিক্ষার্থী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৬	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প : সমস্যা ও সুপারিশ	**মোঃ ফেরদাউসুর রহমান** সহকারী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

৩৩তম সংখ্যা : জানুয়ারি-মার্চ ২০১৩

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	আমদানি ও রপ্তানি কর্মে ব্যাংকিং সেবা প্রদান ও মুনাফা অর্জন : প্রেক্ষিত ইসলাম	**ড. মাহফুজুর রহমান** অধ্যাপক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

www.pathagar.com

০২	কৃত্রিম গর্ভোৎপাদন এবং টেস্ট টিউব বেবী : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	**মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান** এম. এম. (হাদীস) আল আজহার গ্রাজুয়েট চার্টার্ড ইসলামিক ফাইনান্স প্রফেশনাল (CIFP), পিএইচডি গবেষক, ইসলামী আইন ও ইসলামী ব্যাংকিং এন্ড তাকাফুল আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া
০৩	পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বিধিবদ্ধ আইন ও ইসলামী বিধান : একটি পর্যালোচনা.	**এহতেশামুল হক** প্রভাষক, আইন বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৪	বাংলাদেশে মাদক ও মাদকাসক্তির বিস্তার ও প্রভাব : উত্তরণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	**ড. মোঃ শামছুল আলম** অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **সৈয়দ আমিনুল ইসলাম** পিএইচ ডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৫	ইসলামী বীমার শরঈ ভিত্তি ও বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ দূরীকরণের উপায়	**মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
০৬	যৌতুক প্রতিরোধ : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট	**কামরুজ্জামান শামীম** প্রভাষক, আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৩৪তম সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০১৩

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	শরীয়া' আইনে দ্রুত বিচার নিষ্পত্তি : নীতিমালা ও শর্তাবলি	**মুহাম্মদ রুহুল আমিন** পিএইচ. ডি. গবেষক ফিক্হ ও উসূল আল-ফিক্হ বিভাগ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া
০২	ইসলামের আলোকে নিষিদ্ধ ব্যবসায় : একটি পর্যালোচনা	**ড. মোঃ মাসুদ আলম** সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

০৩	মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানান্তর ও সংযোজন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	**মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান** পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামী আইন, ইসলামী ব্যাংকিং ও তাকাফুল আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালায়শিয়া
০৪	ইসলামী আইনে হিবা : একটি পর্যালোচনা	**ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান** প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী **এ.এন.এম. মাসউদুর রহমান** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
০৫	ইসলামী ফিক্হ অধ্যয়ন : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ	**মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা **আবুশিফা মুহাম্মদ শহীদ** সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা
০৬	ইসলামে বীমাব্যবস্থা : মৌলভিত্তি ও বাংলাদেশে এর বিস্তার	**মোঃ অহিদুজ্জামান সরকার** প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ টংগী সরকারী কলেজ টংগী, গাজীপুর **হাসনা ফেরদৌসী** প্রভাষক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ জামালপুর
০৭	ইসলামী আইনে গর্ভপাত : একটি পর্যালোচনা	**তারেক বিন আতিক** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা **শাহাদাৎ হুসাইন খান** গবেষণা সহকারী, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা

www.pathagar.com

৩৫তম সংখ্যা : জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০১৩

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামের যাকাত ব্যবস্থায় 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের ব্যাপ্তি	**ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম** অধ্যাপক দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
০২	মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজাতিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তার স্বরূপ	**ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন** সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৩	রসূলুল্লাহ্ স.-এর অবমাননা : পরিণাম ও শাস্তি	**হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল** চেয়ারম্যান তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন, ঢাকা
০৪	দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা	**ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ** সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৫	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যবস্থা : একটি আইনী পর্যালোচনা	**ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৬	শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে আইনী জটিলতা : ইসলামী সমাধান	**মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ সরদার আছমত আলী মহিলা কলেজ মনোহরদী, নরসিংদী
০৭	বাংলাদেশে ইসলামী বীমার সমস্যা ও সম্ভাবনা : প্রেক্ষিত বীমা আইন-২০১০	**মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন** শিক্ষার্থী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

www.pathagar.com

৩৬তম সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	সুকূক ইস্যুকরণ ও এতে বিনিয়োগের শরয়ী নীতিমালা : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ	**মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান** পিএইচ.ডি গবেষক ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ বিভাগ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া **মুহাম্মদ রুহুল আমিন** পিএইচ.ডি গবেষক ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ বিভাগ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া
০২	ইসলামী বাণিজ্যিক আইনে রিবা'র পরিধি : একটি পর্যালোচনা	**জিয়াউর রহমান মুন্সী** প্রভাষক, আইন বিভাগ মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
০৩	ইসলামে সফরের বিধান ও মুসাফিরের সামাজিক নিরাপত্তা	**ড. মুহাম্মদ ইউসুফ** সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৪	ব্যবসা-বাণিজ্যে হালাল-হারাম পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা	**মোঃ আবদুল মান্নান** সিনিয়র লেকচারার ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ (জি.ই.ডি) বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৫	বিচারকার্যে নারীর কর্তৃত্ব : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	**কামরুজ্জামান শামীম** প্রভাষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৬	উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর আমলে বিচার ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা	**মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম** সিনিয়র লেকচারার ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০৭	ওসিয়্যাত : ইসলামী শরীয়তের আলোকে একটি পর্যালোচনা	**মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম** প্রভাষক (খণ্ডকালীন) আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ঢাকা ক্যাম্পাস

www.pathagar.com

৩৭তম সংখ্যা : জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	উমর ইব্ন আবদুল আযীয রহ.-এর বিচার ব্যবস্থা ও ফিক্হি ইজতিহাদ একটি পর্যালোচনা	**রাশীদাহ** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ঢাকা ক্যাম্পাস
০২	মুসলিম-অমুসলিম বিবাহ : শরয়ী বিধান	**মুহাম্মদ রবিউল আলম** প্রভাষক, আরবী বিভাগ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা চট্টগ্রাম
০৩	পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ	**ড. মোঃ মাসুদ আলম** সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়
০৪	শিশুর চারিত্রিক বিকাশে ইসলামের দিক নির্দেশনা ও করণীয়	**ড. আবু আইয়ুব মোঃ ইব্রাহীম** প্রভাষক মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা **শাহাদাৎ হুসাইন খান** সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা
০৫	ইসলামী আইনে নারীর সাক্ষ্য : একটি পর্যালোচনা	**অনুপমা আফরোজ** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
০৬	ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামের আইনী ব্যবস্থা	**মোঃ নুরুল আবছার চৌধুরী** সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ, লক্ষ্মীপুর **মোঃ আবদুল লতীফ** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ লক্ষ্মীপুর সরকারী কলেজ, লক্ষ্মীপুর
০৭	বুক রিভিউ 'আহকামুস সুজানা ওয়া হুকূকুহুম ফীল ফিকহিল ইসলামী'	**মুহাম্মদ যুবায়ের** সাবেক মুহাদ্দিস জামেয়া ইসলামিয়া মোমেনশাহী

www.pathagar.com

৩৮তম সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০১৪

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	মানবসম্পদ উন্নয়নে ইসলাম	**ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০২	নারীর কর্মের অধিকার ও ইসলাম	**মুহাম্মদ আজিজুর রহমান** এম.ফিল গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া
০৩	ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল : একটি পর্যালোচনা	**ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ** সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৪	সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা-এর সিলেবাসে ফিকহশাস্ত্র : একটি পর্যালোচনা	**মোঃ মনজুরুর রহমান** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগ সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
০৫	ইসলামী আইন ও ফিক্হশাস্ত্রে প্রাচ্যবিদদের রচনা ও গবেষণা : একটি পর্যালোচনা	**মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন** পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
০৬	ইসলামে পণ্যের মূল্যনির্ধারণ : একটি পর্যালোচনা	**মুহাম্মদ জুনাইদুল ইসলাম** প্রভাষক, আরবী বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

৩৯তম সংখ্যা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	ইসলামী আইনে 'আযীমাত ও রুখসাত : একটি পর্যালোচনা	**ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক** সহযোগী অধ্যাপক সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক ও ভাষা স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর
০২	আবাসগৃহে প্রবেশাধিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	**ড. আহমদ আলী** অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
০৩	মানবতার কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা	**মোঃ তৌহিদুল ইসলাম** সিনিয়র অফিসার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নিউ মার্কেট শাখা, ঢাকা

www.pathagar.com

০৪	আল-ফিকহুল মুকারান-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (হিজরী ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত) : একটি গ্রন্থভিত্তিক সমীক্ষা	**শাহাদাৎ হুসাইন খান** গবেষণা কর্মকর্তা বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা
০৫	খলীফা উসমান রা.-এর বিচারব্যবস্থা ও ফিকহী ইজতিহাদ : একটি পর্যালোচনা	**রাশীদাহ্** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ (সেনারক) আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ঢাকা ক্যাম্পাস

৪০তম সংখ্যা : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪

ক্রম	প্রবন্ধ	লেখক
০১	কনভেনশনাল ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজন পদ্ধতি : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ	**মুহাম্মদ রুহুল আমিন** পিএইচডি গবেষক, আল-ফিকহ ও উসূল আল-ফিক্‌হ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া
০২	অর্থনৈতিক অপরাধ প্রতিরোধ ও তাকওয়া : একটি পর্যালোচনা	**ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম** অধ্যাপক, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
০৩	বর্গাচাষ : ইসলাম ও বর্তমান সমাজ	**ড. শেখ মোঃ ইউসুফ** সহযোগী অধ্যাপক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **কামরুজ্জামান শামীম** প্রভাষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৪	নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন : পরিপ্রেক্ষিত ইসলাম	**ড. অনুপমা আফরোজ** সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
০৫	ইসলামী বীমা : একটি পর্যালোচনা	**মুহাম্মদ খাইরুল ইসলাম** খণ্ডকালীন প্রভাষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, ঢাকা ক্যাম্পাস
০৬	ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা	ইসলামী আইন ও বিচার ডেস্ক
০৭	গ্রন্থ পর্যালোচনা ইসলামী আইনের উৎস	**মারুফ বিল্লাহ** স্নাতকোত্তর গবেষক, তুলনামূলক আইন বিভাগ, নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান

(উপরোল্লিখিত সকল সংখ্যা সুলভ মূল্যে পত্রিকা অফিসে পাওয়া যাচ্ছে, স্টক সীমিত)

www.pathagar.com

গ্রন্থ পর্যালোচনা

ইসলামী আইনের উৎস

লেখক : মুহাম্মদ রুহুল আমিন, প্রকাশক : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ২০১৩, ISBN : 978-984-90208-6-8, মোট পৃষ্ঠা : ৩১২, মূল্য : ৩০০/-

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগাল এইড সেন্টার, ঢাকা থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত "ইসলামী আইনের উৎস" (Sources of Islamic Law) শীর্ষক গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় ইসলামী আইন বিষয়ক রচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। গ্রন্থটির লেখক আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ায় ফিক্হ ও উসূলুল ফিক্হ বিভাগে পিএইচ.ডি গবেষণারত বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মুহাম্মদ রুহুল আমিন ইতোমধ্যে ইসলামী আইন-বিচার, শাসনব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনীতি-ব্যাংক-ফাইন্যান্স বিষয়ক চিন্তাধর্মী রচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের বোদ্ধমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছেন। "ইসলামী আইনের উৎস" গ্রন্থটি অতি অল্প সময়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইসলামী আইনের বহুমাত্রিক উৎসের বর্ণনার মাধ্যমে এর নিত্যতা, স্থায়িত্ব ও সার্বজনীনতা প্রমাণই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। যেসব বিষয় ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদগণ একমত পোষণ করেছেন এবং যেসব বিষয়ের ব্যাপারে তাঁরা মতভেদ করেছেন এ দু'ধরনের উৎসেরই অবতারণা করে লেখক দেখিয়েছেন, মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ এমন কোন বিষয় নেই যার ইসলামী বিধান নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে গ্রন্থটির মুখবন্ধে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাবিতা আল-আলাম আল-ইসলামীর ফিক্হ কমিটির সদস্য মাওলানা মুহিউদ্দীন খান মন্তব্য করেছেন, "আমি মনে করি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সভ্যতার উৎকর্ষ, জীবনচারণের পরিবর্তন কোন কিছুই ইসলামী আইনের সার্বজনীনতা ও উপযোগিতাকে যে ব্যর্থ ও অকার্যকর প্রমাণ করতে পারবে না, গ্রন্থকার তা অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।"

বাংলা একটি সমৃদ্ধ ও প্রাচীন ভাষা হলেও বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষত ইসলামী আইনবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস বেশি দিনের নয়। অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে দীর্ঘদিন যাবত ইসলামী আইনের প্রয়োগ থাকলেও এ বিষয়ক তথ্যগ্রন্থ আরবী ও ফার্সিতে সীমিত ছিল। পরবর্তীতে আরবী ও ফার্সির পাশাপাশি উর্দুও যুক্ত হয়। কিন্তু পিছনে পড়ে থাকে বাংলা। এ কারণেই বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রামাণ্য গ্রন্থ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। বিশেষ করে ইসলামী আইনের বিভিন্ন দিকের উপর

www.pathagar.com

প্রণীত গ্রন্থ সংখ্যা একেবারেই অপ্রতুল। অথচ গুরুত্বের বিচারে এটি শীর্ষস্থানীয়। এ দিকটিই মূলত 'ইসলামী আইনের উৎস' প্রণয়নে গুরুত্ব পেয়েছে। "বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের সহায়ক এ ধরনের পুস্তকের অভাববোধ থেকে আমরা এ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি" প্রকাশক এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম-এর এ দাবি থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

পনেরো পরিচ্ছেদের পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ মূলত উপক্রমণিকা। এতে লেখক আইন (Law), কানূন (Act), ফিক্হ (Islamic Jurisprudence), শরী'য়াহ (Law of Islam) বিষয়ে আলোচনা করে ইসলামী আইনের একটি যথার্থ সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস নিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি এ আইনের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ইসলামী তথা আল্লাহ প্রদত্ত আইনের সাথে পৃথিবীর অন্য কোন আইনের তুলনা হতে পারে না। তবুও তিনি আইনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও মাপকাঠিতে ইসলামী আইনের সাথে মানবরচিত আইনের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। অতঃপর ইসলামী আইনের উৎস বিষয়ক মূল আলোচনা শুরু করেছেন। ইমাম নাজমুদ্দীন তুফী (৬৫৭-৭১৬হি.) ও তাঁর গ্রন্থ "রিসালাতুন ফী রি'য়ায়াতিল মাসলাহা' এর ভাষ্যকার আহমদ আস্-সায়্যিহ (মৃ. ২০১১খ্রি.) কর্তৃক বর্ণিত ৪৫টি উৎস উল্লেখ করেছেন। তবে লেখক তাঁর গ্রন্থে সব উৎসের আলোচনা বিধৃত করেননি। বরং উৎসগুলোকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। এক: যেসব উৎসের ব্যাপারে শরী'য়াতের আলিমগণের মতৈক্য সম্পন্ন হয়েছে। এ শ্রেণিভুক্ত উৎসের সংখ্যা ৪টি, যথা- কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। যদিও শেষোক্ত দুটি উৎসের ব্যাপারে মতানৈক্য কম নয়। এসব উৎসকে তিনি মৌলিক উৎস হিসেবে নামকরণ করেছেন। দুই: যেসব উৎসের ভিত্তিতে বিধান নির্গমনের ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। উপরিউক্ত ৪টি উৎস ব্যতীত বাকি উৎসগুলো এ শ্রেণিভুক্ত করে একে সম্পূরক উৎস হিসেবে নাম দিয়েছেন এবং এ শ্রেণি থেকে আলোচনার জন্য ইসতিহসান, মাসালিহ মুরসালাহ, উরফ, সাদ্দুয যারায়ে', ইসতিসহাব, আমালু আহলিল মাদীনা, কাওলুস সাহাবী, শার'উ মান কাবলানা এ আটটি উৎস বাছাই করেছেন। প্রতিটি উৎসকে পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন।

প্রথম ও প্রধান উৎস আল-কুরআন

ইসলামী আইনের প্রথম ও প্রধান উৎস আল-কুরআন। কুরআনে কোন কিছুর বিধান বর্ণিত হলে অন্য কোন উৎসের দিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন হয় না। এ কারণে লেখক প্রথমেই আল-কুরআনের আলোচনা বিধৃত করেছেন। কুরআনের পরিচয়, অবতরণ, সংরক্ষণ, গ্রন্থবদ্ধকরণ আলোচনার পর এর প্রামাণিকতা বিষয়ে সবিস্তর বর্ণনা এসেছে গ্রন্থটিতে। কুরআনী আইনের সাধারণ মূলনীতি, করণীয়, বর্জনীয় ও ঐচ্ছিক বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআনের নিজস্ব পদ্ধতি, কুরআন থেকে বিধান নির্ণয়ের নীতিমালা ইত্যাদি প্রামাণ্য আলোচনা গ্রন্থটিকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

www.pathagar.com

সুন্নাহ অহীর অংশ

সুন্নাহ ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস। কুরআনের পরেই এর অবস্থান। সুন্নাহর শাখা-প্রশাখা অনেক বিস্তৃত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনেক বেশি, আইনী ব্যবস্থাপনা অনেক সূক্ষ্ম। বিভিন্ন প্রকার সুন্নাহর ভিন্ন ভিন্ন আইনী মর্যাদা রয়েছে। ইসলামী আইনের নীতিমালা শাস্ত্রবিদগণ একেক প্রকার সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণের জন্য একেক ধরনের শর্তারোপ করেছেন। বিশেষত আহাদ সুন্নাহর ভিত্তিতে আইন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে মুসলিম মুজতাহিদগণের মতভিন্নতা উল্লেখযোগ্য। লেখক এসব বিষয়ের আলোচনা বিধৃত করার পাশাপাশি আইন বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর পারস্পারিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন প্রকার সুন্নাহর আইনী বৈপরীত্য নিরসনের পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন, সুন্নাহও অহীর অংশ বিধায় সুন্নাহভিত্তিক আইন ইসলামী আইনের উৎস হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির অবকাশ নেই।

ইজমা' ও কিয়াস মূলত ইজতিহাদের সামষ্টিক ও একক রূপ

মহানবী স.-এর ইন্তিকালের মাধ্যমে অহীর ধারা বন্ধ হওয়ার পর কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদই নতুন নতুন বিষয়ের ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের একমাত্র পদ্ধতিতে পরিণত হয়। সামষ্টিক বা এককভাবে ইজতিহাদ সম্পন্ন করা হয়। কারও কোন একক ইজতিহাদের উপর সমসাময়িক আলিমগণ একমত পোষণ করলে বা তাঁরা একত্রিত হয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোন ইজতিহাদ সম্পন্ন করলে তাকে সামষ্টিক ইজতিহাদ (Collective Ijtihad) বলা হয়। ইজমা' মূলত সামষ্টিক ইজতিহাদের ভিন্ন নাম। অন্যদিকে কিয়াসকে একক ইজতিহাদ বলা যেতে পারে এ কারণে যে, মুজতাহিদ নতুন বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্গমনের জন্য পূর্বের বিধানের উপর কিয়াস করে থাকেন। দুটি ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে লেখক ইজমা ও কিয়াসের পরিচয়, প্রামাণিকতা, আইনী মর্যাদা, শর্তাবলি, বর্তমান যুগে এর গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন।

ইসলামী আইনের সম্পূরক উৎস

পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদগুলোতে সন্নিবেশিত হয়েছে সম্পূরক উৎসসমূহের (Subordinate Sources) আলোচনা। কাজী তাজুদ্দীন ইবনুস সুবকীর (৭২৭-৭৭১হি.) উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, আলিমগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ছাড়া শরী'য়াতের বিধান নির্গমনের আরও কিছু উৎস রয়েছে, যদিও সেগুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁদের মতানৈক্য রয়েছে। ইসতিহসান (Juristic Preference) বা উত্তম বিধান নির্ধারণ, মাসালিহ মুরসালাহ (Consideration of Public Interest) বা জনকল্যাণ বিবেচনা, উরফ (Customary Law) বা সামাজিক প্রথা, সাদ্দুয যারায়ে' (Blocking the means) বা অন্যায়ের উপকরণ রোধকরণ, ইসতিসহাব (Presumption of

www.pathagar.com

continuity) বা পূর্বের বিধান অক্ষুণ্ন রাখা, আমালু আহলিল মদীনা (Acts of Inhabitants of Madinah) বা মদীনাবাসীর কর্ম, কাওলুস সাহাবী (Opinion of companion of the Prophet) বা সাহাবীগণের অভিমত, শারউ মান কাবলানা (Previous Revealed Law) বা পূর্ববর্তী শরী'য়াত -এ সম্পূরক উৎসগুলোর পরিচিতি, প্রামাণিকতা, প্রকারভেদ, এ সম্পর্কিত মতপার্থক্য, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগের শর্ত বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন, যুগ পরিক্রমায় মুজতাহিদগণের উদ্ভাবিত এসব পদ্ধতির অবেদন এখনও বিদ্যমান রয়েছে। পরিবর্তিত এ আধুনিক বিশ্বেও এসব উৎসের প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন বিষয়ের বিধান নির্ণয় করা সম্ভব। ইসলামী আইনের মৌলিক ও সম্পূরক বিভিন্ন উৎস বর্ণনার পাশাপাশি লেখক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এ বিষয়ক কিছু ভুল ধারণা নিরসনের চেষ্টা করেছেন। যেমন অনেকে রোমান ও সাসানী আইনকে ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে মনে করেন লেখক ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তাদের দাবির অসারতা প্রমাণ করে ইসলামী আইনের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে এসে লেখক সাম্প্রতিক বিষয়ের ইসলামী বিধান উদ্ভাবনের আরও কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ইসলামী আইন নির্গমনের পদ্ধতি বইয়ে আলোচিত উৎসসমূহের মধ্যে সীমিত নয়। বরং এ সম্পর্কে আরও গবেষণা করে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তিনি মনে করেন, বর্তমান সময়ে আধুনিক বিভিন্ন বিষয়ের ইসলামী বিধান নির্গমনের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত উৎসের পাশাপাশি ফিকহী সূত্র (Legal Maxims), তাখরীজ ফিকহী ও মাকাসিদুশ শরী'য়াহকে (Objectives of Shariah) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা উচিৎ।

গ্রন্থটিতে বিভিন্ন দিক থেকে নতুনত্ব আনার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত দুটি দিক যে কোন পাঠক, গবেষক ও সমালোচকের ইতিবাচক দৃষ্টি কাড়তে বাধ্য। যার প্রথমটি হল, গ্রন্থের শেষে বাংলা, আরবী ও ইংরেজীতে ইসলামী আইনের পরিভাষাসমূহের একটি তালিকা অন্তর্ভুক্তকরণ। দ্বিতীয়ত গ্রন্থপঞ্জিতে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম বাংলায় উচ্চারণের পাশাপাশি আরবীতে উল্লেখ। আরবী অক্ষরের অনারবী প্রতিবর্ণায়নের জটিলতা এড়ানোর ক্ষেত্রে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সচরাচার এ পদ্ধতি ব্যবহার হতে দেখা না গেলেও প্রয়োজনের বিচারে এটি এক মাইলফলক হতে পারে। এছাড়াও গ্রন্থনা পদ্ধতি, ভাষার প্রয়োগ, উসূল ফিক্‌হ তথা ইসলামী আইনের নীতিমালাশাস্ত্রেও পরিভাষাসমূহের বঙ্গানুবাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বইটি এ বিষয়ক পূর্ব রচনা থেকে অনেক গুণে অগ্রগামী।

গ্রন্থটি পর্যালোচনা করেছেন:
মারুফ বিল্লাহ
স্নাতকোত্তর গবেষক, তুলনামূলক আইন বিভাগ, নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান
ইমেইল: marufiium@gmail.com

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

(১) ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত রেজিঃ নং (DA-6000) বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। এটি প্রতি তিন মাস অন্তর, (জানুয়ারী-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর) নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

(২) এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, শেয়ার ব্যবসা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ স্থান পায়।

(৩) জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে তা প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

(৪) জার্নালে সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি গ্রন্থ পর্যালোচনাও প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক গ্রন্থ অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

লেখকদের প্রতি নির্দেশনা

১. প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়

ক. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে জনমনে আগ্রহ/চাহিদা সৃষ্টি করা ও গণসচেতনতা তৈরি করা;

খ. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে পুঞ্জিভূত বিভ্রান্তি দূর করা;

গ. মুসলিম শাসনামলের ইসলামী আইন ও বিচারের প্রায়োগিক চিত্র তুলে ধরা।

২. প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া

পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখকের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। প্রবন্ধ 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এ জমা দেয়ার পূর্বে কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় প্রকাশিত বা একই সময়ে অন্যত্র প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন হতে পারবে না। এ শর্ত নিশ্চিত করার জন্যে প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে,

(ক) জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তারা;

www.pathagar.com

(খ) প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় মুদ্রিত/প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেয়া হয়নি;

(গ) এ জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর সম্পাদকের মতামত ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হবে না;

(ঘ) প্রবন্ধে প্রকাশিত/বিবৃত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষকগণ বহন করবেন। প্রতিষ্ঠান এবং জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ এর কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব বহন করবেন না।

৪. প্রেরিত প্রবন্ধের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় যা থাকতে হবে

লেখকের পূর্ণ নাম, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, ফোন/মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল ও ডাক ঠিকানা।

৫. সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধের শুরুতে ২০০-২৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। এ সারসংক্ষেপে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, প্রবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে ধারণা থাকবে।

৬. পাণ্ডুলিপি তৈরি

(ক) প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) হতে হবে।

(খ) পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে দুই কপি (হার্ড কপি) পত্রিকা অফিসে জমা দিতে হবে এবং প্রবন্ধের সফট কপি সেন্টার-এর ই-মেইল (e-mail) ঠিকানায় (islamiclaw_bd@yahoo.com) পাঠাতে হবে।

(গ) কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কী-বোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft office 2000 এবং MS-Word- SutonnyMJ ফন্ট ব্যবহার করে ১৩ পয়েন্টে (ফন্ট সাইজ) পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। লাইন ও প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে ডবল স্পেস হবে।

(ঘ) A4 সাইজ কাগজে প্রতি পৃষ্ঠায় উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি মার্জিন রাখতে হবে।

(ঙ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Times New Roman ফন্ট এবং আরবী উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Simplified Arabic/Traditional Arabic ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

(চ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত সকল তথ্যের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক সূত্র (Primary Source) উল্লেখ করতে হবে।

(ছ) আল-কুরআন-এর TEXT অনুবাদসহ মূল প্রবন্ধে এবং হাদীসের আরবী TEXT প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

www.pathagar.com

[illegible]

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ [illegible]

[illegible]

১. রিসার্চ প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন

খ. মুসলিম পারিবারিক আইন

গ. নারী, শিশু ও মানবাধিকার

ঘ. ইসলামী বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস

ঙ. ইসলামী আইন সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসন

চ. ইসলামী আইনের কল্যাণ ও কার্যকারিতা উপস্থাপন

২. লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট

ক. পারিবারিক বিরোধ নিরসনে সালিশ

খ. আদালতের বাইরে সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি

গ. অসহায় মজলুমদের আইনী সহায়তা

ঘ. নির্যাতিতা নারী ও শিশুদের আইনী সহায়তা

ঙ. ইসলামের পক্ষে আইনী প্রতিরোধ

৩. সেমিনার প্রজেক্ট

ক. আন্তর্জাতিক আইন সেমিনার

খ. জাতীয় আইন সেমিনার

গ. মাসিক সেমিনার

ঘ. মতবিনিময় সভা

ঙ. গোল টেবিল বৈঠক

৪. জার্নাল প্রজেক্ট

ক. ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

খ. ইসলামিক ল' এন্ড জুডিশিয়ারী (ষান্মাসিক)

গ. আরবী জার্নাল (ষান্মাসিক)

ঘ. মাসিক পত্রিকা

ঙ. বুলেটিন

৫. বুক পাবলিকেশন প্রজেক্ট

ক. মৌলিক আইন গ্রন্থ

খ. অনুবাদ আইন গ্রন্থ

গ. আইনের বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা

ঘ. ইসলামী আইন কোড

ঙ. ইসলামী আইন বিশ্বকোষ

৬. লেখক প্রজেক্ট

ক. বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক লেখক ফোরাম

খ. আইনজীবী ভিত্তিক লেখক ফোরাম

ঘ. মাদরাসা ভিত্তিক লেখক ফোরাম

ঘ. লেখক ওয়ার্কশপ

ঙ. লেখক সম্মেলন

৭. লাইব্রেরী প্রজেক্ট

ক. কুরআন-হাদীস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ

খ. ফিক্‌হ ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ

গ. আইন ভিত্তিক ডকুমেন্টারী বই/কিতাব সংগ্রহ

ঘ. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ

ঙ. ইসলামের ইতিহাস ভিত্তিক বই/কিতাব সংগ্রহ

৮. উন্নয়ন প্রজেক্ট

ক. আইন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা

খ. আইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

গ. আধুনিক অডিটোরিয়াম প্রতিষ্ঠা

ঘ. ই-লাইব্রেরী

ঙ. আইন ওয়েব সাইট

www.pathagar.com

ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার

গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর গ্রাহক/এজেন্ট হতে চাই। আমার ঠিকানায় ....কপি পাঠানোর অনুরোধ করছি।

নাম ঃ..

ঠিকানা ঃ ....

....

বয়স .... পেশা..

ফোন/মোবাইল ঃ ....সহজলভ্য মাধ্যম ঃ

ডাক/কুরিয়ার : ফরমের সঙ্গে ....টাকা সংস্থার নামে মানি অর্ডার/টিটি/ডিডি করলাম/অথবা নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিলাম।

কথায় টাকা ....

স্বাক্ষর

গ্রাহক/এজেন্ট

ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭, ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

সংস্থার একাউন্ট নং
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
MSA-11051 ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পল্টন শাখা, ঢাকা

ভি.পি ও কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়।
ডাক বা কুরিয়ার চার্জ সংস্থা বহন করে।
এজেন্ট হওয়ার জন্য ৫ কপির অর্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হবে।
গ্রাহক হওয়ার জন্য ন্যূনতম এক বছর তথা ৪ সংখ্যার মূল্য বাবদ ৪০০/- টাকা অগ্রিম পাঠাতে হয়।
৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না। ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন
২০ কপির উর্ধ্বে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

➡ ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ১০০ X ৪ = ৪০০/-
➡ ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) = ১০০ X ৮ = ৮০০/-
➡ ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা) = ১০০ X ১২ = ১২০০/-

www.pathagar.com

REG.NO.DA-6100 :: ISLAMI AIN O BICHAR :: OCTOBER - DECEMBER 2014, Tk. 100